2000

পাক্ষিক আহ্‌সদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ❑ ৪র্থ সংখ্যা

৩১ আগষ্ট, ২০০০ ঈসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

চলুন ! অবক্ষয় মুক্ত বিশ্ব গড়ি

বিশ্ব মানবতা আজ নৈতিক অবক্ষয়ের অতল গহবরে নিমজ্জিত। উন্নত উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত-কোন দেশই আজ অবক্ষয় মুক্ত নয়। বরং অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশের চেয়ে উন্নত দেশগুলিই প্রতিযোগিতার শীর্ষে। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবতাবাদী ব্যক্তি গোষ্ঠী বা বিভিন্ন সংগঠন আজ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন কি করে সমাজ থেকে অবক্ষয় নির্মূল করে বিশ্ববাসীকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বিশ্ব উপহার দেয়া যায়। সাধারণভাবে সবাই মনে করেন শিক্ষার প্রসার ঘটলে আমরা অবক্ষয় থেকে অনেকাংশে মুক্ত (বেঁচে) থাকতে পারব। কিন্তু অতীব পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রও অবক্ষয়ের স্বীকার। পত্র-পত্রিকা সহ সকল প্রচার মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় - পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ফাঁস, ছাত্রদের নকল প্রবণতা, কতিপয় শিক্ষক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের দুর্নীতির কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মত মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি। এমনকি ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গণগুলোর দুরবস্থার চিত্রও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের টয়লেট বা নোংরা জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ধর্মীয় গ্রন্থের কর্তনকৃত কাগজের বস্তা। কথায় আছে, যে সরিষা দিয়ে ভুত তাড়াব সেই সরিষাতেই ভুত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন ঃ "তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক রসূল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং **তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে**, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল" (৬২ঃ৩)। দেখা যাচ্ছে মানুষকে অবক্ষয় মুক্ত করে পরিশুদ্ধ করা শুধুই মানবীয় কর্তৃত্বে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে উপরোক্ত দায়িত্ব সহকারে প্রেরণ করে তদানীন্তন (আইয়ামে জাহেলিয়ত) নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত অধিপতিত আরব জাহানকে শান্তির রাজ্যে পরিণত করেন আল্লাহ্তাআলা।

বর্তমান যুগ সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলার সতর্কবাণী রয়েছে ঃ'কসম আসর'-এর নিশ্চয় মানুষ (ইনসান) বড় ক্ষতির মধ্যে আছে' (১০৩ঃ২-৩)। এর পাশাপাশি হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমনের শুভ সংবাদও রয়েছে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ঐশী নির্দেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব সমাজকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে বিশ্বকে অবক্ষয়মুক্ত শান্তির রাজ্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন যা পরবর্তীতে যুগ-খলীফাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। যত শীঘ্র আমরা আহমদীয়তের ঝান্ডা তলে একত্রিত হয়ে যুগ-খলীফার নির্দেশ মত চলবো ততই আমরা অবক্ষয়ের কবল থেকে মুক্ত হব, ইনশাআল্লাহ্।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা

১৬ ভাদ্র ১৪০৭ বঙ্গাব্দ ১৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪২১ হিঃ কাঃ
৩১ যুহুর ১৩৭৯ হিঃ শাঃ ৩১ আগস্ট ২০০০ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	–	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

যুগ–খলীফার চরণ-ধূলিতে এ বাংলার মাটি ধন্য হোক !

১৯৯৩ সনে আন্তর্জাতিক বয়াত আরম্ভ হওয়ার পর থেকে সারা বিশ্বে জ্যামিতিক হারে না হলেও গাণিতিক হারে বয়াত হয়েই চলেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আর এতে শীর্ষস্থানে রয়েছে ভারত ও আফ্রিকার কতিপয় দেশ। বাংলাদেশ এখনও অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আমরা কখনও আমাদের টার্গেট পূরো করতে সক্ষম হই নি। তাই এ প্রসঙ্গে প্রতিটি বাঙ্গালী আহমদীর চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ১২ কোটি বাংলাদেশীকে সঠিক ইসলামের পথ দেখানোর দায়িত্ব আপনার আমার সকলের। আমরা যতই নগণ্য ও কম সংখ্যক হই না কেন একথা বড় সত্য যে, এ বিরাট কাজ আমাদেরকেই করতে হবে এবং আমাদের দ্বারাই ইহা সাধিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আমরা যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখি যে, আমাদের খোদা সর্বশক্তিমান। তিনি এক থেকে আজ প্রায় ৮ কোটিতে পৌছে দিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর রহমতকে আকর্ষণ করতে পারি তাহলেই আমাদের কাজ সহজসাধ্য ও সফল হবে। আমরা যদি তবলীগের সকল শর্ত আদায় করে নর-নারী নির্বিশেষে সকলে তবলীগের মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে অবশ্যই আমাদের চেষ্টা সুফল দিতে আরম্ভ করবে।

যুগ-খলীফা এককভাবে কোন দেশের জন্যে নন। সারাটা বিশ্ব যেমন আল্লাহ্র-তাঁর-রসূলের-তাঁর মাহ্দীর তেমনি তাঁর খলীফারও। তাঁর পদ-চারণায় সারা বিশ্ব হতে পারে কল্যাণমন্ডিত। আধ্যাত্মিক বারি বিনে যে আত্মাগুলো মৃত-প্রায় সেগুলো হ'তে পারে তৃষ্ণামুক্ত ও সঞ্জীবিত। যুগ-খলীফাদের পবিত্র পদ-চারণায় কীভাবে একটি দেশ কল্যাণ ও সুষমামন্ডিত হতে পারে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়–ইসলামের প্রাথমিক যুগেও আর এ যুগেও। আহমদী খলীফাগণ ইউরোপ আফ্রিকার যে দেশই সফর করেছেন সে দেশই ধৈন্য হয়েছে। ১৯৯১ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এর কাদিয়ান আগমনে পাঞ্জাব যে কতটা উপকৃত হয়েছে তা প্রত্যেক অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম।

আজকে বাংলাদেশ একটি সমস্যা সংকুল দেশ। এদেশে যদি যুগ-খলীফার পবিত্র চরণ-ধূলি পড়ে তাহলে আমাদের বিশ্বাস অন্যান্য সমস্যাদি নিরসনের সাথে সাথে মানুষ যে বেশী বেশী সংখ্যায় আধ্যাত্মিক জামাতের ছায়ায় আশ্রয় নিবে তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশে আহমদীয়তের শুভাগমন হয়েছে প্রায় এক শতাব্দী হতে চল্লো। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এখনও কোন খলীফার পবিত্র পদচারণা হয় নি এ দেশে। বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া খুবই ভাগ্যবান যে, বিগত জুন-জুলাই মাসে সেখানে খলীফা সাহেবের পদচাড়ণা হয়েছিলো এবং তাঁর শুভাগমনে সেখানে যেসব ঐতিহাসিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়েছে তাতে দেশটি যে কত ভাগ্য কুড়িয়েছে তা অনাগত ভবিষ্যত সাক্ষ্য দিতে থাকবে!

মোহাম্মদীয়া সোসাইটির প্রফেসর দোয়াম সাহেব হুযূর (আইঃ)-এর ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। হুযূর (আইঃ) প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহিদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎকার দিয়ে তাঁকে ধন্য করেছেন। এ দেশের ন্যাশনাল এসেমব্লির চেয়ারম্যান আমীন রঈস সাহেব তো কয়েকবারই হুযূর (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। এ ছাড়া বহু চীফ ও বুদ্ধিজীবী হুযূর (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আনন্দিতও হয়েছেন।

একথায় বোধ করি কেউ আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন না যে, ইন্দোনেশিয়ার মত সময়ের সবচে' বড় চাহিদা আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমিতে যুগ-খলীফার শুভাগমন। খলীফা সাহেবের কোন দেশে যাওয়ার সাথে জামাতের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির বিষয়টির সাথে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত। সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী যাতে সব দিক থেকে ভালভাবে সম্পাদিত হয় সেজন্যে সর্বাগ্রে আমাদের সকলের উচিত বেশী বেশী দোয়া ও ইস্তিগফারে রত থাকা। আল্লাহ্তাআলা যেন এমন অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন যাতে আমরা হুযূর (আইঃ)-কে আমাদের দেশে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে পারি – সেজন্যে সকলের নিকট বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আনন্দের বিষয় ইদানিংকালে আমাদের প্রিয় খলীফা আগামী বছর বাংলাদেশে আসার জন্যে তাঁর প্রোগ্রামের কথাও বলেছেন (দৈনিক আল্ ফযল ঃ রাবওয়া, ১১-৮-২০০০)।

– নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আন'আম	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ তাকওয়া	ঃ সংকলন ও অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
❑ অমৃত বাণী ঃ মুত্তাকীর নিদর্শন হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪ ও১৮
❑ জুমুআর খুতবা ঃ মেহমানদারী হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী	৫-১০
❑ জুমুআর খুতবা ঃ এখন বসে থাকার দিন নয় হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ – জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১১-১৭
❑ কবিতা ঃ সত্যের আহ্বান	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১৮
❑ হোমিওপ্যাথি ঃ সদৃশ বিধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ	ঃ অনুবাদ – মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	১৯
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২০-২২
❑ ইমাম মাহদী (আঃ) কি সত্যিই ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন ? - একটি সমালোচনার পর্য্যালোচনা	ঃ মাওলানা মু. মাযহারুল-হক	২২-২৫
❑ ইন্দোনেশীয়ায় আহমদীয়ত প্রতিবেদক ঃ মোহতরম আব্দুল মাজেদ তাহের সাহেব, এডিশনাল ওকীলুত্ তবশীর	ঃ অনুবাদ – জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৬-২৭
❑ এম, টি, এ ডাইজেস্ট	ঃ সংকলন - জনাব আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক	২৮-২৯
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ) মূল ঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩০
❑ ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস্ (মরহুম)	ঃ অনুবাদ – জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩১-৩২
❑ সংবাদ	ঃ	৩২

প্রচ্ছদ ঃ মদীনা মনওয়ারাস্থ মসজিদুন্ নবুবীতে নবী করীম (সঃ)-এর মুসাল্লা বা নামাযের স্থান

কাদিয়ানের সালানা জলসা-২০০০ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

এ বছর যারা কাদিয়ানের সালানা জলসায় যোগদান করতে চান তাদের একটি তালিকা ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাদিয়ান পাঠাতে হবে যেন কাদিয়ান কর্তৃপক্ষ তা ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে পারেন। তাই বাংলাদেশ থেকে যারা এবার জলসায় যোগদান করতে চান তাদেরকে ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিকেল ৩.৩০ মিঃ নিম্নবর্ণিত জীবন-বৃত্তান্ত, চাঁদা আদায়ের সার্টিফিকেট, পাসপোর্টের প্রথম ৩ পৃষ্ঠার ফটোকপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জামাতের আমীর / প্রেসিডেন্ট-এর সত্যায়ন সহ কমিটির সম্মুখে সাক্ষাৎকারের জন্যে ঢাকা দারুত তবলীগে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। এ তারিখের পরে আর কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা যাবে না।

(১) নাম, (২) পিতার নাম , (৩) জন্মের স্থান ও তারিখ, (৪) পাসপোর্ট নং, তারিখ, ইস্যুরস্থান, সময় সীমা, (৫) বর্তমান ও স্থানীয় ঠিকানা।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, কাদিয়ানের ১০৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে ১৬-১৮ নভেম্বর ২০০০ তারিখে।

আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী
চেয়ারম্যান
সাক্ষাৎকার কমিটি

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ২৬তম তা'লীম ও তরবিয়তী ক্লাস সুসম্পন্ন

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ১১/৮/২০০০ইং তারিখ হতে ২৫/৮/২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ২৬তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস-২০০০ অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ২৫/৮/২০০০ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ২ঃ৩০ মিঃ ২৬তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস - ২০০০-এর সমাপনী অধিবেশন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এতে ৯০ জন খাদেম ও ৯৩ জন তিফল অংশগ্রহণ করে।

- আহমদী বার্তা

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আন'আম-৬

১৫৭। পাছে তোমরা বল, 'কিতাব কেবল আমাদের পূর্বে শুধু দু'টি সম্প্রদায়ের[৯৩৩] উপর নাযেল করা হয়েছিল এবং আমরা সেগুলির পাঠ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিলাম;

১৫৮। অথবা তোমরা বল, 'যদি আমাদের উপর কোন কিতাব নাযেল করা হতো, তাহলে নিশ্চয় আমরা তাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম।' অতএব (এখন) তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং হেদায়াত এবং রহমত এসেছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? আমরা অচিরেই ঐ সকল লোককে যারা আমাদের আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, নিকৃষ্ট শাস্তি দিব এজন্যে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল।

১৫৯। তারা কেবল এরই অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট ফিরিশ্‌তারা আসুক[৯৩৪] অথবা তোমার প্রভু আসুক অথবা তোমার প্রভুর নিদর্শনসমূহের কতক আসুক। যেদিন তোমার প্রভুর কতক নিদর্শন এসে যাবে সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নি অথবা ঈমান দ্বারা কল্যাণ অর্জন করে নি, তার ঈমান তার কোন উপকারে আসবে না। তুমি বল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমরাও অপেক্ষা করছি।'

১৬০। নিশ্চয় যারা নিজেদের ধর্মকে টুকরো টুকরো করেছে[৯৩৭] এবং দলে-উপদলে পরিণত হয়েছে, তাদের সঙ্গে তোমার কোনই সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে, অতঃপর তারা যা করতো সে সম্বন্ধে তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন।

৯৩৩। আয়াতে উল্লেখিত দুই সম্প্রদায় বুঝাতে পারে ঃ (১) ইহুদীজাতি, যাদের প্রতি তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং যাদের ধর্মের সূচনা হয়েছিল আরবের উত্তরাঞ্চলের ভূখন্ডে, এবং (২) 'জরাথুস্ত্র'র ধর্মাবলম্বী জাতি যাদের প্রতি যেন্দাবেস্তা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তারা আরবের পূর্বাঞ্চলে বাস করতো। অথবা এই শব্দের উদ্দেশ্য ইহুদী এবং খৃষ্টান জাতিও হতে পারে, এই দুই সম্প্রদায় আরব ভূখন্ডে বসবাস করতো এবং আরব জাতির লোকেরা তাদের সংস্পর্শে এসেছিল।

৯৩৪। 'ফিরিশ্‌তারা আসুক' এই বাক্যাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে জাতির উপর পতিত শাস্তির প্রতি নির্দেশ করেছে। কারণ, 'ফিরিশ্‌তার আগমন' উল্লেখিত হয়েছে সেই সকল যুদ্ধ প্রসঙ্গে, যা মুসলমান এবং তাদের বিরুদ্ধবাদী শত্রুদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল (৩ঃ১২৫, ১২৬ এবং ৮ঃ১০)।

৯৩৫। 'প্রভু আসুক' কথাটি দ্বারা সত্যের শত্রুদের সম্পূর্ণ ধ্বংস বুঝায় (২ঃ২১১)।

৯৩৬। 'নিদর্শনসমূহের কতক আসুক' কথা দ্বারা বাস্তব জগতের শাস্তিসমূহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমন- দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দৈব-দুর্যোগ ইত্যাদি।

৯৩৭। 'ধর্মকে টুকরো টুকরো করেছে' বাক্যাংশের মর্মার্থ, লোকেরা যখন নিজ নিজ শখ এবং খোশ-খেয়ালের আরম্ভ করতে শুর করে তখন তাদের মধ্যে মতের ঐক্য লোপ পায় এবং মতবিরোধ দেয়া দেয়।

হাদীস শরীফ

তাকওয়া

কুরআন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

'হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং সরল-সুদৃঢ় কথা বল;
(সূরাতুল আহ্‌যাব ঃ ৭১ আয়াত)

হাদীস ঃ

"আন ইবনে মাসউদিন আন্নান নাবীয়্যা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা কানা ইয়াকুলু আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল হুদা ওয়াত্‌তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গেনা"

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলতেন, হে আমার আল্লাহ্‌! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অভাব-মুক্ততা চাই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

পাপ মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। মানব জীবনের বিকাশ ও উন্নতির সাথে সাথে তার ধ্বংসের একটা প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হতে থাকে। এই থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর রসূল প্রেরণ করে থাকেন। তাঁরা মানবজাতিকে ধ্বংসের পথ বর্জন করার আদেশের সাথে সাথে তা হ'তে মুক্ত থাকার পথও বলে দিয়ে থাকেন।

মানবজাতির জন্য শেষ পথ-প্রদর্শক কুরআন আমাদের জানায় যে, আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বনই সে মাধ্যম যদ্বারা মানুষ পাপ হ'তে মুক্তি পেতে পারে। কুরআন আদেশ দিচ্ছে, আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল। এ আদেশের উপর আমল করলে তোমরা সফলকাম হবে। তোমাদের দুর্বলতাকে আল্লাহ্‌তাআলা দূর করে দিবেন।

তাকওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিকে ভয় করা। খোদার অসন্তুষ্টি হলো মানুষের জন্য ধ্বংসের কারণ। তাই হযরত রসূল করীম (সঃ) নিজে খোদার কাছে সর্বদা তাকওয়া লাভের জন্য দোয়া করেছেন এবং উম্মতকেও শিখিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হতে তাকওয়া কামনা কর। উপরোক্ত হাদীসটি আল্লাহ্‌র রসূলের একটি দোয়া যেখানে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট তাকওয়া প্রার্থনা করে দোয়া করছেন। শ্রেষ্ঠ ও নিষ্পাপ নবী (সঃ) যার হৃদয় তাকওয়া দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হতে তাকওয়া পাবার জন্য দোয়া করতেন। পাপ হতে সারা জীবন দূরে ছিলেন। পুণ্যের জ্যোতিঃ ও ঐশী নূরে তিনি আলোকিত ছিলেন। তবুও কেন তিনি তাকওয়ার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন ? যে ব্যক্তি প্রতিটি কর্মে খোদার সন্তুষ্টিকে সামনে রাখে এবং তাঁর অসন্তুষ্টিকে ভয় করে সে পাপ হতে দূরে থাকে। বরং সে পাপ করতেই পারে না।

আমরা আমলের দিক হতে বড়ই দুর্বল। সবল হতে পারি যদি তাকওয়ার অধিকারী হয়ে যাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক পুণ্যের মূল হলো তাকওয়া, যার মাঝে ইহা রয়েছে তার সবই আছে।"

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সর্বদা তাঁর নিকট তাকওয়া প্রার্থনা করার তৌফীক পাই এবং তা অর্জন করতে পারি, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলা আহমদীয়া

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

মুত্তাকীদের জন্য আরও অনেক কল্যাণ রয়েছে। যেমন, কুরআন শরীফের শুরুতেই সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিনদেরকে এই দোয়া চাইতে নির্দেশ দিয়েছেন, 'তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর। তাদের পথে যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, ক্রোধভাজন এবং পথভ্রষ্টদের পথ নয়' (১ঃ৬৭) অর্থাৎ আমাদেরকে ঐ সরল-সুদৃঢ় পথ পরিচালিত কর তাদের পথে, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত ও কল্যাণমন্ডিত করেছ। এই জন্য শেখানো হয়েছে যেন মানুষ পূর্ণ সাহসিকতা অবলম্বন করে তার স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আর তা হ'ল এই ঃ এই উম্মত যেন চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় জীবন-যাপন না করে বরং তার সকল আবরণ উন্মোচিত হয়ে যায়।

শিয়াদের ধারণামতে বারোজন ইমামের পরেই বেলায়েত (আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব লাভ) শেষ হয়ে গেছে। এর বিপরীতে কুরআনের (উপরোক্ত) দোয়া থেকে এটাও প্রকাশ পাচ্ছে যে, শুরুতেই খোদার উদ্দেশ্য ছিল মুত্তাকী ও তাঁর আনুগত্যকারীগণ এরূপ মর্যাদা লাভ করতে পারবে যা নবী এবং সাধ পুরুষগণ করে থাকেন। এতে একথাও জানা যায় যে, মানুষের মধ্যে অনেক শক্তি ও গুণাবলী নিহিত রয়েছে, এর ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে তাকে অনেক উন্নতি লাভ করতে হবে। হ্যাঁ, একটি ছাগল যেহেতু মানুষ নয় তার মধ্যে নিহিত শক্তি দ্বারা সে কোন উন্নতি করতে পারে না, একজন অসম সাহসী মানুষ রসূল ও নবীগণের জীবনের ঘটনাবলী শুনে অনুপ্রাণিত হয় এবং সে চায় যে ঐ পবিত্র জামাত যে সমস্ত পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে তার ওপর সে নিছক বিশ্বাসই পোষণ করবে না বরং ওগুলোর সম্বন্ধে যেন তার যুক্তিমূলক, দর্শনমূলক ও অভিজ্ঞতামূলক প্রত্যয় জন্মে।

জ্ঞানের তিনটি স্তর ঃ

জ্ঞানের ৩টি স্তর রয়েছে। ইলমুল একীন (যুক্তিমূলক প্রত্যয়), আইনুল একীন (প্রত্যক্ষ মূলক প্রত্যয়)। হাক্কুল একীন (অভিজ্ঞতামূলক প্রত্যয়), দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন জায়গা থেকে (ধূঁয়া) বের হতে দেখলে আগুন সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে তা হলো ইলমুল একীন কিন্তু নিজ চোখে আগুনকে দেখা হলো আইনুল একীন এবং এর চেয়ে আরও উন্নত হলো হাক্কুল একীন। অর্থাৎ হাতে আগুন স্পর্শ করে এর উত্তাপ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করা যে, "হাঁ, এখানে আগুন রয়েছে" সুতরাং কীরূপ হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে, এই তিনটির একটি অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারে নি ? এই আয়াতের বর্ণনামতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বঞ্চিত ব্যক্তি অন্ধ অনুকরণের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ "যে আমার পথে জেহাদ (সংগ্রাম) করবে আমি তাকে আমার পথ প্রদর্শন করবো" (২৯ঃ৭০)। এটাতো হলো তার প্রতিশ্রুতি, অপরদিকে রয়েছে এই দোয়া 'তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর' (১ঃ৬)।

সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো - এই বিষয় মনে রেখে নামাযে আকুলভাবে দোয়ায় রত থাকে এবং মনে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর যে, সে-ও যেন ঐ সকল লোকদের অন্তর্গত হয় যারা উন্নতি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন। এমন যেন না হয় যে, দুনিয়া থেকে অন্তর্দৃষ্টিহীন ও অন্ধ অবস্থায় তাকে তুলে নেয়া হয়। যেমন- আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ, সে পরজগতেও অন্ধ" (১৭ঃ৭৩)।

এই পৃথিবীতেই পরকালের প্রস্তুতি নিতে হবে ঃ

পরজগতের পরিচিতি লাভের বাসনা নিয়ে কেউ যদি চায় যে, ইহ জগত থেকেই আমাকে সেই চক্ষু নিয়ে যেতে হবে। আর পরজগতকে উপলব্ধি করার অনুভূতি লাভের প্রস্তুতি এই দুনিয়াতেই হবে, তাহলে এটা কি ধারণা করা যায় যে, আল্লাহ্‌তাআলা ওয়াদা করে তা পূরণ করেন না ? অন্ধ বলতে তাকেই বুঝায়, যে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও আস্বাদ লাভে বঞ্চিত। কেউ মুসলমানের ঘরে জন্মলাভ করেছে বলে অন্ধ বিশ্বাসের কারণে তাকে মুসলমান বলা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে একজন খ্রীষ্টানের ঘরে জন্মেছে বলে সে খ্রীষ্টান হয়ে যায়। এ কারণেই এসব লোকের নিকট খোদার রসূল ও কুরআনের কোন মর্যাদা নেই। ধর্মের প্রতি এদের ভালবাসার প্রকাশ ও সমালোচনা সাপেক্ষ, খোদা ও রসূলের অবমাননাকারীদের মধ্যে তাদের অবস্থান। এর একমাত্র কারণ হলো, এদের আধ্যাত্মিক চক্ষু নেই। ধর্মের প্রতি ভালোবাসা নেই। অন্য কথায় ঃ প্রেমিক কি আপন প্রেমাস্পদের পসন্দের বিপরীত কিছু পসন্দ করে থাকে ? আসল কথা হলো - আল্লাহ্‌ শিখিয়েছেন, "আমি দিতে প্রস্তুত রয়েছি যদি তোমরা নিতে প্রস্তুত থাকো।" সুতরাং এই দোয়ার মধ্যেই উল্লেখিত হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) লাভের পদ্ধতি নিহিত রয়েছে।

হুদাল্লীল মুত্তাকীন (মুত্তাকীগণের জন্য পথ নির্দেশ) এর ব্যাখ্যা ঃ

এই দোয়ার পর সূরা বাকারার শুরুতেই 'হুদাল্লীল মুত্তাকীন' বলা হয়েছে। এতে মনে হয় খোদাতাআলা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন, অর্থাৎ এই কেতাব (কুরআন) মুত্তাকীকে (খোদা-ভীরু) চূড়ান্ত মর্যাদায় পৌছাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অতএব, এর মানে হলো - এই কেতাব তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে যারা সংযম-সতর্কতা অবলম্বন ও উপদেশবাণী প্রদানে প্রস্তুত থাকবে। তারা এই শ্রেণীর মুত্তাকী যারা প্রবৃত্তির তাড়না মুক্ত হয়ে সত্যের বাণী শুনতে তৎপর হয়। মুসলমান হওয়ার পর মানুষ যেমন মুত্তাকী হয়ে যায় তদ্রূপ কোন ধর্মহীন ব্যক্তি সঠিক ধর্মের সংস্পর্শে এলে তার মধ্যে খোদা-ভীরুতা সৃষ্টি হয়। আত্ম-অহংকার ও ঔদ্ধত্য দূর হয়ে যায় এবং প্রতিবন্ধকতা যা ছিল সব তিরোহিত হয়। পরিণামে অন্ধকার ঘরের জানালা উন্মুক্ত হয়ে সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করে।

এই যে বলা হলো - এই কেতাব (কুরআন) মুত্তাকীদের জন্য পথ-প্রদর্শক অর্থাৎ "হুদাল্লীল মুত্তাকীন" এখানে "ইত্তেকা" (খোদা-ভীরুতা) যা ক্রিয়াপদ থেকে উৎপন্ন তা আনুষ্ঠানিকতা বা ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমরা এখানে যেরূপ তাকওয়া পেতে যাচ্ছি তা পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ এবং যার (মুত্তাকীর) হেফাযতের জন্য এই কেতাবে (কুরআন) পথ-নির্দেশনা রয়েছে। মোটকথা পুণ্য অর্জনে মুত্তাকীকে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

পুণ্যবান দাস (আবদে সালেহ) ঃ

এই পর্যায় অতিক্রমের পর দাস পুণ্যবান দাসে রূপান্তরিত হন, যেন তার সকল আনুষ্ঠানিকতার তখন অবসান ঘটে এবং স্বভাবত ও প্রকৃতিগতভাবে তিনি পুণ্য অর্জনের সূচনা করলেন। তখন এক ধরনের শান্তির

অবশিষ্টাংশ ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

জুমুআর খুতবা

মেহমানদারী

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জলসায়, তা যে কোন দেশেই হোক, যারা যোগদান করেন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর সুন্নত অনুসারে বড় আন্তরিকতার সাথে মেহমানদারী করেছেন।

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২১শে জুলাই, ২০০০ইং লন্ডনের মসজিদ ফযলে প্রদত্ত।

তাশাহ্হুদ আআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা হাশরের ১০নং আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ
مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থাৎ "এবং (এই মাল) তাদেরও জন্য যারা তাদের (হিজরতের) পূর্বে (মদীনায়) বাসগৃহে বসবাস করছিল, এবং ঈমান এনেছিল, তারা তাদেরকে ভালবাসে যারা তাদের কাছে হিজরত করে আসে এবং তারা নিজেদের বুকের মধ্যে সেসব সম্পদের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা বোধ করে না, যা তাদেরকে (মুহাজেরীনদেরকে) দেয়া হয় এবং নিজেদের দরিদ্রতা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের উপর এদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। এবং যাকে তার আত্মার কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হয়, তারাই প্রকৃতপক্ষে সফলকাম।"

আয়াতের নির্বাচন দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, জলসা সামনে এসে যাবার কারণে দোয়ার বিষয়টিকে স্থগিত রেখে মেহমানদারী (আতিথেয়তা) সম্পর্কে কিছু নির্দেশাবলী দিতে চাচ্ছি। স্থানীয় যারা খেদমতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং যারা জলসার মেহমান হয়ে আসছেন তাদের জন্যও কিছু নির্দেশাবলী থাকছে।

সর্বপ্রথম হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াত পড়ছি। (ইবনে মাজাহ আবওয়াবুল আদব) হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের নিকট কোন জাতির সর্দার বা সম্মানিত ব্যক্তি আসেন তখন তোমরা তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন কর।"

অনেক সময় কোন কোন ব্যক্তির অন্তরে প্রশ্ন জাগে যে, বড় বড় ব্যক্তিদের বিশেষভাবে আপ্যায়নের জন্য বিশেষ খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে কেন ? উত্তর এই যে, এটা আঁ হযরত (সঃ)-এর শিক্ষার বিপরীত নয়। আঁ হযরত (সঃ)-এর এমন নির্দেশ আছে যে, যখন কোন জাতির বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আসেন তখন তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আপ্যায়ন কর।"

আমাদের জামাতের মুখলেস আহমদীরা তো দেখে খুশী হন যে, বহিরাগতদের এভাবে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। তাদের অন্তরে কোন প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না।

হযরত আবূ যার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, [মুসলিম কিতুবুল বির্‌র] আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "সামান্য পুণ্য কর্মকেও অবহেলা কর না। নিজ ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করাও পুণ্য কর্ম।"

সুতরাং যারা আসবেন তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলাও পুণ্যের কাজ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য রাখবেন। অন্য কিছু না হলেও কমপক্ষে সকলের সাথে হাসি মুখে দেখা সাক্ষাৎ করবেন।

হযরত আবূ যার গাফ্‌ফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (তিরমিযী) আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলাও তোমার পক্ষ থেকে 'সদকা' (পুণ্যকর্ম)স্বরূপ। তোমার সৎকর্মপরায়ণ হওয়া অন্যায় থেকে কাউকে বিরত রাখতে চেষ্টা করাও তোমার পক্ষ থেকে 'সদকা'স্বরূপ। পথ ভুলে যাওয়া ব্যক্তিকে পথ দেখানো তোমার সদকা, কোন অন্ধকে রাস্তায় চলতে সাহায্য করাও তোমার পক্ষ থেকে সদকা, পাথর কাঁটা হাড় ইত্যাদি রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়াও তোমার পক্ষ থেকে সদকাস্বরূপ। ... ।"

হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন (মুসনাদ আহমদ) লা খায়রা ফিমান লা ইউযাইয়েফ্"

"যে ব্যক্তি মেহমানদারী করে না তার জন্য কোন মঙ্গল নেই।"

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (বুখারী) এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করেছিল, ইসলামের সবচেয়ে উত্তম অংশ কী ?

আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, অভাবী মানুষকে খাবার প্রদান কর, প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে তুমি চিন অথবা না চিন সকলকে সালাম বল।" প্রশ্ন ছিল ইসলামের উত্তম অংশ কী ? উত্তরে আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রয়োজন বোধে তাকে খাদ্য পরিবেশন কর। এর অর্থ এই যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হয়ে যায় সে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরও খেদমত করে। তাদের খাবার পরিবেশন করে এবং প্রত্যেক শান্তি-বাণী প্রদান করে। ইসলামের নামের মধ্যেও শান্তির বাণী পরিবেশন করা অন্তর্নিহিত আছে, অতএব, যাকে জান অথবা জান না সবাইকে 'সালাম' বল।

কাদিয়ানের কথা আমার স্মরণ আছে। খুব ভাল অভ্যাস ছিল যে, সবাই প্রথমে সালাম বলার চেষ্টা করতেন। ফলে অনেক দূরে থাকতেই অনেকে উচ্চস্বরে সালাম বলতেন। হযরত মৌলভী শের আলী (রাঃ) এ বিষয়ে বড় সতর্ক ছিলেন । তিনি সবর্দাই অনেক দূর থেকে উচ্চস্বরে সালাম বলতেন। হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেব (রাঃ) (আমাদের উস্তাদ) বহু দূরে থাকতেই সালাম বলতেন। (দৃষ্টি-শক্তি দুর্বল ছিল) তিনি অনেক সময় দূরে কোন ছাগল গরুর পায়ের শব্দ শুনেই ভাবতেন যে, হয়ত কেউ আসছেন। তাড়াতাড়ি সালাম বলতেন। আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর সালাম বলার এই রীতি সম্ভবতঃ খুব গ্রহণযোগ্য হবে। বড় প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান) আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে সে যদি কথা বলে তবে যেন ভালকথা বলে অথবা চুপ থাকে।"

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

হযরত শুরায়েহ্ বর্ণনা করেছেন (আবূ দাউদ) আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা একান্ত জরুরী। একদিন একরাত মেহমানদারী করা তার জন্য পুরস্কারস্বরূপ। তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা তার জন্য ফরয। তারপর মেহমানের সেবা যত্ন করা সদকা বলে গণ্য হবে। কোন মেহমানের জন্য তিন দিনের বেশী সময় অবস্থান করা সমীচীন নয়। কারণ এতে মিযবানের জন্য (যার বাড়ীতে মেহমান হয়ে আছেন) কষ্টের কারণ হতে পারে।" সুতরাং যিনি মেহমান (অতিথি) হয়ে এসেছেন তার জন্য উপদেশ এই যে, যার বাড়ীতে এসে অবস্থান করেছেন তার বাড়ীতে তিন দিনের বেশী যেন অবস্থান না করেন। তবে হ্যাঁ, যার সাথে বিশেষ সম্পর্ক আছে এবং ভালমত জানা আছে যে, এখানে বেশী দিন অবস্থান করলে কোন অসুবিধা হবে না এবং গৃহ স্বামী বড় আনন্দের সাথে বেশী দিন মেহমানদারী করবেন, সেখানে তিন দিনের বেশী অবস্থান করা যেতে পারে। এটা পৃথক বিষয়। কিন্তু যদি ব্যক্তিগত বিশেষ সম্পর্ক না থাকে তবে তিন দিনের বেশী থাকা উচিত হবে না। হ্যাঁ, যদি তারপরও গৃহস্বামী মেযবান বড় আগ্রহভরে মেহমানকে রাখতে চান তবে মেহমান সেখানে থাকতে পারে। মিযবানের জন্য এটি অতিরিক্ত পুণ্য কর্ম। আল্লাহ্ তাকে পুরস্কার দিবেন।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (তিরমিযী) আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, জান্নাতে কিছু সুউচ্চ খাস কামরা আছে। যার বাইরে থেকে ভেতরে দেখা যায় এবং ভেতরে থেকে বাইরে দেখা যায়। একজন বেদুঈন আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করলেন, হে রসূলুল্লাহ্! ঐ সব কামরা কাদের জন্য ? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, জান্নাতের ঐ সব কামরা তাদের জন্য যারা মানুষের সাথে সুন্দর করে কথা বলেন, মানুষকে খাদ্য পরিবেশন করেন, যথারীতি রোযা পালন করেন এবং গভীর রাতে এমন সময় নফল নামাযে আল্লাহ্কে ডাকেন যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে।"

আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র বাণীতে অনেক গভীর তত্ত্ব-কথা (মা'রেফত) নিহিত থাকে। জান্নাতের যে খাস কামরার কথা এখানে বলা হয়েছে যার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইর থেকে ভেতরে দেখা যায়। এসব কামরা তাদের জন্য যারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে গোপনে কুরবানী করেছিলেন। রাতে উঠে রোযা রেখেছেন, গোপনে গরীবদের সাহায্য করেছেন। এঁদের ঐসব পুণ্যকর্মের কথা জান্নাতে আল্লাহ্তাআলা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিবেন। অনেকের তো পাপ-কর্মকে প্রকাশ করে দেয়া হবে। আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন। যারা গোপনে পুণ্যকর্ম করেন তাদের ঐসব পুণ্যকর্মকে প্রকাশ করে দেয়া হবে। যাদের সাথে ঐসব পুণ্যকর্ম করতেন তাদেরকেও দেখানো হবে। এটা আল্লাহ্র বিশেষ পুরস্কার যা জান্নাতে মুত্তাকীগণ লাভ করবেন।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (বুখারী) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়েছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) নিজ গৃহে স্ত্রীগণের নিকট পয়গাম পাঠালেন যে, আপ্যায়নের কী ব্যবস্থা আছে ?

ঘরের ভেতরে থেকে উত্তর পাওয়া গেল যে, ঘরে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। আঁ হযরত (সঃ) অনেক সময় বিশেষ বিশেষ সাহাবায়ে কেরামকে মেহমানদারীর দায়িত্ব দিতেন। আজ জিজ্ঞেস করলেন, আজকে মেহমানদারী কে করবেন ? একজন আনসারী সাহাবী বললেন, 'হুযূর ! আমি মেহমানদারী করতে চাচ্ছি।'

এ রেওয়ায়াত বার বার বলা হয়েছে কিন্তু তারপর বলা যায়, মহাগৌরবোজ্জ্বল রেওয়ায়াত এটা।

ঐ সাহাবী ঐ মেহমানকে নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'আঁ হযরত (সঃ)-এর মেহমান, এর মেহমানদারীর ব্যবস্থা কর।"

আগামী দিনগুলোতে জলসার মেহমান আসবেন। স্মরণ রাখবেন, এরা আঁ হযরত (সঃ)-এর, হযরত মসীহ্ মাওউদ (সঃ)-এর মেহমান। যদি এই নিয়্যতে মেহমানদারী করেন - মনে রাখবেন, আপনারা বড় পুণ্যের ভাগীদার হবেন।

ঐ আনসারীর স্ত্রী উত্তর দিলেন, "ঘরে তো কেবল ছেলে-মেয়েদের জন্য সামান্য খাবার আছে।"আনসারী সাহাবী বললেন, "খাবার প্রস্তুত কর। প্রদীপ জ্বালাও। ছেলে-মেয়েদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনভাবে ঘুম পাড়িয়ে দাও।" স্ত্রী ঐভাবেই করলেন। সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। মেহমানদের জন্য খাদ্য সামনে রেখে প্রদীপ ঠিক করার ভান করে নিবিয়ে দিলেন। তারপর মেহমানের সাথে বসে খাবার খাওয়াতে আরম্ভ করলেন। আনসারী এমন ভান করলেন যে, মেহমান ধরে নিলেন যে, সাথে আনসারীও খাচ্ছেন। মেহমান পেট ভরে খেয়ে নিলেন। কিন্তু আনসারী, তার স্ত্রী ও সন্তানরা না খেয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটালেন।

আনসারী সাহাবীর এই আচরণে আল্লাহ্ এত বেশী খুশী হয়েছিলেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা নিজে জানিয়ে দিলেন সমস্ত ঘটনা। ফজরের নামাযের পর আঁ হুযূর (সঃ) ঐ আনসারীকে বললেন, 'তোমার রাতের আচরণে তো আল্লাহ্ও হেসে ফেলেছিলেন। খুব খুশী হয়েছেন"।

বলা হয়েছে যে, উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযেল হয়েছিল,

... তারা নিজেদের প্রাণের উপরে অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। অথচ তারা নিজেরা অভাবগ্রস্থ থাকে। যারা অন্তরের কৃপণতা থেকে রক্ষা পেয়েছে তারাই সাফল্যমন্ডিত হয়েছে (সূরা হাশর ঃ আয়াত ১০)।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (ইবনে মাজাহ্) আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কাছে যদি কোন জাতির সর্দার বা বিশিষ্ট ব্যক্তি আসেন, তোমরা তার মর্যাদা অনুসারে তাকে আদর-আপ্যায়ন করবে।'

ইতঃপূর্বেও এ হাদীসটি পড়েছি। আবারও আমি জোরদার ভাষায় আপনাদের বলছি যে, যে কোন স্থান থেকে কোন সম্মানিত ব্যক্তির আগমন হয়, আপনাদের মেহমান হোক অথবা জামাতের মেহমান আপনারা সকলকে ভালমত সম্মান প্রদর্শন করবেন।

হযরত আবূ যার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (মুসলিম, কিতাবুল বির্‌র) আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'সামান্য পুণ্যকর্মকেও অবহেলা করবেন না। মানুষের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যকর্ম'।

হযরত আবূ যার গাফ্ফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মুসলমান ভাইয়ের সাথে তোমার হাসি মুখে সাক্ষাৎ করাও তোমার পক্ষ থেকে সদকা হবে। তোমার পুণ্য কর্ম করা এবং অপকর্ম থেকে অন্যদেরকে বিরত থাকতে বলাও সদকা। পথ ভুলে যাওয়া ব্যক্তিকে পথ বলে দেয়া অন্ধ ব্যক্তিকে পথ চলতে সাহায্য করাও তোমাদের জন্য সদকা, পাথর, হাড়, কাঁটা ইত্যাদি রাস্তা থেকে দূর করে দেয়াও তোমার জন্য সদকা। তোমার নিজের পাত্র থেকে কিছু জিনিস অন্যের পাত্রে ঢেলে দেয়াও সদকা।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (মুসলিম কিতাবুল হাজ্জ) আঁ হযরত (সঃ) যখন সফরের উদ্দেশ্যে উটের উপর বসতেন, তখন ৩ বার আল্লাহ্ আকবর বলতেন, তারপর দোয়া করতেন, 'ঐ সত্তা বড়ই পবিত্র যিনি এসব যানবাহনকে আমাদের অধীনস্থ করেছেন, অথচ এদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আমাদের জন্য সম্ভব ছিল না।'

এখন তো উটের যুগ নেই, আল্লাহ্তাআলা এখনতো রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন। যেমন উটের উপর যারা

বসতেন, উটের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাদের ছিল না। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের জন্য উটকে অধীনস্থ করেছিলেন। অনুরূপভাবে আজকের নতুন ধরনের যানবাহন উড়োজাহাজ রেলগাড়ী, অথবা মোটরগাড়ী ইত্যাদি আল্লাহ্‌র নির্দেশে আপনাদের ব্যবহারে এসেছে। এটা আল্লাহ্‌তাআলার মহাশক্তির বিষয় যে, তিনি যখন চেয়েছেন, তখন মানুষ এগুলো আবিষ্কার করেছে। আল্লাহ্ অনেক আগে থেকেই এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

দেখ, রেলগাড়ী ঐ সময় আবিষ্কার হ'ল যখন কয়লা দ্বারা ইঞ্জিন চালিত হয়েছিল। ঐ সময় কয়লা, কাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। দুই ধরনের ব্যবস্থা আছে, একতো External Combustion Engine বাইর থেকে তাপ সংগ্রহ করে ইঞ্জিনকে চালানো হয়।

অপরটি হচ্ছে Internal Combustion Engine ইঞ্জিনের ভেতরে পেট্রোল জাতীয় পদার্থ ঢেলে দেয়া হয়। যদ্বারা ভেতরে আগুন জ্বলে ইঞ্জিনকে চালায়। উভয় প্রকারের ব্যবস্থা এমন যার উপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না। আল্লাহ্‌তাআলা এ ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছেন।

আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নত ছিল, হুযূর (সঃ) যানবাহনের উপর আরোহণের সময় দোয়া করতেন,

"সুবহানাল্লাযি সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনিন ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবূন।"

'পবিত্র ঐ সত্তা যিনি আমাদের জন্য একে আমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন, আমরা নিজ ক্ষমতা বলে একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর নিকট ফেরৎ যাব।'

যদি কোন দুর্ঘটনা আমাদের ভাগ্যে লেখা থাকে যে, আমরা ঐ দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে যেতে হয়, আমাদের তো অবশেষে সেখানেই যেতে হবে। যানবাহনে চড়ে যাই, অথবা নিজ গৃহে বসে বসেই যাই যেতে তো হবেই। তা যে কোন অবস্থাতেই হোক আল্লাহ্‌র নিকট যেতেই হবে। এই দোয়াটিও অবশ্যই বড় ক্রিয়াশীল দোয়া। অবশ্যই যানবাহনের উপর আরোহণ করার সময় এ দোয়া পড়তে ভুল করা উচিত নয়।

আমাদের একজন আহমদী পাইলট ছিলেন যুদ্ধের সময়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, সব সময় তিনি এ দোয়া পড়তেন। কিন্তু একবার ভুলে গিয়েছিলেন। আর সেবারই গুলি লেগে তার জাহাজ ভূপাতিত হয়েছিল। যদিও তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন জাহাজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এবং বহু দিন তাকে বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল শত্রুদের হাতে।

তিনি বলেছিলেন যে, তার সুনিশ্চিতভাবে স্মরণ আছে যে, ঐ বার জাহাজ ছাড়বার সময় এই দোয়া পড়তে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন এবং যা তকদীর ছিল তাই ঘটে গেল। সুতরাং আপনারাও আঁ হযরত (সঃ)-এর এ দোয়াকে খুব ভাল করে স্মরণ রাখবেন। এর অন্যথা করে (যাত্রা পথে সতর্ক হয়ে) জামাতকে কষ্ট দিবেন না। বারবার উপদেশ দেয়া হয়, লিখে লিখে গাড়ীর সামনের কাঁচের উপর এঁটে দেয়া হয় যে, "দেখ, যদি ঘুম পায়, গাড়ী দাঁড় করিয়ে বিশ্রাম করে নাও। যদি চাকুরীচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকে তো থাকুক, চাকুরী গেলে যাক। কিন্তু নিজ জীবন রক্ষা কর। কারণ তোমার জীবনের উপর হুমকী আসলে সমস্ত জামাত কষ্ট বোধ করে। কেন তোমরা আমাদিগকে কষ্ট দাও"!

অতএব, আমি আজ আবার নির্দেশ দিচ্ছি, সকল ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন। অনেক বেশী সতর্কতা অবলম্বন করুন। তারপরও যদি আল্লাহ্‌র দরবারে কিছু লেখা থাকে, তবে তা তো হবেই।

আঁ হযরত (সঃ) দোয়া করতেন, "হে আমাদের আল্লাহ্ ! আমরা এই সফরে তোমার থেকে তাকওয়া ও মঙ্গল কামনা করছি। তুমি আমাদিগকে এমন পুণ্যকর্ম করার সুযোগ দাও যা তুমি পসন্দ কর। হে আমাদের খোদা ! তুমি আমাদের জন্য এ সফরকে সহজ করে দাও। এর দুরত্বকে নিকটতর করে দাও। হে আল্লাহ্ ! তুমি এই সফরে আমাদের সঙ্গী হও, আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের পেছনে পরিবারবর্গের অভিভাবক হয়ে যাও। হে আমাদের খোদা ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সফরের কাঠিন্য থেকে অপ্রিয় দৃশ্য দেখা থেকে ধন-সম্পদের ও পরিবারবর্গের মন্দ পরিণাম থেকে এবং অপ্রিয় পরিবর্তন থেকে [তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি]"

আঁ হযরত (সঃ) প্রতিটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। প্রতিটি বিষয়ে দোয়া শিখিয়েছেন। আল্লাহ্‌তাআলা অগণিত রহমত নাযেল করুন হুযূর (সঃ)-এর প্রতি।

আঁ হযরত (সঃ) সামান্য একটু বিষয়কেও বাদ রাখেন নি। যেমন এই দোয়া "সফরে অপ্রিয় দৃশ্য দেখা থেকে আমরা আশ্রয় চাই।" অনেক সময় রাস্তায় যাত্রাকালে ভয়ানক দুর্ঘটনার দৃশ্য চোখে পড়ে যায় যা দেখে মানুষ বড়ই কষ্ট বোধ করে। এমন অনেক দৃশ্য চোখে পড়তে পারে যা দেখে মানুষ অস্থির এবং অশান্তি বোধ করে। অতএব, আঁ হযরত (সঃ) দোয়া শিখিয়েছেন।

"হে আল্লাহ! এমন দৃশ্য দেখা থেকে রক্ষা কর, যা দেখে মানুষ দারুণ অশান্তি বোধ করে অনুরূপভাবে সফর কালে আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের পেছনে ঘর-বাড়ীতে বা পরিবারের মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটে না যায় যা আমরা ফেরৎ গিয়ে দেখে কষ্ট পেতে পারি"। সফর শেষে ফেরৎ যাবার সময় আঁ হযরত (সঃ) দোয়া করতেন, "আমরা ফেরৎ এসেছি ; তওবা করে এসেছি, ইবাদতগুযার হয়ে এবং নিজ প্রভুর হামদ বা প্রশংসার গীত গাইতে গাইতে (এসেছি)"।

হযরত খওলা বিনতে হাকীম (লাঃ) বর্ণনা করেছেন [মুসলিম কিতাবুয যিক্‌র] আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন গৃহে বা কোন স্থানে অবস্থান গ্রহণের সময় এই দোয়া করে, "আমি আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ কলেমার আশ্রয়ে আসছি এবং ঐ সমস্ত অনিষ্ট যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসছি।"

'এমন ব্যক্তি যতদিন ঐ গৃহে বা স্থানে অবস্থান করবে কোন কিছু তার ক্ষতি করবে না।'

শেষাংশে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কিছু উদ্ধৃতি এবং তাঁর কিছু মেহমানদারীর ঘটনার উল্লেখ করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর প্রথম যুগের বই "ফতেহ্ ইসলাম"-এ ভবিষ্যতে জামাতের প্রচার ও প্রসারে যা কিছু প্রয়োজন হবে তা সব বর্ণনা করেছেন।

এখানে পাঁচটি শাখা বর্ণনা করেছেন। এখানে বলেছেন,

"এই বিশাল কর্মকান্ডের তৃতীয় শাখা হবে তাদের জন্য যারা জামাতের খবর শুনে সত্য অনুসন্ধানের জন্য সফর করে এখানে আসেন, তারা বিভিন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন, তারা নিজেদের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে আসেন, অহরহ আসছেন ..,।" এখানে হযরত আকদস (আঃ) এমন ব্যক্তিদেরও শামিল করেছেন, যারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে আসেন। অতএব, যারা আসেন তাদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন উঠে না যে, তারা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন ? কেউ যদি জাগতিক কোন উদ্দেশ্য নিয়েও এসে যান তাদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য।

হযরত (আঃ) এরপর লিখেছেন, "যারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এখানে আসেন ...। এ শাখাটিও বরাবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। যদিও কোন কোন সময় অল্প লোক আসেন। কিন্তু কোন কোন সময় অনেক বেশী পরিমাণ লোকের সমাগম হয়। বিগত সাত বছরে খুব সম্ভব (৬০,০০০) ষাট হাজারেরও বেশী লোক এসেছেন।" এখনতো বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের বিভিন্ন দেশের জলসাসমূহে

লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হচ্ছে প্রতি বছর। আমার মতে এ যুগে কমপক্ষে দশ লক্ষ মানুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমান হিসেবে আপ্যায়ন পেয়েছেন ও সম্মানিত হয়েছেন।

ঐ যুগের অবস্থা দেখুন। সাত বছরে ষাট হাজার (৬০,০০০) মেহমান এসেছিলেন। এখানে প্রশ্ন এই যে, এসব মেহমানদের খেদমতের জন্য কত জন খোদ্দাম (সেবকবৃন্দ) ছিলেন। নিতান্তই কম খোদ্দাম ছিলেন। সবচেয়ে বেশী খেদমত করতেন স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)। এতবেশী পরিমাণ কর্তব্য ও দায়িত্বভার তাঁর (আঃ) কাঁধে থাকা সত্ত্বেও তিনি (আঃ) সবচেয়ে বেশী মেহমানদের খেদমত করে গেছেন। মেহমানদারীর ব্যাপারে সামান্য অবহেলাও হতে দেন নি।

যারা এসেছেন তাদের মধ্যে যারা এমন ছিলেন বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন প্রকার বাধা-বিপত্তি দূর করে দেয়া হয়েছে। তাদের বিভিন্ন প্রকার দুর্বলতা দূর করে দেয়া হয়েছে। এ সবের সম্যক জ্ঞান তো আল্লাহ্ই রাখেন। হযরত (আঃ)-এর পক্ষ থেকে আগত মেহমানদের সবচেয়ে বড় মেহমানদারী ছিল এই যে, বক্তৃতা ও ওয়ায নসিহতের মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ সংশোধন করে যচ্ছিলেন।

কিন্তু এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মেহমানদের উদ্দেশ্যে মৌখিক বক্তব্য প্রদান এবং প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের যেভাবে উত্তর প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে, আজকাল এই প্রক্রিয়া সারা পৃথিবীতে জারী ও প্রসারিত হয়েছে। "এবং নিজের পক্ষ থেকে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যা কিছু বলা হয়, এ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে লিখনীর মাধ্যমে খেদমতের চেয়ে [অর্থাৎ লিখিতভাবে পয়গাম প্রচারের তুলনায়] বেশী ফলপ্রসূ এবং ক্রিয়াশীল এবং দ্রুত অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে বলে প্রমাণিত হয়েছে।" আমার এবারের ইন্দোনেশিয়া সফরেও একথা সত্য প্রমাণিত হতে দেখা গেল যে, লিখিতভাবে পয়গাম প্রকাশ ও প্রচার ভিন্ন জিনিস। কিন্তু স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বক্তব্য প্রদান ও প্রশ্ন-উত্তর প্রদানের মাধ্যমে সামনা-সামনি বুঝানোর চেষ্টা করা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। লিখিত পয়গাম ছাপিয়ে প্রচারের তুলনায় এর প্রতিফলন সম্পূর্ণ ভিন্ন।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি ১৯০১ইং সনে যখন হিজরত করে কাদিয়ান চলে এলাম, সঙ্গে আমার স্ত্রী পুত্ররাও এসেছিলেন। তখন আমার দুই ছেলে, মুহাম্মদ মনজুর বয়স ৫ বছর এবং আব্দুস সালাম বয়স এক বছর ছিল। প্রথম অবস্থায় হযরত আকদস (আঃ) আমাকে থাকার জন্য ঐ কামরাটি দিয়েছিলেন, যে কামরাটি হযরত সাহেবের বাড়ীর উপরের ঘরের সাথে বড় উঠানের মাঝখানে ছিল। আমার ঐ কামরায় মাত্র দু'খানা ছোট চারপাই (দড়ির খাট) বসানোর জায়গা ছিল। আমরা কয়েক মাস ঐ ঘরে ছিলাম। সাথের ঘরেই হুযূর আকদস (আঃ) নিজ পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। সুতরাং অনেক সময় হযরত সাহেবের কথা-বার্তা আমরা শুনতে পারতাম।

একদিন অনেক বেশী মেহমান গেলেন। কোথায় কীভাবে তাদের জায়গা করে দিতে হবে - জায়গার স্বল্পতার কারণে হযরত আম্মাজান [হুযূর (আঃ)-এর সহধর্মিণী] পেরেশান হচ্ছিলেন। সমস্ত বাড়ী তো পূর্বেই নৌকা ভর্তির মত ভর্তি হয়ে আছে। এখন নবাগতদের কীভাবে থাকার জায়গা করা যায়। ঐদিন হযরত সাহেব (আঃ) হযরত বিবি সাহেবাকে পাখিদের মেহমানদারীর একটি গল্প উপমাস্বরূপ শুনিয়েছিলেন।"

এটা আসলে একটা গল্প। কিন্তু বড় মূল্যবান উপমা মেহমানদারী সম্পর্কে এতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত (আঃ)-এর বর্ণনা স্পষ্টভাবে আমি শুনেছিলাম। হযরত সাহেব (আঃ) বলেছিলেন,

"অন্ধকার রাত ছিল। একজন পথিকের জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাত অন্ধকারের কারণে পথিক আশে পাশে কোন জন বসতি দেখতে পেল না। অগত্যা বেচারা বাধ্য হয়ে এক গাছের নীচে রাত কাটাবার জন্য মন স্থির করে বসে পড়ল।

ঐ গাছের উপরে ডালে এক জোড়া পাখীর বাসা ছিল। পুরুষ পাখিটা স্ত্রী পাখির সাথে কথা বলছিল। নরপাখিটা নারী পাখিকে বলল, দেখ, গাছের নীচে যে লোকটি বসে আছে, সে আজ আমাদের মেহমান। আমাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। নারী পাখিটি- নরের সাথে একমত পোষণ করল। অতএব উভয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, শীতে মেহমান কষ্ট পাচ্ছে, তার জন্য আগুনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের কাছে যেহেতু আর কিছু নেই, অতএব, আমাদের বাসাটা ভেঙ্গে নীচে ফেলে দেব, যেন সে এতে আগুন লাগিয়ে শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং তারা নিজেদের বাসা ভেঙ্গে ফেলে দিল। ঐ পথচারী ঐ খড়িগুলো পেয়ে আনন্দের সাথে আগুন জ্বালিয়ে তাপ নিতে আরম্ভ করল।

এবার ঐ পাখি জোড়া আবার পরামর্শ করল। রাতে মেহমানকে কিছু খাওয়ানো উচিত। আমাদের কাছে তো তেমন কিছু নেই। কী খাওয়াতে পারি। চলো আমরা দু'জন নিজেরাই ঐ আগুণে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যাই। মেহমান আমাদের মাংস ভাজি করে খেয়ে নেবে। যেমন কথা - তেমন কাজ। পাকি দু'টো গিয়ে আগুনে পড়ল। এভাবে তারা মেহমানদারীর দায়িত্ব পালন করল।"

উপরোক্ত উপমা হযরত আম্মাজানকে শোনানোর অর্থ এই যে, যত কষ্টই হোক মেহমানদারী করতেই হবে। জান-প্রাণ দিয়ে হলেও মেহমানদারী করতেই হবে। হযরত আম্মাজান (রাঃ) জীবনে কখনও কোন অভিযোগ করেন নি। হযরতের বাসগৃহ এভাবে ভরা থাকত যে, কোথাও কোন স্থান থাকত না। এতদসত্ত্বেও মেহমানদারীর সকল দায়িত্ব তিনি সর্বদা পালন করেছেন।

আল্লাহ্র ফযলে রাবওয়ার জলসায় আমরা ঐ সুন্নতকে পুরোমাত্রায় পালন হতে দেখেছি। এতবেশী সংখ্যায় মেহমান আসতেন যে, ঘরগুলো এভাবে ভরে যেত যে, রাতে দরজা বন্ধ করারও সুযোগ থাকত না। দরজা পর্যন্ত মেহমানদের বিছানা করে দিতে হোত। আল্লাহ্র ফযলে আহমদীরাও বড় বড় কুরবানী করতেন। জাগতিকভাবে বড় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারাও ঐ একইভাবে কোনভাবে জলসায় রাত কাটাতে গৌরব বোধ করতেন। আমার স্মরণ আছে জেনারেল আখতার হোসেন মালিক সাহেব অনেক বড় পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বলতেন যে, আমিও সাধারণভাবেই অবস্থান করব। আজকের যুগে অনেক বড় বড় সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে - কিন্তু এসব কথা স্মরণ রাখবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই সুন্নতকে জামাত সর্বদা বড় সম্মানের চোখে বড় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রেখেছে এবং বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছে। এখনও আপনারা এসব রেওয়ায়াত জীবিত রাখতে সচেষ্ট থাকবেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মেহমানদারীর দৃশ্য এ রকম যে, প্রথম যুগে যখন কোন মেহমান আসতেন তখন সংখ্যায় তারা খুব বেশী ছিলেন না।

হযরত সাহেবের (আঃ) স্বাস্থ্যও তুলনামূলকভাবে ভাল ছিল। হযরত সাহেব (আঃ) অনেক সময় মেহমানদের সাথে বসেই গৃহের বাইরের অংশে খাবার খেতেন। খাবার খাওয়ার সময়ও অনাড়ম্বর (ঘরোয়া) পরিবেশে খোলা-মেলা কথাবার্তা চলতে থাকতো। বস্তুত শারীরিক খাবারের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক খাবারও পরিবেশিত হ'ত। এমন সময় হযরত সাহেব ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মেহমানের পৃথকভাবে দেখা-শুনা করতেন। কোন সময় খাবার জন্য একাধিক খাদ্য থাকলে তিনি দৃষ্টি রাখতেন যেন সবার সামনে সকল প্রকার খাদ্য-দ্রব্য পৌছে যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেক মেহমানকে হযরত সাহেব জিজ্ঞেস করতেন, তার জন্য বিশেষ

কিছুর প্রয়োজন আছে কি না যেমন দুধ, চা, লাচ্ছি বা পানের অভ্যাস আছে কিনা। যতদূর সম্ভব যার যা প্রয়োজন তার জন্য তা যোগাড় করে দেয়া হত। কোন সময় যদি জানা যেত কোন মেহমান আচার খেতে পসন্দ করেন এবং আচার সামনে রাখা হয় নি হযরত সাহেব নিজে খাবার খেতে খেতেই চলে যেতেন এবং ভেতর থেকে আচার এনে দিতেন। তারপর আবার নিজের খাবার খেতেন। হযরত সাহেব খুব অল্প খাদ্য খেতেন; খুব শীঘ্রই খাওয়া শেষ হয়ে যেত কিন্তু তিনি খাবার শেষ করতেন না, রুটির ছোট ছোট টুকরা করে একটু একটু করে মুখে দিতে থাকতেন যেন মেহমানরা হযরতকে দেখে নিজের খাবার খাওয়া অব্যাহত রাখতে পারেন।"

'যিকরে হাবীব' এ হযরত (আঃ)-এর মেহমানদারী সম্পর্কে হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) সাহেব বলেছেন, তিনি (আঃ) মেহমানদারীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন। যতদিন কম কম মেহমান আসতেন হযরত সাহেব স্বয়ং মেহমানের সমস্ত বিষয়ে দেখাশুনা করতেন। যখন মেহমান বেশী হয়ে গিয়েছিল, তখন খোদ্দামদের বারবার বলতেন, "দেখ, মেহমানদের প্রতি খেয়াল রাখ, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি কোন ব্যাপারে যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। অনেককে তোমরা চেন, আবার অনেককে চেন না, অতএব, সবাইকেই সম্মান প্রদর্শন কর। সবাইকে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য কর। শীতকাল, অতএব চা পরিবেশন কর, কারো যেন কষ্ট না হয়। হযরত হাফেয হামেদ আলী, মিয়া মহীউদ্দিন সাহেব এদের সবাইকে বারবার বলতেন,'তোমাদের প্রতি আমার আস্থা আছে, তোমরা নিশ্চয় সবাইকে আরাম দাও। সবাইকে সকল প্রকার সুবিধা দাও। কারো ঘরে যদি শীত বেশী হয় তবে সেখানে পৃথক আগুনের ব্যবস্থা কর।"

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ (রাঃ) 'সিরাতুল মাহ্দী'তে ঘটনা লিখেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) "বায়তুল ফিক্‌র" এ আরাম করছিলেন। আমি হযরতের পা টিপে দিচ্ছিলাম। বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ্ সান্নৌরী (রাঃ) এই কামরার দরজা সম্ভবতঃ লালা শরম পথ অথবা মালাওয়ামাল কড়া নাড়ল। আমি উঠে দরজা খুলতে গেলাম। কিন্তু হযরত খুব দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, "আপনি আমাদের মেহমান। হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন কর।"

একবার সৈয়্যদ হাবীবুল্লাহ্ সাহেবকে সম্বোধন করে হযরত সাহেব বললেন, আজ আমার শরীর খারাপ ছিল। বাইরে আসার মত অবস্থা ছিল না। কিন্তু আপনার আগমনের খবর পেয়ে ভাবলাম মেহমান বড় দূর থেকে কষ্ট করে সফর করে আসেন। অতএব, মেহমানের কিছু বিশেষ অধিকার পাওনা থাকে। তাই আমি আপনার সাথে দেখা করতে বাইরে আসলাম" (মলফূযাত)।

অনুরূপভাবে একবার (২২শে অক্টোবর, ১৯০৪ইং) হযরত সাহেব বললেন, "লঙ্গর খানার (মেহমান খানা) পরিচালককে যেন বলে দেয়া হয় যে, তিনি যেন প্রত্যেক মেহমানের সকল প্রয়োজন মেটাতে বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন। যেহেতু তিনি একা এবং কাজ বেশী তাই এমন হতে পারে যে, কোন সময় তিনি ভুলে যেতে পারেন। অতএব, অন্যরা যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। কারো ময়লা পোষাক দেখে তার প্রতি যেন অবহেলা প্রদর্শন না হয়ে যায়। কারণ সবাই সমান অধিকার রাখেন। যারা নবাগত অপরিচিত তাদের বিষয়ে আমাদের বেশী দায়ীত্ব যে, তার প্রতিটি প্রয়োজনের দিকে যেন দৃষ্টি থাকে।"

এখানে অতি সুন্দর বাক্য - হযরত সাহেব বলেন নি "তার অধিকার", বলেছেন, "আমাদের দায়িত্ব" আমরা যেন তার বিশেষভাবে খেদমত করি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই দায়িত খুব বেশী করে পালন করেছেন।

"অনেক সময় অনেকের জানা থাকে না যে, পায়খানা কোন্ দিকে। ফলে মেহমান কষ্ট পান। অতএব, মেহমানদের সকল প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা আবশ্যক। আমি অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকি ফলে আমি অপারগ। কিন্ত যাদেরকে আমার পক্ষ থেকে এমন দায়িতে নিয়োজিত রাখা হয়েছে তাদের ফরয, তারা যেন কোন প্রকার অভিযোগ সৃষ্টি হবার সুযোগ না দেন।"

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন, আমার স্মরণ আছে, আমি একবার লাহোর থেকে কাদিয়ান এসেছিলাম। সম্ভবতঃ ১৮৯৭ অথবা ১৮৯৮ইং সন। আমাকে হযরত সাহেব মসজিদ মোবারকে বসালেন। ঐ সময় সেটা খুব ছোট ছিল। হযরত সাহেব আমাকে বসিয়ে রেখে বললেন, 'আপনি বসুন, আমি আপনার জন্য খাবার আনি।' এই বলে তিনি (আঃ) ভেতরে চলে গেলেন।

আমি ভেবেছিলাম, কোন চাকরের হাতে খাবার পাঠাবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন দরজা খোলা হ'ল, দেখি যে, হযরত সাহেব স্বয়ং আমার জন্য খাবার এনেছেন। আমাকে বললেন, "আপনি খাবার খান, আমি পানি আনতে গেলাম"। আমার চোখে পানি এসে গেল। আমাদের শ্রদ্ধেয় ইমাম কীভাবে এক খাদেমের সেবা করেন। আমাদের পরস্পরের জন্য কতটা করা উচিত।

শেঠী গোলাম নবী সাহেব সম্পর্কে একটি রেওয়ায়াত। শেঠী সাহেব বড় ভদ্র এবং সরলমনা ব্যক্তি ছিলেন। চাকওয়ালের অধিবাসী তবে রাওয়ালপিন্ডি শহরে দোকানদারী করতেন। শেঠী সাহেব বলেছেন, 'একবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে কাদিয়ানে এসেছিলাম। শীতের মৌসুম ছিল। কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি সন্ধ্যার পর পৌছলাম। রাতের খাবার খেয়ে আমি বিছানায় বিশ্রাম নিতে গেলাম। গভীর রাত সম্ভবতঃ ১২টা হবে, দেখি আমার দরজায় কেউ কড়া নাড়ছেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুললাম। দেখি হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দাঁড়িয়ে আছেন! এক হাতে দুধের গ্লাস অন্য হাতে হারিকেন। আমি হযরতকে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লাম ! কিন্তু হুযূর (আঃ) বড় মহব্বত ভরা কণ্ঠে বললেন, 'আপনি দুধ খেয়ে নিন। হয়ত আপনার দুধের অভ্যাস আছে। কোন স্থান থেকে দুধ এসেছিল। আপনার কথা মনে পড়ল। তাই আপনার জন্য দুধ আনলাম'। শেঠী সাহেব বর্ণনা করেছেন, আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। কারণ হযরত সাহেব (আঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহান ইমাম নিজ সেবকবৃন্দের জন্য কত ভালবাসা রাখেন ! কত কষ্ট করেন। সেবা-যত্ন করে কত আনন্দ অনুভব করেন।"

মুন্সী আব্দুল হক সাহেব ১৯০২ইং সনে বেশ কিছুদিন এখানে ছিলেন। তিনি হযরত সাহেবের মেহমানদারীর কথা খুব স্মরণ করতেন। হযরত সাহেবের মেহমানদারীর ঘটনা তার অন্তরে খুব দাগ কেটে ছিল।

আমি দেখেছি, হযরত সাহেব প্রায়ই প্রতিদিন সকালের ভ্রমণের পর ফেরত এসেই মুন্সী সাহেবকে বলতেন, 'আপনি মেহমান, আপনার যা কিছু প্রয়োজন বা কষ্ট হয় নিঃসংকোচে আমাকে বলবেন। আমি ভেতরে থাকি। জানতে পারি না কার কি প্রয়োজন। আজকাল অনেক বেশী মেহমান আসেন। হয়ত খাদেমরাও কখনও গাফিলতি করতে পারে। আপনি যদি মৌখিক বলতে পসন্দ না করেন তাহলে লিখে ভেতরে পাঠিয়ে দিবেন। মেহমানদারী করা তো আমার জন্য ফরয।"

কেউ যেন একথা মনে না করেন, আমি আরামের জন্য পৃথক থাকি। সবারই খেদমতের ব্যবস্থা আছে। যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। হাজার হাজার মেহমান আসছেন, কাদিয়ানে, রাবওয়াতে। এখানেও, ইন্দোনেশীয়াতেও। আমার জন্য সম্ভবই না যে, নিজে গিয়ে প্রত্যেকের খেদমত করি। আমরা যৌবনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর

সুন্নতের উপর আমল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমার স্মরণ আছে। আমাদের বাড়ীতে অনেক মেহমান আসতেন। মজলিস বসত। হয়ত হযরত মির্যা সাহেবও ঐ সময় কোন কোন মজলিসে শামেল হয়ে থাকতে পারেন। ঐ সময় আমি যতদূর সম্ভব তাঁদের জন্য নিজে ভেতর থেকে আপ্যায়নের খাদ্য দ্রব্য, পানীয় ইত্যাদি এনে দিয়েছি। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে অথবা চাকরানী বাড়িতে অনুপস্থিত থাকাতে আমি নিজে মেহমানদের জন্য রুটি পাক করেছি এবং পরিবেশন করেছি।

অতএব, এখন অবস্থা ভিন্ন। আপনারা আজ খেদমত করছেন। আপনারা সবাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমান এবং আমার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের সকলকে এর উত্তম পুরস্কার দান করুন।

আহমদী মেহমান অনেকে অবস্থাশালী ছিলেন। তাদের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অনেক সময় বিশেষভাবে আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। একবার হযরত ইদ্রিস সাহেব, উকিল হাই কোর্ট হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে একদল মানুষ সঙ্গে এনেছিলেন।হায়দারাবাদীরা সাধারণভাবে তরকারীর সাথে টক পসন্দ করতেন। হযরত সাহেব (আঃ) তাঁদের সম্পর্কে আদেশ দিয়েছিলেন, 'এদের জন্য প্রত্যেক সময় যেন বিভিন্ন প্রকার টকযুক্ত তরকারী প্রস্তুত করা হয়। যেন এঁদের কষ্ট না হয়।"

একবার শেঠ ইসমাঈল আদম বোম্বাই থেকে এসেছিলেন। তাঁর জন্য প্রতিদিন বিনা ব্যতিক্রমে দু'বেলা পোলাও এবং বিভিন্ন ধরনের চাউল পাক করা হোত। কারণ তারা সাধারণতঃ চাউল খেতে অভ্যস্ত ছিলেন। ঐ সময় হযরত শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাজীও ছিলেন কাদিয়ানে, মোট কথা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সব সময় চেষ্টা করতেন যেন কারো কোন কষ্ট না হয়।

মৌলভী হাসান দীন সাহেব নিজের ঘটনা নিজে লিখেছেন। তার লেখা বই "তাইদে হক"-এ বর্ণিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'হযরত মির্যা সাহেবের [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)] মেহমানদারী দেখে আমি অতীব আশ্চান্বিত হয়েছি। একটি ছোট্ট ঘটনা বললে পাঠক অনুমান করতে পারবেন।

আমার পান চিবানোর অভ্যাস ছিল। অমৃতসরে পান পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু বাটালায় পান পেলাম না। অতএব, নিরুপায় হয়ে এলাচী ইত্যাদি চিবিয়ে সময় কাটাচ্ছিলাম। আমার অমৃতসরী বন্ধ আশ্চর্য কাণ্ড করলেন। কোন ফাঁকে জানি না হযরত মির্যা সাহেবকে আমার (তখন আমরা কাদিয়ান) এই বদ অভ্যাসের কথা বলে দিয়েছেন। হযরত মির্যা সাহেব একজন লোক পাঠিয়ে রেখেছেন গুরুদাসপুর। ঐ লোক গুরুদাসপুর থেকে আমার জন্য পান এনেছেন। পরের দিন বেলা এগারটার সময় খাবার খেয়ে দেখি সামনে পান হাজির।!

ষোল ক্রোশ দূর থেকে আমার জন্য পান আনানো হয়েছিল!!

এবার আর একটি ভিন্ন ধরনের ঘটনার উল্লেখ করছি। অনেকে মেহমানদারীর সুযোগের অপব্যবহারও করে বসেন। দেখা যায় যে, বিছানা-পত্র নিয়ে উধাও।

একবার একজন মেহমান এসেছিলেন। হযরত হাফেয হামেদ আলী সাহেব খেদমতের দায়িতে ছিলেন। সন্দেহ করছিলেন যে, এ মেহমান সে মেহমান নয় - এ তো বিছানা নিয়ে পালিয়ে যাবে। সুতরাং একে লেপ দেয়া ঠিক হবে না। হযরত সাহেব (আঃ) বললেন, "যদি সে লেপ নিয়ে পালিয়ে যায় তবে এর জন্য তার গুনাহ হবে। কিন্তু আমরা যদি লেপ না দেই আর সে শীতে মরে তবে গুনাহ্ আমাদের হবে। অতএব, লেপ সহ বিছানা দিতে হবে।"

একজন মুখলেস আহমদী হযরত মিয়া হেদায়তুল্লাহ্ সাহেব লাহোরের অধিবাসী হযরতের (আঃ) সাথে গভীর ভালবাসা রাখতেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে একবার কিছুদিনের জন্য গুরুদাসপুর এসেছিলেন। আজ তিনি ফেরত যেতে অনুমতি চাইলেন। হযরত সাহেব বললেন, "আপনি গিয়ে কি করবেন ? এখানেই আমাদের সঙ্গে থাকুন, এক সাথেই যাওয়া যাবে (যখন আমরাও এখন থেকে যাব।) আপনার এখানে থাকা বরকতের কারণ। কোন কষ্ট থাকলে বলুন। আমরা তা দূর করার চেষ্টা করব।" তারপর হযরত (আঃ) সাধারণভাবে সবাইকে সম্বোধন করে বললেন,

"যেহেতু মানুষের সমাগম বেশী হয়েছে। হয়ত কারো কোন অসুবিধা থাকতে পারে যা কর্মচারীদের জানা থাকে না। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত - তার কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে নিঃসংকোচে সে তার প্রয়োজন আমার কর্মচারীদের জানিয়ে দেবে। যদি কেউ জেনে-শুনে গোপন করে তবে সে গুনাহ্‌গার হবে। আমাদের জামাতের নিয়ম হচ্ছে - অকৃত্রিমতা অকপটতা, অনাড়ম্বরতা।"

অতএব, যারা মেহমান আসছেন তাদের জন্য আমি এ সব ঘটনাবলী শুনাচ্ছি। যার যা প্রয়োজন সে তা অকপটে কর্মচারী বা খেদমতে নিযুক্ত খোদ্দামদের বলে দিবেন। নতুবা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সতর্কবাণী রয়েছে - কেউ যদি অযথা সংকোচ করে, গোপন করে তবে গুনাহ্ হতে পারে। হযরত (আঃ) বলেছেন, "আমাদের জামাতের নিয়ম, অকৃত্রিমতা ও সংকোচ মুক্ত হওয়া" উক্ত বক্তব্য পেশ করার পরে হযরত (আঃ) মিয়া হেদায়াতুল্লাহ্‌র প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য মৌলভী সারওয়ার শাহ্ (রাঃ)-কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যেন তার সকল বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়, যা যা প্রয়োজন তা যেন দেয়া হয়।"

অনুবাদ - মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্ আহমদীয়া

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

জুমুআর খুতবা

এখন বসে থাকার দিন নয় বরং বাইরে বের হওয়ার দিন

আমি আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাশা রাখি যে, এবছর বিগত বছরের চেয়েও দ্বিগুণ আহমদী হবে।

এখন খুব তীব্র বেগে সম্মুখে ধাবমান হোন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করুন। এর 'সিহরা' খোদাতাআলা আপনাদের নামে লিখে রেখেছেন।

[আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর ১৪ই জানুয়ারী, ২০০০ তারিখে মসজিদ আল্ ফযলে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা]

"আল্লাহ্‌তাআলার আশিসে তবলীগের ধারা তো এখন বিস্তৃতই হচ্ছে। বাধা দেয়া যেতে পারে না। অসম্ভব ব্যাপার! শত্রু যে কোন বাধাই সৃষ্টি করুক না কেন আহমদীরা ঐ বাধাকে ডিঙ্গিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাবে। আর দিন দিন জামাতে আহমদীয়া আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে স্বল্পেতুষ্ট সেবকদের মাধ্যমে, ধর্মানুরাগীদের মাধ্যমে, যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম লিখেছেন - গাছের পাতা খেয়ে ইসলামের বাণীকে সামনে থেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ করুন ঐদিন শীঘ্র আসুক, আর এ বছর আমরা দ্বিগুণ হওয়ার দৃশ্যাবলী পুনরায় দেখে নিই যে, যেখানে গত বছর ১ কোটি আহমদী প্রদত্ত হয়েছিলো সেখানে এ বছর আল্লাহ্‌তাআলার আশিসক্রমে দু'কোটি আহমদী দেয়া হয়, ইনশাআল্লাহ্।"

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরাতুল্ ফাতিহা তিলাওয়াত করার পর হুযূর (আইঃ) কুরআনের সূরা হামীম আস্ সাজদাহ্-র ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ আয়াত তিলাওয়াত করেন।

'সেই ব্যক্তির চেয়ে কে ভাল যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং পুণ্য কাজ করে ও বলে আমি নিশ্চিৎ পূর্ণআত্মসমর্পণ - কারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল মন্দের সমান হ'তে পারে না এবং মন্দও ভালোর (সমান হ'তে পারে) না। এমন বস্তু দ্বারা প্রতিরোধ করো যা উৎকৃষ্ট। তখন এমন লোক যার মধ্যে আর তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিলো তা যেন হঠাৎ করে এক পরম বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে আর এ মর্যাদা কেবল তাদের ছাড়া আর কাউকে দেয়া হয় না যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এ মর্যাদা দেয়া হয় না কেবল তাদেরকে ব্যতীত যারা বড়ই সৌভাগ্যবান।'

এ আয়াতগুলো তেলাওয়াতের পরে তো ইহা সুস্পষ্ট হয়ে থাকবে যে, এ খুতবার মাধ্যমে আমি তবলীগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রমযানের দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে গেছে। এবং রমযান বহু পুণ্য পেছনে ছেড়ে গেছে। কিন্তু একটি কথা স্মরণ করিয়ে গেছে যে, এখন বাইরে বেরিয়ে এস এবং জেহাদের মাঠে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জেহাদে বেশী বেশী অংশ নাও। এখন ই'তিকাফের দিনগুলোও চলে গেছে। এখন বসে থাকার দিন নেই। একেবারেই বাইরে আসার দিন। আর এবছর জামাতের যে প্রোগ্রাম তা খুবই বিরাট এবং খুবই মহান প্রোগ্রাম। আর আমি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট প্রত্যাশা রাখি যে,

এবছর বিগত বছরের চেয়েও দ্বিগুণ আহমদী হবে। তাই এ আশা নিয়ে এই বিষয়-বস্তু খুতবার জন্যে নির্বাচিত করেছি, যেন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে, ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা আগামী বছরের জন্যে এখন খুবই ক্ষিপ্র গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হোন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করুন যার 'সিহরা' (বরের মুখের সামনে যে মালা ঝুলিয়ে দেখা হয়) আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের নামে লিখে রেখেছেন। এসব মহান ঘটনাবলী যা কিনা পৃথিবীর সৃষ্টি অব্দি কখনও এভাবে দৃশ্যমান হয় নি - না খৃষ্ট ধর্মে, না অন্য কোন ধর্মে-এক বছরে প্রায় এক কোটি বয়াতের সফলতার সৌভাগ্য হয় নি। আবার পরবর্তী বছর দ্বিগুণ হওয়ার আশায় বসে আছি। ইহা এমনই কথা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাতাআলার বিশেষ আশিস বর্ষিত না হয় - পূর্ণ হতেই পারে না। এজন্যে আমি আজকের বিষয়-বস্তু ও আজকের খুতবা এ বিষয়েই নির্বাচিত করেছি যে, **সম্মুখে অগ্রসর হও আর বীরত্বের সাথে সকল রণ-ক্ষেত্রে জয়লাভ করো। ইহা প্রকৃতই তোমাদের ললাটে লেখা হয়ে গেছে।**

এ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি ঃ

বুখারী কিতাবুত্‌তফসীরে আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস- **ইদ্‌ফা বিল্লাহী হিয়া আহসানু** - এ আয়াতের তফসীর এভাবে বর্ণনা করেন যে, রাগের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং কষ্ট পেয়ে ক্ষমা করা। অতএব যখন লোকেরা এরূপ করে আল্লাহ্‌তাআলা তাকে রক্ষা করবেন এবং তার শত্রুকে তার সম্মুখে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে দেবেন *(বুখারী কিতাবুত্ তফসীর, হামীম আস্ সাজদাহ্ সূরার অধীন)*।

এ তফসীর আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বর্ণনাকৃত বলে জানা যায়। আর খুবই গভীর তফসীর। যখন মানুষ মাঠে অবতীর্ণ হয় তখন রাগান্বিত করায় এমন অনেক কথা সম্মুখে এসে যায়। বহুলোক গালি দিয়ে থাকে। এবং অনেকে অভদ্র আচরণও করে থাকে। আর দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্‌দের অবশ্য কর্তব্য যেন তারা ধৈর্যের সাথে কাজ করে। হাসিমুখে ওগুলোকে এড়িয়ে যায় অথবা বদদোয়াসমূহ শুনে তো দোয়া দিতে আরম্ভ করে দেয়। ইহা ঐ সকল বিষয় যা মহান পরিবর্তন সাধন করে। সারা বিশ্বের আহমদীরা এখন তবলীগের মাঠে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন এবং আগমী বছরের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। রমযানের পরে এখন এসব প্রস্তুতিতে আমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। এ পর্যায়ে আমি আপনাদের এই উপদেশ দিচ্ছি যে, ধৈর্যের

খুবই প্রয়োজন। আর কষ্ট পেলে ক্ষমা করা। গালি শুনে ধৈর্য ধারণ করা, অন্য কথায় কেউ দুঃখ দিলে কেউ মারপিট করলে, কেউ থাপ্পর মেরে দিলে, খোদার পথে তো তখন সহ্য করতে হবে এবং নিজের ক্রোধকে ভিতর থেকে বের হতে দিবে না। ইহা ঐসব বিষয় যা কিনা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। ঐসব লোক যাদের কথা এখানে বলা হয়েছে, তারা যদি এরূপ করেন তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে রক্ষা করবেন। আর তাদের শত্রুদেরকে তাদের সম্মুখে ঝুঁকিয়ে দিবেন। ইহাই হুযূর আকরম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের রীতি ছিলো এবং এভাবেই আল্লাহ্‌তাআলাও তাঁর (সঃ) সাথে আচরণ করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে **ওয়ানযির আশিরাতাকাল আকরাবীন** অর্থাৎ এবং স্বীয় নিকটাত্মীয়গণকে সতর্ক করো - আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালেন আর বল্লেন, হে কুরায়শ গোত্র ! নিজেদের ব্যবসায় করো। আমি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তোমাদের কোন কাজে আসতে পারি না। হে আব্‌দে মনাফের বশংধর ! আমি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কাজে আসতে পারি না। হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস ! আমি আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমাদের কোন কাজে আসতে পারি না। হে আল্লাহ্‌র রসূলের চাচি সাফিয়া! আমি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তোমাদের কোন কাজে আসতে পারি না। হে মুহাম্মদের (সঃ) কন্যা ফাতিমা ! আমার ধন-দৌলত থেকে যত পারো আমার নিকট চাও কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কাজে আসতে পারি না।

(বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর। বাবু ওয়া কওলাহু ওয়ানযির আশিরাতাকাল আকরাবীন)।

ইহা সতর্ক করার বিষয় আর এ হাদীসকে আপনাদের জন্যে বেছে নেয়া হয়েছে। এমন অনেক আহমদী আছেন যাদের আত্মীয়-স্বজন অ-আহমদী। এবং আগেও বারে বারে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, **নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করা প্রথম অবশ্য-কর্তব্য।** কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের লৌকিকতার কারণে এই মনে করে যে, লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে সরে না পড়ে, লোকেরা সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজনকে তবলীগ করতে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ নীতি ছিলো না। তিনি তো কারও ভয় পাওয়ার এবং অসন্তুষ্ট হওয়ার প্রতি কোনই ভ্রূক্ষেপ করতেন না। আর আত্মীয়-স্বজনকে বেশী বেশী তবলীগ করতেন। আর যদি এরকম না করতেন তাহলে তাঁর (সঃ) ওপরে তবলীগের যে দায়িত্ব বর্তানো হয়েছিলো তা পূর্ণই হ'ত না। সুতরাং এ **দায়িত্বকে প্রাধান্য দিন। এবং নিজেদের প্রিয়গণকে, আত্মীয়-স্বজনকে এবং নিকটাত্মীয়গণকে বেশী বেশী তবলীগ করুন। আল্লাহ্‌তাআলা পরিশেষে কখনও তাদের মনকে ফিরিয়ে দিবেন এবং তারা এদিকে ঝুঁকে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।** পাকিস্তানের অবস্থা তো অন্য রকম। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার আশিসক্রমে আফ্রিকায় এর অনেক সুফল লাভ হচ্ছে। লোকেরা নিজেদের প্রিয়জনকে ও নিকটাত্মীয়দেরকে তবলীগ করে থাকেন এবং পরে তারা তাদের প্রিয়গণকে ও নিকটাত্মীয়গণকে তবলীগ করেন। এভাবে ইহা দিন আর দিন বছরের পরে বছর দ্বিগুণ হওয়ার কর্মকান্ড হিসেবে প্রবহমান থাকে। হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর একটি হাদীস মুসনাদ ইমামুল আযম কিতাবুল আদব থেকে নেয়া হয়েছে। হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুণ্য ও ভাল কথা যিনি বলেন তিনি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি পুণ্য ও ভাল কাজ করে থাকেন।

এখানে এই কথা মনে রাখুন যে, কুরআন করীমের যে আয়াত আপনাদের নিকট পাঠ করা হয়েছে এর মধ্যে প্রথমে এই কথা রয়েছে যে, পুণ্য ও ভাল কথার ওপরে কর্ম সম্পাদন করো তার পরে অন্যকে বলো। আর, ইমাম আযমের মুসনাদের এই যে হাদীস এতে পুণ্য ও ভাল কথা যিনি বলেন তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি আগেই পুণ্য ও ভাল কাজ করেছেন এবং পরে অন্যকেও তা করার জন্যে বলেছেন। অতএব এ হাদীসকে উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য এই যে, যদি হাদীসের ওপরে চিন্তা করো তাহলে এর তাৎপর্য নিজের মুখেই ইহা বলে দেয়। হযরত ইমাম আযমের মুসনাদ একটি মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু কুরআন করীমের সম্মুখে এর কোনই মূল্য নেই। কুরআন করীম বিস্তারিতভাবে বলেছে যে, এথেকে উত্তম কে হতে পারে, যে প্রথমে সৎকর্ম করে এবং পরে সৎকর্মের প্রতি লোকদেরকে ডাকে। তাই এ কথাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, প্রথমে সৎকর্ম নিজে করতে হবে এবং পরে অন্যকে পুণ্য কর্মের দিকে ডাকতে হবে।

মুসলিম কিতাবুল ইল্‌ম-এর মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর এ হাদীসে লিখিত আছে যে, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন পুণ্য কর্মের দিকে বা পুণ্য পথের দিকে ডাকে তার এতই পুণ্য লাভ হয় যত পুণ্য লাভ হয় ঐ ব্যক্তির, যে উহার ওপরে আমল করে অথচ তার পুণ্যে কোন প্রকার ঘাটতি হয় না। আবার যে ব্যক্তি কোন পথভ্রষ্টতা বা মন্দ কর্মের প্রতি ডাকে তারও এতটা পাপ হয় যতটা মন্দ কর্ম সম্পাদনকারীর হয়ে থাকে অথচ তার পাপের মধ্যে কোন ঘাটতি হয় না *(মুসলিম কিতাবুল ইলম বাবু মান সুনা সুন্নাতু হাসানাতান আও সাইয়ায়াতু)।*

এই হাদীস বিশেষভাবে আমি নির্বাচিত করেছি যে, আপনারা পুণ্য কর্ম করার পরে যখন পুণ্য কর্মসমূহের প্রতি ডাকবেন তখন যত লোকই আপনার দাওয়াত ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র দিকে ডাকা)-এর ফলে খোদাতাআলার আশিসক্রমে সৎপথ পেতে থাকবে, তাদের সব পুণ্য আপনার নামে লেখা হবে। পরে তারা যখন পুণ্য কর্মের সাথে তবলীগ করবে, তখন তাদের পুণ্যসমূহও আপনার নামে লেখা হবে। তাই ইহা অশেষ পুণ্যকে প্রবৃদ্ধি দানের একটি ধারা যা কিনা দাঈইলাল্লাহ্‌দের ভাগ্যে লিখিত হয়ে থাকে। সুতরাং এ কাজকে সাধারণ ও তুচ্ছ মনে করবেন না। আপনার সব কিছু এ পথে নিবেদিত করুন আর আল্লাহ্‌তাআলা আপনাকে রক্ষা করবেন এবং আপনি আপনার প্রিয়গণকেও নিকটাত্মীয়গণকেও সতর্ক করুন, অন্যান্যদেরকেও সতর্ক করুন কিন্তু এই নিয়্যত নিয়েই যে, তারা যেন শুভ সংবাদ লাভ করেন। সতর্ক করার একটি উদ্দেশ্য তো ভয় দেখানো। আর এক উদ্দেশ্য হলো কুসংস্কার থেকে রক্ষার জন্যে সুসংবাদের প্রয়োজনে সতর্ক করা। তাদেরকে সতর্ক করুন আর মনে রাখুন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও এ দিক থেকে স্বীয় প্রিয় ব্যক্তিগণকে সতর্ক করেছিলেন। এবং এর প্রতিদান অনেক বড় যে, যদি লোকেরা খারাপ কথা থেকে নিবৃত্ত হয় এবং ভাল কাজ করে তাহলে আল্লাহ্‌তাআলার আশিসে দাঈইলাল্লাহ্ উহার পুরস্কার সব সময় পেতে থাকবেন।

হযরত সাহল বিন সা'দ (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, খোদার শপথ ! তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তির সঠিক পথ লাভ করা তোমার জন্য উন্নতমানের লোহিত বর্ণের উট পাওয়ার

চেয়েও উৎকৃষ্টতর *(মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল বাবু, ফাযাইলে আলী বিন আবী তালিব)*।

আরবদের নিকট লোহিত বর্ণের উঠের অনেক মূল্য ছিলো আর ইহা অনেক আদরেরও হতো। হযরত আলী (রাঃ) যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের পথ-প্রদর্শনের কারণ হয়েছিলেন, তিনি (সঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি একজনের হেদায়াতেরও তুমি কারণ হও তাহলে তার প্রতিদানে অগুণ্তি উট তোমার লাভ হয়ে যায় তাহলে তার কোন মূল্য নেই। যে প্রতিদান আল্লাহ্ দেন তা যদি কারও পথ-প্রদর্শনের কারণে পরিণত হয় তাহলে উহার প্রতিদান খুবই অধিক হয়ে থাকে।

মুসলিম কিতাবুল জিহাদে হযরত আনাস (রাঃ) এর-এ রেওয়ায়াত আছে যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, "লোকদের জন্যে সহজসাধ্য ব্যবস্থা করো তাদের জন্যে কাঠিন্য সৃষ্টি কোর না। শুভ সংবাদ দাও তাদেরকে নিরাশ কোর না" *(মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফিল আমরি বিত্তাইয়াস্সির ওয়া তারাকাল তানযির)*।

তবলীগের ব্যাপারে সহজসাধ্য ব্যবস্থা করা ইহা অনেক ব্যাপক অর্থ বহন করে। তাদেরকে এমন রঙ্গে ডাকা উচিত নয় যে, তাদের নিকট কষ্টসাধ্য হয়। **আহমদীয়তের উপরে আমল করা, পুণ্যকাজসমূহের ওপরে আমল করা বরং প্রেম ও ভালবাসা দ্বারা তাদের পথকে সহজসাধ্য করে দেখানো উচিত।** যখন আপনি ঐ পথসমূহ সহজ সাধ্য করে দেখাবেন এবং আপনার সমস্যাগুলো উপস্থাপন করবেন – আমরাও এ পথে বিচরণ করেছি। দেখুন খোদাতাআলা কতই না আশিস বর্ষণ করেছেন – তাই ইহা হলো সহজ পথের দিকে ডাকার কথা-বার্তা। আমি আশা রাখি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এই মহান উপদেশকেও জামাত সর্বদা স্মরণে রাখবে। **শুভ সংবাদ দিন। তাদেরকে বলুন যে, আপনার ওপরে আল্লাহ্তাআলার বহু কল্যাণ বর্ষণ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। আর তাদেরকে নিরাশ করবেন না।**

তিরমিযী আবওয়াবুল ফিতন অধ্যায়ে হযরত হুযায়ফাহ্ (রাঃ)-এর এ রেওয়ায়াত আছে যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, কসম ঐ সত্তার যাঁর শক্তি ও মহিমার কবলে আমার প্রাণ, হয় তোমরা পুণ্য ও ভাল কথার আদেশ দাও এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখ নচেৎ অতিশীঘ্র খোদা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করবেন, পরে তোমরা দোয়া করলেও তা কবুল করা হবে না। *(তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতন, বাবু মা জাআ ফিল আমরি বিল মা'রূফি ওয়ান্নাহিয়ে 'আনিল মুনকার)*।

অতএব পুণ্যকর্মের প্রতি ডাকা এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখা - ইহা মুসলিম উম্মতের রীতি হওয়া উচিত। ইহা এমন রীতি যে, যদি ইহাকে পালন না করা হয় তাহলে পরে (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় হাত থেকে চ্যুত হয়ে যাবে। আবার পরের পুণ্যকর্মগুলো অথবা পরের অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। পুণ্যকর্মের দিকে ডাকার ব্যাপারে আলেমদের এ ধারণা অর্থাৎ ঐসব মূর্খ আলেম যাদের আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহ বোধগম্যই হয় না, তারা বুঝেন যে, শক্তি প্রয়োগ করে, লাঠির জোরে পুণ্য কর্মসমূহের দিকে ডাকো। যাহোক ইহা মূর্খতা। কুরআন করীমতো একে নাকচ করে দেয়। লাঠির জোরে পুণ্য প্রবিষ্ট হতেই পারে না। ইহা অসম্ভব। সুবাতুলু হূদ তিলাওয়াত করুন। সেখানে পুনঃ পুনঃ এ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে পুণ্যকর্মসমূহের প্রতি তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। উহা উপদেশের মাধ্যম। **পুনঃ পুনঃ উপদেশের মাধ্যমে পুণ্যকর্মগুলোকে প্রোথিত করতে চেষ্টা করো আর যদি এমন না করো এবং জাতির অবস্থা পরিবর্তনে তোমরা যদি কোন অংশ না নাও তাহলে পরে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করে দেয়া হবে। তখন তোমাদের দোয়াসমূহ তোমাদের কোন কাজে আসবে না।**

মুসলিম কিতাবু সিফাতুল কিয়ামাহ্-তে হযরত আবূ ওয়ায়েল (রাঃ)-এর এ হাদীস। হযরত ইবনে মাস'উদ (রাঃ) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমাদের নিকট নসীহতমূলক বক্তব্য রাখতেন। এক ব্যক্তি তাকে বল্লেন যে, আমি চাই যে, আপনি প্রত্যেক দিন বক্তব্য রাখুন। মাস'উদ (রাঃ) বল্লেন, আমি চাই না যে, তোমাদের একঘেঁয়েমি ও বিরক্তির কারণ হই। এজন্যে বিরতি দিয়ে দিয়ে নসীহত করি। যেভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বিরতির পরে বিরতি দিয়ে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখতেন এই মনে করে পাছে আমরা বিরক্ত না হয়ে যাই *(মুসলিম, কিতাব সিফাতুল কিয়ামাহ্ বাবুল ইকতিসাদ ফিল মওইযাহ্)*।

তবলীগে এই কৌশল খুবই তাৎপর্য বহন করে। এক ব্যক্তির পিছনে লেগে থেকো না বরং সময় ও সুযোগ বুঝে আর পরিবেশ দেখে কথা বলো আর প্রত্যেকদিন একই কথা সারাক্ষণ বলবে না যে, সে বিরক্ত হয়ে আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যেতে পারে। আপনার বন্ধুত্ব কাজে আসবে না। এজন্যে **সুযোগ ও পরিবেশকে শনাক্ত করা, দাঈ ইলাল্লাহ্র কাজ।** এজন্যে কুরআন করীমে আল্লাহ্তাআলা দাওয়াত ইল্লাল্লাহ্র সাথে হেকমত ও প্রজ্ঞাকে সম্পৃক্ত করেছেন যে, যে কথা বলো প্রজ্ঞার সাথে চিন্তা করে বলো। এর উদ্দেশ্য এই যে, তোমার শিকার লাভ হয়ে যায়। এজন্যেও বহু কলা-কৌশল অবলম্বন করতে হয়। শিকারী অবহিত যে, কি করে শিকারকে আটকাবার জন্যে সে কৌশল অবলম্বন করে। অতএব এ শিকারকে তো ঐ জন্যেই আটকানো হয়ে থাকে যে, উহাকে মেরে ফেলা হয়। আপনারা তো শিকার করেন এ উদ্দেশ্যে যে, উহাকে যেন জীবিত করা হয়। সুতরাং এ শিকারের কাজ খুবই প্রজ্ঞার সাথে করুন। আর সর্বদা এভাবে কথা বলুন যে, অন্য লোকের মনে গেঁথে যায়।

এ প্রসঙ্গে হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর কতক উদ্ধৃতি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। ভ্রমণ করে ফিরে এসে হযরত আকদস নবাব সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

আমি শুনতে পাচ্ছি যে, আপনি নাকি আপনার প্রিয় ব্যক্তিদেরকে মাঝে মাঝে তবলীগ করে থাকেন।

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়ে হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের এ অভ্যাস ছিলো যে, তিনি প্রিয় ব্যক্তিদের তবলীগ করে থাকতেন। এবং তারা ছিলেন কট্টর শিয়া (সম্প্রদায়ভুক্ত)। তাদেরকে তবলীগ করা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু প্রিয় ব্যক্তিদের সতর্ক করার যে আদেশ এসেছে এর ওপরে হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব বড়ই সাহসিকতার সাথে কাজ করতেন)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"ইহা খুবই উত্তম কথা যে, সদা মানুষকে চেষ্টা করতে থাকা উচিত যে, যেভাবেই সম্ভব হয় নারীদের ও পুরুষদের ঐশী বিষয়টি যেন অবহিত করেন। হাদীসে এসেছে যে, নিজের গোত্রের শেখ (নেতা)-কে এভাবে প্রশ্ন করা হবে যেভাবে কোন জাতির নবীকে করা হবে।

মোটকথা যে সুযোগই পাওয়া যেতে পারে ইহাকে অবহেলায় হারানো উচিত নয়। জীবনের কোন ভরসা নেই। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে যখন ওয়া

আনযির আশীরাতাকাল আক্‌রাবীন – (সূরাতুশ্ শূআরা ঃ ২১৫)-এর আদেশ দেয়া হয়েছিলো তখন তিনি প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে সবার নিকট খোদার বাণী পৌছিয়েছিলেন। আমিও এ রকম কয়েকবার মহিলাদের ও পুরুষদেরকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তবলীগ করেছি। আর এখনও কোন কোন সময় ঘরে উপদেশমূলক বক্তব্য দিয়ে থাকি। আমি আশা করেছিলাম যেন মহিলাদের জন্যে কাহিনীর আকারে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে গোটা বিষয় সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হয়। কিন্তু আমার এতটা অবকাশ নেই। অন্য কোন ব্যক্তি যদি লিখেন তাহলে মহিলাদের উপকার হবে *(মলফূযাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৪)*।

এখন হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ উপদেশের ওপরে কতকটা কাজ করার সৌভাগ্য এ অধমের হয়েছিলো। আর মহিলাদের বেশী বেশী সুযোগ দিয়ে থাকি এবং তারা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই যে সব প্রশ্ন তাদের মনে জাগে তা তারা করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে মসলা-মাসায়েল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এই রীতি ছিলো যে, মহিলাদেরকে এ সুযোগ দিতেন যেন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া কথা বলেন। ভরা মজলিসেও তারা নিজেদের ঘর-গৃহস্থের কথা বলে দিতেন। আর ওগুলো এমন কথা ছিলো যদ্বারা শরীয়তের ওপরে আলোকপাত করা হতো। অতএব শরীয়তের ব্যাপারে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কখনও উহাকে অযথা লজ্জা করার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিতেন না। বরং সর্বদা তারা সাহসিকতার সাথে ঐসব কথা বলতেন। আমাদের যুগে মহিলারা খোদার আশিসে শরীয়তের প্রসঙ্গে এই স্বভাবজ সংকোচকে দূরীভূত করেছেন। আর যেসব কথা জিজ্ঞেস করার থাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করে থাকেন এবং আল্লাহ্‌তাআলার আশিসে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই প্রত্যাশা পূর্ণ হচ্ছে যে, যারা জিজ্ঞেস করেন এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়।

আবার দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র উৎসাহ এভাবেও প্রকাশ করতেন ঃ

"আমাদের ক্ষমতায় কুলোলে আমরা ভিক্ষুকের মত ঘরে ঘরে গিয়ে খোদাতাআলার সত্য-ধর্মের প্রচার করতাম এবং এ বিধ্বংসী অংশীবাদিতা ও কুফরী যা কিনা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে – লোকদের রক্ষা করতাম এবং ঐ তবলীগেই জীবন নিঃশেষ করতাম এমন কি এতে মৃত্যুবরণই করতাম না কেন *(মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৯)*।

এই হলো হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের আবেগ। অতএব এখন তবলীগের এ আবেগ সহকারে ঘরে ঘরে যান এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন। প্রত্যেক ঘরে যান আর বাণী পৌছান। 'আখারীন'দের মধ্যে যে নবীর আবির্ভাবের কথা, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে পাঠিয়েছেন এখন তাঁর আনুগত্য করুন, তাঁর অনুবর্তিতা করুন।

আবার তিনি (আঃ) বলেন,

"খোদাতআলা যে চারটি গুণ নির্ধারিত করেছেন, যা কিনা সূরাতুল ফাতিহার প্রারম্ভে রয়েছে, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ চারটি দ্বারাই তবলীগ করেছেন। যেমন, রব্বিল আলামীন অর্থাৎ সাধারণ প্রতিপালন। তাই আয়াত **মা আরসালনাকা ইল্লা, রহমাতাল্লিল আলামীন** (সূরাতুল্ আম্বিয়া ঃ ১০৮) এদিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। আবার রহমানিয়্যতেরও একটি বিকাশ রয়েছে যে, তাঁর (সঃ) কল্যাণরাশির বিনিময় নেই। এমনই অন্যান্য 'গুণাবলী' *(মলফূযাত ঃ ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮০)*।

এ লেখাটিকে সুস্পষ্ট করে বলে দেয়ার প্রয়োজন আছে। চারিটি গুণ দ্বারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কীভাবে কাজ নিয়েছেন। প্রতিপালন দ্বারা কাউকে তরবিয়ত করে তাকে উঠিয়ে অনেক উচুঁতে নিয়ে যাওয়া। অতএব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যাদের মুরব্বী হয়েছিলেন তাদের সকলকে সামান্য অবস্থা থেকে উঠিয়ে ওপরে নিয়ে গেছেন। আর প্রতিপালন দ্বারা লালন পালনের অর্থই বুঝায়। সেবা করা, যে দুর্বল তার পরিপোষণের উপকরণের ব্যবস্থা করা তার জীবনোপকরণের যোগান দেয়া সবই তরবিয়তের অধীন। অতএব এ সব কথা এ রকমই যা কিনা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আমল ও কর্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখাগুলো চিন্তা করে পাঠ করুন। আপনি তখন জানতে পারবেন যে, প্রতিপালন দ্বারা কীভাবে কল্যাণমন্ডিত করা উচিত। আবার রয়েছে বারবার কৃপা করার গুণ। না চাইতেই যিনি দিয়ে থাকেন। না চাইতেই যিনি দেন তিনি তো প্রয়োজনের দিকটা নিজেই খেয়াল রাখেন। কোন প্রার্থীই থাকে না। এভাবে যে মুবাল্লিগরা রয়েছেন তাদের উচিত যেন তারা লোকদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের সাথে লেগে থাকেন আর বিনা চাইতে দেবার অভ্যেস সৃষ্টি করেন। এতদ্ দ্বারা লোকদের মন খুবই তুষ্ট হয় এবং এর ছায়ায় আল্লাহ্‌তাআলার আশিসে তবলীগ কল্যাণমন্ডিত হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পরিশেষে বলেন ঃ

"এমনই দ্বিতীয় সিফাত বা গুণ অর্থাৎ সূরাতুল ফাতিহায় খোদাতাআলার যে গুণাবলী রয়েছে উহাতে বড়ই আকর্ষণ রয়েছে। ওগুলোকে আত্মস্থ করুন। ওগুলোকে নিজেদের তবলীগের আয়ত্তাধীন করুন।"

পুনরায় বলেন,

"আসলে মু'মিনকেও ধর্মের তবলীগের মর্যাদার সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যেখানে কোমলতার সুযোগ সেখানে কাঠিন্য ও রুক্ষতা প্রদর্শন করবেন না আর যেখানে শক্তি প্রয়োগ ব্যতিরেকে কাজ না হওয়ার বিষয় দৃষ্টিতে আসে না সেখানে কোমলতা দেখানোও পাপ। এর পরে ফারসীতে একটি পংক্তি লিখেন ঃ

"গর হিফ্‌যে মারাতিব না কুনি যিন্দিকী" অর্থাৎ যদি তুমি মর্যাদা সংরক্ষণ না কর তবে তুমি বিধর্মী।

"দেখো ফেরাউন বাহ্যত কী রকম কঠোর কাফির ছিলো ! কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে এই আদেশই এসেছিলো যে, হে মূসা ! তুমি ও তোমার ভাই তার সাথে কোমলভাবে কথা বলবে (সূরাতুত্বা-হা ঃ ৪৫)। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্যেও কুরআন শরীফে এ রকম আদেশই রয়েছে ঃ মু'মিন ও মুসলমানদের জন্যে কোমলতা ও দয়ায় আদেশ দেয়া হয়েছে (সূরাতুল আনফাল ঃ ৩২)। (এখানে তবলীগের কথাই হচ্ছে। অন্যদের মধ্যে তবলীগ করার কথা চলছে। কিন্তু মু'মিন ও মুসলমানদের সাথে কোমলতা ও দয়ার আদেশ হাদীসে এসেছে। এর অর্থ এই যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মু'মিনদের ওপরে তো অসীম দয়া দেখাতেন। বিল **মু'মিনীনা রউফুর রহীম** অর্থাৎ খোদাতাআলার যে 'রউফ' ও 'রহীম' গুণ রয়েছে তাঁর (সঃ) মু'মিনদের সাথে ব্যবহারকালীন তা প্রকাশিত হতো। কিন্তু অন্যদের বেলায়ও তিনি বিনয়ী হতেন, তাদের জন্যেও তাঁর প্রাণ কোমল হয়ে থাকতো। অতএব এ উদ্ধৃতিকে ভুল বুঝে ইহা মনে করবেন না যে, কেবল মু'মিনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। অন্যদের সম্মুখেও বিনয়ী হতে হবে)।

এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি এই ঃ

"আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে (আল্লাহ্‌তাআলা) বলেন ঃ **ইয়্যাআয়্যুহান্নাবীয়্যু জাহিদিল কুফ্‌ফারি ওয়াল মুনাফিকীন ওয়াগলুয্ আলায়হিম** (সূরাতুত্ তাওবা ঃ ৭৩) অর্থাৎ যতটা মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে সম্পর্ক **ওয়াগলুয আলায়হিম** – তাদের সাথে কঠোরতা দেখাও। এখন এখানে আয়াতের অর্থে হযরত মসীহ্ মাওউদ কঠোরতার উল্লেখ করেন নি বরং বলেছেন, "সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, স্বয়ং খোদাতাআলাও মর্যাদার সংরক্ষণের বিষয়টি সমুন্নত রেখেছেন।" অবশ্য শেষে বলেন, "কাফিরদের কতকদের মধ্যে স্বভাবই এরকম হয়ে থাকে যে, তাদের জন্যে কঠোরতার প্রয়োজন হয়ে থাকে। যেভাবে কতক রোগীদের বা আক্রান্তদের ব্যাপারে একজন বিখ্যাত চিকিৎসকের চিড়া-ফাড়া এবং অস্ত্রপচারের আশ্রয় নিতে হয় *(মলফূযাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২৬ - ৫২৭)*।

এ কঠোরতা দ্বারা বুঝায় যে, হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)ও স্বীয় তবলীগে কখনও কখনও শত্রু যখন সীমা ছাড়িয়ে যেতো তখন তার ওপরে অস্ত্রপচার করে দেখাতেন বিশেষ করে যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মর্যাদা প্রসঙ্গে খৃষ্টানরা সীমা-ছাড়িয়ে বেয়াদবী করতো তখন তিনি তাদের ওপরে অস্ত্রপচারের পথ অবলম্বন করে দেখিয়ে দিতেন যে, তোমরা যে ঈসুকে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করো তার নিজের অবস্থাতো এই ছিলো এবং তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী উহা ছিল এই আর সেখানে তিনি মসীহ্ বলেন নি বরং ইসু বলেছেন। বাইবেলে যে মসীহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে যদ্বারা নিজেদের দুর্বলতা ও নানী দাদীদের দুর্বলতার উল্লেখ করে, উহা ইসূর উল্লেখে বলা হয়েছে। অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও বাইবেল-এরই উদ্ধৃতিতে ঐ দুর্বলতাসমূহ প্রকাশ করেছেন আর এই হ'ল কঠোরতার মকাম। ইহাকে এজন্যে ছিঁড়ে-ফাড়া বলে। এজন্যে যে, তাঁর (সঃ) প্রাণ কোমল হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সঃ) কতক কথায় শত্রুকে বুঝাতে চাইতেন যে, দেখো ! তোমরা আমাদের প্রিয় রসূলুল্লাহ্‌র ওপরে এ ধরনের যুলুম করবে না। তিনি তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন যদি তা না করতেন তাহলে আমরা তোমাদের বুযুর্গদেরকে কখনও মানতে পারতাম না। তোমাদের বুযুর্গদের কোন পরওয়া করতাম না। ইহা **খাতামান্নাবীঈন** (সঃ)-এরই অনুগ্রহ। তিনি বিশ্বের সব নবীদের মান্য করার জন্যে আমাদেরকে বাধ্য করেছেন আর এই অনুগ্রহের প্রতিদান তোমরা এ যুলুমের মাধ্যমে দিচ্ছো ? তাই তাদের ছেঁড়া-ফাড়া-এ দিক থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) করেছেন যেন তাদের প্রাণ টলে এবং তারা বুঝতে পারে যে, অন্যকে কষ্ট দিলে কী ক্ষতি সাধিত হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ সম্পর্কেই নিজের একটি ঘটনা লিখছেন ঃ

"এক ব্যক্তি সম্ভবতঃ আলীগড়ের তহশীলদার ছিলো। আমি তাকে কিছু নসীহত করি। সে আমাকে ঠাট্টা করতে থাকে। আমি মনে মনে বলি, আমি তোমার পিছু ছাড়ছি না ! শেষ পর্যন্ত কথা-বার্তা হতে হতে সেই সময় এসে গেলো যে, সে হয় আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলো বা চিৎকার করে করে কাঁদতে লাগলো - (সে চিনে ফেল্লো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে প্রশ্ন-উত্তর করার সময়ে আর সে বুঝতে পারলো আমি যে হাসি-ঠাট্টা করেছিলাম নিজের প্রাণের ওপরে তা কতই না যুলুম ছিলো !]

"কখনও কখনও ভদ্র লোককে এমন মনে হয় যে, নির্মম।"

[তাই তবলীগ করার সময়েও আপনাদেরকে এমন লোকের সম্মুখীন হতে হবে যাদেরকে বাহ্যত হতভাগা ও নির্মম বলে মনে হয় অথচ যদি প্রজ্ঞার সাথে আপনারা কথা বলেন, কোমলতার সাথে কথা বলেন তখন পাথর থেকেও প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত হয়ে পড়ে যেভাবে কুরআন করীম বলে অর্থাৎ ঐসব কঠিন প্রাণেও আল্লাহ্‌তাআলার কৃপায় প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত হবে]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (রাঃ) আরও বলেন ঃ

"স্মরণ রাখো ! প্রত্যেক তালার জন্যে একটি চাবি রয়েছে।"

"কথার জন্যেও একটি চাবি রয়েছে। তা হলো যথাযথ রীতি"। (তোমাদের কথার মধ্যে যে চাবি রয়েছে তাহলো তোমাদের প্রাণের কোমলতা আর কথা বলার ঢং)।

"যেভাবে ঔষধের তুলনায়, আমি এখনই বলেছি যে, কারও জন্যে কোন কিছু উপকারী এবং কারও জন্যে অন্য কোন কিছু উপকারী। এভাবেই প্রত্যেক কথা এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে বিশেষ ব্যক্তির জন্যে উপকারী হতে পারে। ইহা নয় যে, সবার সাথে একই ধরনের কথা বলা হয় উচিত যে, কেউ মন্দ বলাতে যেন কিছু মনে না করে বরং নিজের কাজ করে যাওয়া উচিত আর ক্লান্ত যেন না হয়ে যায়। ধনীদের মেজায-মর্জি খুবই স্পর্শকাতর হয়ে থাকে আর তারা অমনযোগীও হয়ে থাকে। অনেক কথায় মনোযোগও দিতে পারে না তাদেরকে কোন সুযোগে কোন প্রেক্ষাপটে খুবই কোমলতার সাথে উপদেশ দেয়া উচিত' *(মলফূযাত, পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪১)*।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"পৃথিবীতে তিন প্রকারের লোক হয়ে থাকে– সাধারণ, মধ্যমপন্থী ও ধনী" (সাধারণ এক প্রকার লোক মধ্যমপন্থী দ্বিতীয় প্রকার আর ধনীরা তৃতীয় প্রকারের)।

"সাধারণ লোক সাধারণতঃ কম জ্ঞানের হয়ে থাকে। তাদের বুঝ-ব্যবস্থা স্থূল হয়ে থাকে। এজন্যে তাদেরকে বুঝানো কঠিন হয়ে থাকে"

(তারা নিজেদের মৌলভীদের দিকে চেয়ে থাকে। নিজেদের বড়দের দিকে যায়। তাদের বাদ দিয়ে তারা কোন কথা বুঝবে – ইহা কঠিন। তিনি (সঃ) বলেছেন, তাদের জন্যে যত সময় ব্যয় করো তাতে দোষ নেই। তাদের প্রেম ও ভালবাসার মাধ্যমে বুঝাতে থাকো। পরিশেষে তারা তোমাদের হয়ে যাবে আর নিজেদের ভুল পথ-প্রদর্শকদের পরিত্যাগ করবে)।

"ধনীদের বুঝানোও কঠিন। কেননা তারা স্পর্শকাতর লোক এবং তরিৎ বিচলিত হয়ে যায়। তাদের অহংকার ও গর্ব আরও পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যে তাদের সাথে যারা কথা-বার্তা বলেন তাদের উচিত তারা যেন তাদের (ধনীদের) ধরন-ধারণ অনুযায়ী তাদের সাথে কথা-বার্তা বলেন অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অথচ পুরো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কথা-বার্তা হয় - **কাল্লাওয়া দাল্লা** অর্থাৎ কম হোক কিন্তু অনেক উত্তম দলীল-প্রমাণ সম্বলিত)।

"কিন্তু সাধারণ লোকদের তবলীগ করার জন্যে কথা-বার্তা খুবই স্পষ্ট ও সাধাণ জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এর পরে থাকলো মধ্যম পন্থী লোকেদের কথা। এ দলটি অধিকতর যোগ্যতা রাখে, যেন তাদেরকে তবলীগ করা হয়" (তারা না সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কিত আর না ধনীদের সাথে সম্পক রাখে) তারা কথা বুঝতে পারে।

শিক্ষিতরা অধিকাংশই মধ্যমপন্থী লোক। আর শিক্ষিত যদি না-ও হয় তাহলে সমাজে যারা মধ্যমপন্থী লোক রয়েছে তাদের মধ্যেও কথা বুঝার ও কথা শুনার অভ্যেস হয়ে থাকে)।

তিনি (আঃ) বলেন,

"আর তাদের স্বভাবে গর্ব ও অহংকার এবং স্পর্শকাতরতা থাকে না যা কিনা ধনীদের স্বভাবে নিহিত। এজন্যে তাদের বুঝাতে বেগ পেতে হয় না" *(মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬২)*।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে শাহযাদা মুহাম্মদ ইবরাহীম খান সাহেব প্রশ্ন করেন ঃ

"আপনি ইহা ব্যতিরেকে যে, কাদিয়ানে সর্বদা বসে থাকেন। ভ্রমণ করে পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে গিয়ে যদি তবলীগ ও ওয়াজের কাজ করেন তাহলে অধিকতর ফল পেতে পারেন। বুঝতে পারছি না যে, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে বুঝাবার জন্যে কি করে এতটা সাহস করেছেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এতে খারাপ মনে করলেন না। বরং বিস্তারিতভাবে এর জবাব দিলেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এক যুগে তো সারাটা হিন্দুস্তানই চষে বেড়িয়েছেন এবং ঘুরে ফিরে লোকদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। ইহা শাহযাদা সাহেবের কি জানা নেই কেন যে একথা তার মনে আসে নি। কিন্তু যখন প্রশ্ন তিনি করেছেনই তখন এর জবাবে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

"আসল কথা এই যে, তবলীগের পদ্ধতিসমূহ প্রত্যেক যুগে সময় ও অবস্থানুযায়ী ভিন্ন ভিন হয়ে থাকে। এ যুগের স্বাধীনতা যদিও ভাল জিনিষ কিন্তু পাশাপাশি এতে কতক অসুবিধাও রয়েছে। তিনি যে পদ্ধতির কথা বলতেছিলেন, আমি তবলীগের ঐ পদ্ধতিও প্রয়োগ করে দেখেছি। আর কতক স্থানে এ উদ্দেশ্যে ভ্রমণও করেছি। কিন্তু এতে অভিজ্ঞতাসূত্রে দেখেছি যে, আসল উদ্দেশ্য সত্যিকারভাবে লাভ হতে পারে না। বক্তৃতার সময়ে কতক লোক বলে উঠে, দু'চারিটি গালিও শুনিয়ে দেয় আর শোর গোল করে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। এ লাহোরেই একবার যদিও স্বয়ং আমাদের নিজেদের বাড়ী ছিলো, পুলিশ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু এক ব্যক্তি বক্তৃতার মাঝে, ভরপুর মজলিসে দাঁড়িয়ে এবং মুখের ওপরে গালি দিয়ে দিলো। মিয়াঁ মুহাম্মদ খান সাহেব মরহুম যিনি আমাদের বড়ই নিষ্ঠাবান ও প্রেমিক ছিলেন। তার আবেগ ও উদ্দীপনা এসে গেলো। কিন্তু আমরা তাকে থামিয়ে দিলাম যে, আমাদের স্বভাবে চরিত্রের এ বিষয়টি নীতি-বিরুদ্ধ যে, এ ধরনের কোন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

মোটকথা লাহোর, অমৃতসরে, দিল্লীতে, সিয়ালকোটে প্রভৃতি স্থানে আমি ভালভাবে পরীক্ষা করেছি যে, এ ব্যবস্থাপত্র বিপর্যয় থেকে মুক্ত নয় এবং এতে অনিষ্টের সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং অমৃতসরে আমাদেরকে পাথর মারা হলো। আর একটি পাথর আমার ছেলেরও মাথায় লাগলো। কতক বন্ধু জুতোর আঘাত খেলো। **লা ইউলদাগুল মু'মিনু মিন জুহরিন ওয়াহিদীন মাররাতায়নি** অর্থাৎ (মু'মিন কখনও একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না) অতএব পরীক্ষিত ব্যবস্থাপনাকে আমরা দ্বিতীয়বার কীভাবে পরীক্ষা করতে পারি ?

আবার দ্বিতীয় বড় দুর্বলতা এই যে, মৌখিক আলাপ-আলোচনায় নকলনবীশরা, তাদের প্রাণে যা চায় করে নেয়। আর যদি চায়তো শরিষাকে পাহাড় বানিয়ে নেয়। কলম আছে তাদের হাতে। কিন্তু কতক দুরাত্মা ব্যক্তি এমনও আছে যে দু' দু' ঘন্টা পর্যন্ত তাদেরকে বুঝান হয়। কিন্তু যেহেতু ঐ মৌলিক বক্তব্যে মানুষের কথার খুব কমই সুযোগ থাকে আর মৌখিক বক্তব্য কেবল তরি ঘড়ি করে শেষ হয় উহার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না এজন্যে বাধ্য হয়ে এ পথ এড়িয়ে চলতে হয় আর লেখার ধারাবাহিকতায় আমি ইতমামে হুজ্জত [অর্থাৎ দলীল-প্রমাণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে] বিস্তারিত ভাবে ৭০/৭৫ খানা পুস্তক লিখেছি আর এগুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে এমন পরিপূর্ণ যে, যদি কেউ সত্যানুসন্ধিৎসু এবং গবেষণা-প্রত্যাশী হয়ে ওগুলো মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করে তাহলে সম্ভবই নয় যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা করার ভান্ডার তার লাভ না হয়।

আমরা নিজেদের জীবনে জ্ঞানের একটি বিরাট ভান্ডার সঞ্চিত করে দিয়েছি। আর যতটুক সম্ভব ছিলো ওগুলোর প্রচারও করা হয়েছে। আর বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সকলে পড়েছেনও। মৌখিক বক্তব্যের প্রভাব কম হয়ে থাকে। মানুষের এতে বিবেচনা ও চিন্তা করার সুযোগই মেলে না। বরং কতক-উদ্দীপনা-প্রসূত স্বভাবের লোকদের বুঝার সুযোগই মেলে না। কেননা, তারা তো তাদের ধ্যান-ধারণার বিপরীত কথা শুনতেই অগ্নিমূর্তি ধারণ করে আর (রাগে) তাদের মুখে ফেনা বের হতে থাকে। এর বিপরীতে মানুষ যদি পুস্তককে একটি পৃথক নিভৃত ঘরে নিয়ে বসে যায় তাহলে বিবেচনা ও চিন্তা করার সুযোগ মিলে এবং যেহেতু ঐ সময়ে সম্মুখে বিরোধী কেউ থাকে না এজন্যে (পূর্ববর্তী ধ্যান-ধারণা) শূন্য (সুস্থ) মস্তিকে চিন্তা করার সুযোগ লাভ হয় কিন্তু তথাপি আমরা দ্বিতীয় দিককেও হাতছাড়া করি নি এবং এ উদ্দেশ্যে বিভিন শহরে গিয়েছি। তবলীগ করেছি। কতক স্থানে তো আমাদের সাথে ইট পাথর দ্বারা মোকাবেলা পর্যন্ত করা হয়েছে। এখন তো আপনার ধারণা এই যে, তবলীগ করা হয় নি। *(মলফূযাত, ৫ম খন্ড, ৫৭৮-৫৭৯ পৃষ্ঠা)।*

হযরত শাহযাদা সাহেব ছিলেন তো প্রেমিক কিন্তু কথা এমন বলেছিলেন যদ্বারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মনে ব্যথা পেলেন, কিন্তু বড়ই ভালবাসা ও সহিষ্ণুতার সাথে তাকে বুঝালেন। এ বিষয় আমি আপনাদের নিকট বলতে চাই যে, দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্দের জন্যেও আমরা অনেক পুস্তকাদি প্রস্তুত করেছি এবং অবস্থানুযায়ী যে যে দেশে আহমদীয়তের ওপরে যে অভিযোগ যে রকম উত্থাপিত হয় ঐসব অভিযোগের উত্তর দেয়া হয়েছে। ক্যাসেটের মাধ্যমেও আমরা দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্দের ঝুলি প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র দ্বারা ভরে দিয়েছি। তারা যেখানে যায় ক্যাসেট শুনিয়ে উহা দ্বারা কাজ নেয় এবং যেভাবে আমি বলেছি, পুস্তকাদি প্রভৃতি বন্টন করেও তারা খুবই বেশী বেশী এতদ্দ্বারা কাজ নিচ্ছেন।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম তবলীগের যত রাস্তা বলেছিলেন এর সবগুলোর ওপরে আজ আল্লাহ্র আশিসে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমি আশা রাখি যে, ওগুলোর মহান ফলাফল ইনশাআল্লাহ প্রকাশিত হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন,

"খোদাতাআলা তবলীগের সর্ব প্রকার উপকরণ জমা করে দিয়েছেন। সুতরাং ছাপার উপকরণ, কাগজের প্রাচুর্য, ডাক খানা, তার, রেল আর বাষ্পীয় জাহাজের মাধ্যমে সারা বিশ্ব একটি শহরের ন্যায় হয়ে গেছে" (আর যেভাবে আমি আগেও বলেছি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনেই বিমান আবিষ্কৃত হয়েছিলো এবং মানুষ উড়তেও শিখেছিলো। অতএব কেবল বাষ্পীয় জাহাজের মাধ্যমেই নয় বরং তাঁর যুগেই বিমানের মাধ্যমেও বাণী পৌছানোর ব্যবস্থা খোদাতাআলা করে দিয়েছিলেন।]

আবার ক্যাসেটের যতটা সম্পর্ক এর-ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উল্লেখ করে দিয়েছেন। এ অর্থে যে, এখন ফোনোগ্রাফের মাধ্যমেও কাজ নেয়া হচ্ছে। ফনোগ্রাফই হলো ক্যাসেটের প্রারম্ভিক রূপ, প্রাথমিক রূপ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে যতগুলো আবিষ্কার হয়েছে তা সব জামাতের নিকট এখন অস্ত্রের আকারে প্রতিরক্ষার অস্ত্র রূপে আধ্যাত্মিক অস্ত্র হিসেবে জমা আছে। আর এমন একটি আবিষ্কারও নেই যা আমাদের যুগেই হয়েছে আর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে হয় নি)।

"ফোনোগ্রাফের দ্বারাও তবলীগের কাজ নেয়া যায়, তাতে অতি বিস্ময়কর কাজ বের হয়।

পত্রিকা ও সাময়িকীসমূহের প্রকাশ মোট কথা তবলীগের এতসব উপকরণ একত্রিত হয়েছে যে, এর দৃষ্টান্ত বিগত যুগগুলোতে আমরা দেখতে পাই না। বরং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিলো ধর্মের পরিপূর্ণতা। যেজন্যে বলা হয়েছিলো **আল্ ইয়াত্তমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলায়কুম নি'মাতি** *(আল্ মায়েদাহ্ ঃ ৪)*

এখানে এ পরিপূর্ণতায় ছিলো দু'টি সৌন্দয একটি তকমীলে হেদায়াত অর্থাৎ পথ-নির্দেশনার পরিপূর্ণতা আর অপরটি হলো হেদায়াত প্রচারের পরিপূর্ণতা। পথ-নির্দেশনার যুগ তো আঁ হযরত (সঃ)-এর নিজের প্রথম যুগ ছিলো এবং হেদায়াত প্রচারের পূর্ণতার যুগ তাঁর (সঃ) দ্বিতীয় যুগে। যখন কিনা **আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকূ বিহিম** *(আল্ জুমুআ ঃ ৪)*-এর সময় আসবে। আর ঐ সময় এখন চলছে। অর্থাৎ আমার যুগ অর্থাৎ মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগ। এজন্যে আল্লাহ্তাআলা পথ-নির্দেশনার পরিপূর্ণতা ও প্রচারের পরিপূর্ণতার পথ-নির্দেশনার যুগকেও এভাবে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে আর ইহাও মহান সম্মিলন আর ইহাও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, সমস্ত ধর্মকে সমবেত করা হবে এবং এক ধর্মকে বিজয়ী করা হবে আর ইহাও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সময়ের এক সম্মিলনী। কেননা, **লিইউযহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহি** *(আস্ সাফ্ফ ঃ ১০)*

তাফসীরকাররা মেনে নিয়েছেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময়েই এমন হওয়ার ছিলো" *(মলফূযাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০)*

এর পরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের ওয়াকফীনদের তাহরীক এসব কথায় বর্ণনা করছেন, যেভাবে আমি বলেছি যে, কোন কাজই এমন নেই যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং করে দেন নি। আমরা তো ঐ প্রদীপ নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছি যে প্রদীপ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের হাতে গুঁজে দিয়েছেন। তিনি তাঁর এ আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করছেন।

"এমন উপযুক্ত মানুষ পাওয়া যায় যে, সে নিজের জীবন তাঁর পথে উৎসর্গ করে দেয়" (এখন দেখো ! কত বিরাট সংখ্যা ওয়াকেফীন সৃষ্টি হচ্ছে। আবার ওয়াকফে নও-এর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত হয়ে গেছে)। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ (রাঃ)-ও ইসলাম প্রচারের জন্যে দূর-দূরান্তরের দেশে যেতেন [এখন আফ্রিকা প্রভৃতি এবং এরকম দূর-দূরান্তের দেশসমূহে খোদাতাআলার ফযলে আহমদী মুবাল্লিগ গিয়ে থাকেন পরে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হচ্ছে)

তিনি বলেন ;

"এই যে চীন যেখানে কয়েক কোটি মুসলমান রয়েছে এথেকে জানা যায় যে, সেখানেও সাহাবা (রাঃ)গণের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি পৌছে থাকবেন" [আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ধারণা একশ' ভাগ সঠিক। কেননা, এখনও সেখানে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের (রাঃ) কবর আছে যাঁরা তবলীগের মাধ্যমে চীনকে সত্যের বাণী পৌছিয়েছিলেন। এজন্যে ঐসব লোক যারা ইসলামের বিরুদ্ধে তলোয়ারের জিহাদের অভিযোগ উত্থাপন করে, কোন্ তলোয়ার নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ সাহাবা (রাঃ) যাঁরা চীনে কোটি কোটি মুসলমান বানিয়েছিলেন ? উহা এ পদ্ধতিই ছিলো যে, তাঁরা প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা প্রজ্ঞার দ্বারা তাদেরকে তবলীগ করেছিলেন এবং পুনরায় তারা তবলীগ করেছেন নচেৎ কয়েকজন সাহারা (রাঃ)-এর কোটি কোটি লোককে সত্যের বাণী পৌছানোর শক্তিই ছিলো না। তারা কথা শুনেছেন এবং অন্যকে শুনিয়েছেন। কথা শুনেছেন অন্যদের নিকট পৌছিয়েছেন যারা উপস্থিত ছিলেন তারা অনুপস্থিতদের নিকট সত্যের বাণী পৌছিয়েছেন। এভাবে এই ধারা বিস্তৃত হতে চলে গেছে।

আবার বলেন,

"যদি এভাবে ২০ বা ৩০ ব্যক্তি আলাদা স্থানে পৌছে যায় তাহলে খুব শীঘ্র তবলীগ হতে পারে" [২০/৩০ জনের প্রত্যাশা রেখেছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)। আর এখন তাঁকে কত দিয়েছেন ? ২০ কেন হাজার হাজার ওয়াফেকীন হয়ে গেছে আর দূর দূরান্তে সফর করছেন তারা। সেখানে পৌছে তবলীগ করছেন)।

"কিন্তু (এর সাথে স্বল্পে-তুষ্টতার প্রয়োজন রয়েছে) যখন পর্যন্ত এসব লোক আমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং স্বল্পে তুষ্টপ্রবণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে পুরোপুরি দায়িত্ব অর্পণ করতে পারি না *(মলফূযাত, পঞ্চম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা)*।

এখন দেখুন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখার অনুসরণে তাঁর দাসত্বে স্বল্পে-তুষ্টপ্রবণ বড় বড় আহমদী মুবাল্লিগ আগেও জন্মেছিলেন এখনও হচ্ছেন। তারা শুকনো রুটি ও মরিচ খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু তবলীগের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে দেন নি। তারা অতি মহান সেবাসমূহ উপস্থাপন করে গেছেন। সারা আফ্রিকা এর সাক্ষী। তাই আল্লাহ্তাআলা আশিসের সাথে এখন তবলীগের ধারা তো অব্যাহত থাকবেই; বন্ধ হতেই পারে না। অসম্ভব কথা ! শত্রু যে প্রাচীরই দাঁড় করিয়ে দিক্ না কেন আহমদীরা ঐ প্রাচীরকে লাফিয়ে ডিঙ্গিয়ে পার হয়ে যাবে। আর ইনশাআল্লাহ্ দিন দিন জামাতে আহমদীয়া আল্লাহ্তাআলার ফযলে স্বল্পে-তুষ্ট খাদেমদের মাধ্যমে ধর্মের প্রেমিকদের মাধ্যমে, যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেন - গাছের পাতা খেয়ে ইসলামের বাণীকে সামনে থেকে সামনে বাড়াতে থাকবে। আল্লাহ্ করুন যে, ঐ দিন সত্ত্বর আসে এবং আমরা এ বছর দ্বিগুণ হওয়ার দৃশ্য পুনরায় দেখে নি যে, **যেখানে এক কোটি আহমদী বিগত বছর দিয়েছিলেন সেখানে এ বছর আল্লাহ্তাআলার আশিসে দু'কোটি আহমদী লাভ হয়, ইনশাআল্লাহ্**।

(রকীম প্রেস কর্তৃক প্রচারিত বুকলেট থেকে)

অনুবাদ ঃ **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

শুভ বিবাহ

গত ০৯-০৬-২০০০ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মোসাম্মাৎ রওশন আরা বেগম, পিতা-মরহুম আফতাব উদ্দিন আহমদ, তেবাড়িয়া দক্ষিণ পাড়া, নাটোর এর সাথে জনাব ইয়ামিন সাত্তার সুমন পিতা- মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, সাত্তার ভবন, ১০৪৯ পশ্চিম নন্দিপাড়া, পোঃ বাসাবো, ঢাকা-১২১৪ ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক টাকা) মোহরানা ধার্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান ও দোয়া পরিচালনা করেন মৌলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী সাহেব (সিলসিলাহ্ মুরব্বী)। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উক্ত বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

– আব্দুল কাদির ভুইয়া
সেক্রেটারী রিশ্তানাতা,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

অমৃতবাণী (৪র্থ পাতার পর)

আলয়ে তিনি অবস্থান করছেন। সেখানে তার কোন ভয়-ভীতি নেই। প্রকৃতির তাড়না বিরোধী সকল সংগ্রামের অবসান ঘটেছে। তিনি এখন পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছেন। এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে আমাদের পূর্ণতম নেতা (সঃ) বলেছেন "প্রত্যেকের সাথে শয়তান রয়েছে কিন্তু আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে।"

সুতরাং মুত্তাকী সর্বক্ষণ শয়তানের সাথে সম্মুখ সমরে লিপ্ত। কিন্তু যখন তিনি পুণ্যবান দাসে পরিণত হন, তার সমস্ত সংগ্রামেরও তখন অবসান ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক 'রিয়া' বা 'কপটতা'র কথাই ধরা যাক। এর সাথে মুত্তাকীকে অষ্টপ্রহর সংগ্রাম করতে হয়। এমন একটি ক্ষেত্রে মুত্তাকীর অবস্থান যেখানে সর্বক্ষণ যুদ্ধ চলছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ফলেই তিনি বিজয়ী হয়ে থাকেন। যেমন কিনা 'রিয়া' (কপটতা) পিঁপড়ার মত এর গতি। মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ কখনো কোন অবস্থায় তার অন্তরে 'রিয়া' সৃষ্টির সুযোগ দিয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ একজনের চাকু হারিয়ে গেলে অপরজনকে সে এ বিষয় জিজ্ঞেস করলো। এই অবস্থায় শয়তানের সাথে একজন মুত্তাকীর যুদ্ধ (সংগ্রাম) শুরু হয়ে যায়। শয়তান তখন তাকে কুমন্ত্রণা দিলো যে, 'চাকুর মালিকের এরূপ প্রশ্ন করাটা অপমানজনক'। এর ফলে সে ভীষণ খেপে যেতে পারে এবং আপোশে সংঘর্ষও বেঁধে যেতে পারে। এইরূপ অবস্থায় একজন মুত্তাকী নিজের মনের কুপ্রবৃত্তির সাথে সংগ্রামরত থাকে। এই ব্যক্তির মধ্যে যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাধুতা থেকে থাকে তাহলে তার রেগে যাবার কারণই বা কি ? (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা

'কবিতা'

সত্যের অভিযান

আল্লাহ্‌র হাতে গড়া বিশ্বে
আহমদী জামাত।
দীন ইসলামের ঝান্ডা বয়ে
চলছে দিবারাত॥
সাধ্য কারো নাইকো ভূমে
রুখতে অভিযান।
পাহাড় সম পথের বাধা
হবে খান খান ॥
ধন-সম্পদ আর জীবন যোগে
আহমদীগণ।
মিথ্যার সাথে দিবানিশী
করছে আজি রণ ॥
কুফুরীর বুকে চরণ ফেলে
বাধা বিপদ দলি।
দ্রুত পদে চলছে আগে
শোক তাপ ভুলি ॥
বল প্রয়োগ নাই কো দীনে
কুরআন পাকে কয়।
জয়ী হবে ঈমান বলে
কামান বন্দুকে নয় ॥
চূর্ণ হবে দাম্ভিকতা
মিথ্যা অহংকার।
কায়েম হবে দুনিয়াব্যাপী
তৌহীদ যে আল্লাহ্‌র ॥
আল্লাহ্‌তাআলার রজ্জু ধরি
শক্ত হাতে আজ।
করছে দেখ বিশ্বব্যাপী
দীন ইসলামের কাজ ॥
সত্যের মশাল হস্তে নিয়ে
উচ্চ করে শির।
দিকে দিকে চলছে দ্রুত
আহমদী বীর ॥
নদ-নদী সাগর মরু
হচ্ছে দেখ পার।
ভয় ভাবনা নেই কো কোন
ওয়াদা আল্লাহ্‌র ॥
দুনিয়ার যত লোভ-লালসা
মায়ার বন্ধন ভুলি,
করছে লড়াই বিশ্বভূমে
দীনের নিশান তুলি ॥
ঘুমের ঘোরে আজো যারা
আছে অচেতন।
ওঠো, জাগো বলছে ডেকে
সেই আহমদীগণ ॥
শির্‌ক বিদাত মিথ্যা নাশি
কায়েম করতে দীন।
ঈমানের তেজ বুকে নিয়ে
চলছে বিরামহীন ॥
করবে কিসের ভয় ভাবনা-
আল্লাহ্‌র দুনিয়ায়।
মু'মিন কাফির পৃথক হবে
ঈমানের পাল্লায় ॥
পথের শত বাধা বিপদ
আল্লাহ্‌ করবেন চূর ॥
বিজয় নিশান উড়বে ধরায়
সেদিন নাহি দূর ॥

- সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

বিশেষ দোয়ার আবেদন

আমার দাদী মোসাঃ জাহিদা খাতুন যিনি নিউইয়র্ক প্রতিনিধি জনাব খলিলুর রহমান সাহেবের মাতা। তিনি বেশ কিছু দিন হ'তে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন। তিনি পুরানো স্মৃতি ভুলে গেছেন। মহান আল্লাহ্‌ যেন তাঁকে আশু রোগ মুক্তি দান করেন এবং দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার তৌফীক দান করেন। এ জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা, ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়া করার জন্য আবেদন করছি।

ফিরোজ আহমদ
কায়েদ, শ্যামপুর, রংপুর

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমীপে

গত বছর অক্টোবর মাসে খুলনায় আহমদীয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে সাতজন নামাজি নিহত হন। পুলিশ এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি, বরং নানা বিবৃতির মাধ্যমে আরো ধুম্রজালের সৃষ্টি করে। এমনকি একটি এয়ার গানের কাহিনীও প্রচার করে। ধীরে ধীরে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। এবার কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার জন্য যে বোমা পোঁতা হয়েছিল তার হোতা হরকাতুল জেহাদপন্থী কয়েকজন ধরা পড়ে। এদের মধ্যে দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিতে গিয়ে বলে, ওরাই খুলনা আহমদীয়া মুসজিদে বোমা পেতে রেখেছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও টিভিতে একথা উল্লেখ করেছেন। এখন আমাদের জিজ্ঞাসা, এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কি খুলনা আহমদীয়া মুসজিদের হত্যাকান্ডের বিচার পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে ? আমাদের বিশ্বাস নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই ঘটনার সঙ্গে খুলনার যেসব ব্যক্তি জড়িত আছে তাদের নামও বেরিয়ে আসবে এবং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তারা শাস্তির আওতায় আসবে। যেকোন হত্যাকাণ্ডের শাস্তি হওয়া দরকার। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমাদের নিবেদন, খুলনায় যে সাতজন নামাজি বোমার আঘাতে নিহত হয়েছেন তাদের হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি হোক। পবিত্র কোরান বলে খুনিকে প্রাণদণ্ড দিলে তাতে মানবতা জীবন লাভ করবে (বাকারা, ১৮০ আয়াত)।

এ টি চৌধুরী
১/এ, মহারাজা রোড, ময়মনসিংহ

সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ - ২৬ আগস্ট, ২০০০ইং

সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

হযরত মির্যা তাহের আহমদ

১৯৯৭-১৯৯৮ এরপর দু'বছর হুযূর আকদস (আইঃ)-এর এমটিএ-তে সম্প্রচারিত হোমিও ক্লাসগুলোর সংকলন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এ সংকলন প্রকাশিত হবার পর হুযূরের (আইঃ) সেগুলো মনঃপুত হয় নি। তাই এর আগে পাক্ষিক আহমদীতে ধারাবাহিক 'হোমিও প্যাথি' সদৃশ বিধান চিকিৎসা'র অনুবাদ কয়েক সংখ্যায় ছাপানোর পর তা বন্ধ রাখতে হয়। ১৯৯৯-তে নতুন সংশোধিত আকারে ও বর্ধিত কলেবরে হুযূরের এই বইটি মুদ্রিত হয়েছে। এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে এর অনুবাদ ছাপানো হবে, ইনশাআল্লাহ্। - অনুবাদক

ভূমিকা ঃ

হোমিওপ্যাথিতে আমার আগ্রহ জন্মানোর পেছনে মজার ঘটনা রয়েছে। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান হবার প্রথম দিকের কথা। আমার তখন ঘন ঘন মাথা ব্যথার প্রচন্ড আক্রমণ হতো। ইংরেজীতে একে 'মাইগ্রেন' (MIGRAINE) আর উর্দূতে একে 'দারদে শাক্বীক্বাহ্' বলে। এতে তীব্র ব্যথা হয়; একই সাথে বমনেচ্ছা, বমি আর স্নায়বিক অস্থিরতা থাকে। চিকিৎসাস্বরূপ আমি 'এসপিরিন' ব্যবহার করতাম যার ফলে পাকস্থলীর ঝিলি আর কিডনী / মুত্রাশয়ে মন্দ প্রভাব পড়তো আর সেই সাথে হৃদ স্পন্দনও বেড়ে যেতো। আমার মরহুম পিতা একটি এলোপ্যাথিক ঔষধ 'SANDOL' নিজের কাছে রাখতেন যা তাঁরও কাজে লাগতো। উপমহাদেশের বিভক্তির পর এই ঔষধ পাকিস্তানে পাওয়া যেতো না বরং কোলকাতা থেকে আনাতে হতো। এটা ব্যবহারে আমি স্বস্তি লাভ করতাম।

একবার যখন প্রচন্ড মাথা ব্যথা আরম্ভ হয় তখন মরহুম আব্বাজানের কাছে 'SANDOL' ছিল না। তাই তিনি তার বদলে একটি হোমিও প্যাথিক ঔষধ পাঠিয়ে দেন। তখন হোমিওপ্যাথির উপর আমার কোন আস্থা ছিল না। কিন্তু 'তাবারুক' মনে করে আমি ঔষধটা খেয়ে নিই। হঠাৎ আমার উপলব্ধি হলো, অকারণেই চোখ বুজে শুয়ে আছি অথচ মাথা ব্যথা একেবারেই শেষ ! ইতঃপূর্বে কোন ঔষধ আমার উপর এত দ্রুত আর এত অসাধারণভাবে প্রভাব বিস্তার করে নি !

এরপর আরেকটি ঘটনা হোমিওপ্যাথিতে আমার আগ্রহ সৃষ্টির কারণ হয়। যখন আমার বিয়ে হয়, তখন আমার স্ত্রী আসেফা বেগম (রাহেমাহাল্লাহু)-এর একটি পুরানো রোগ ছিল, যার কথা তিনি আমাকে জানালেন। হযরত আব্বাজানের কাছে হোমিওপ্যাথির বই ছিল অনেক। আমি সেগুলো ঘেঁটে একটি ঔষধ বের করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আল্লাহ্তাআলার আশ্চর্য পরিকল্পনা দেখুন ! প্রথম বইটির যে স্থানে আমি পাতা খুললাম সেখানে নেট্রাম মিউর (NATRUM MUR)-এর বর্ণিত লক্ষণাদি আসেফা বেগম বর্ণিত লক্ষণাদির অবিকল অনুরূপ ছিল। আমি তাঁকে উচ্চ মাত্রায় সেই ঔষধ দিই। ঔষধটি একবার সেবনেই তিনি এমন আরোগ্য লাভ করেন যে, সারা জীবন তাঁর আর সেই ব্যাধিটি দেখা দেয় নি। এতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নিল, আমি বুঝি বা না বুঝি হোমিওপ্যাথিতে অবশ্যই উপকার হয়, এর মাঝে অবশ্যই এক বাস্তব সত্য নিহিত। এরপর থেকে আমি হযরত আব্বাজানের লাইব্রেরী থেকে হোমিওপ্যাথির বই নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। কখনও সমস্ত রাত ধরে সেগুলোকে পড়েছি। দীর্ঘ সময়ব্যাপী পড়াশুনা করে আমি ঔষধ ও সেগুলোর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হই। এদের ব্যবহার-বিধি ও লক্ষণাদি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার পর আমি রোগীদের চিকিৎসা আরম্ভ করি।

হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার ও এর আবিষ্কারক

হোমিও প্যাথি আবিষ্কারকের নাম ডাক্তার হ্যানিম্যান যিনি ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে SAXONY -জার্মানী-তে জন্ম নেন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল স্যামুয়েল ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক হ্যানিমান (SAMUEL CHRISTIAN FRIEDRICH HANNEMANN) । বিভিন্ন ভাষা শেখার বিষয়ে তাঁর ছিল বিপুল আগ্রহ। এর ফলে, তিনি আটটি ভাষা রপ্ত করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র বারো বছর, তখন তিনি গ্রীক ভাষা পড়ানো আরম্ভ করেন। এভাবে, তিনি ছোট বয়সেই বিবিধ ভাষার শিক্ষক হয়ে যান। তিনি অষ্ট্রিয়ার LIEPZIG (লিপযিক) নগরীতে ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সেখান থেকে তিনি VIENNA (ভিয়েনা) যান আবার সেখান থেকে ERLANGEN (এরলাঞ্জেন) গমন করেন। অধ্যয়ন শেষে এখানে ১৭৭৯ সনে তিনি ডাক্তার হন আর DRESDEN (ড্রেসডেন)-এ ডাক্তারী প্র্যাক্টিস আরম্ভ করেন।

ডাক্তারী প্র্যাক্টিসকালে দরিদ্রদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করার কারণে তাঁর আয় বেশী ছিল না। তাই ডাক্তারীর পাশাপাশি তিনি তাঁর অনুবাদ কর্মও অব্যাহত রাখেন। এলোপ্যাথিক ডাক্তার হবার এগার (১১) বছর পর তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ছয় বছর পর্যন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তিনি নিজের উপর আর নিকট আত্মীয় - স্বজনের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকেন। ১৭৯৬ সালে ডাক্তারী সাময়িকী ও পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে প্রথম বারের মত তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথিক দর্শন সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন। ১৮১০ সালে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত মেডিকেল বই ORGANON OF RATIONAL MEDICINE প্রকাশ করেন যাকে হ্যানিম্যানের অরগেনন-ও বলা হয়। ১৮১১ থেকে ১৮২১ সনের মধ্যে তিনি মেটিরিয়া মেডিকা (Medica) প্রস্তুত করেন। সে সময় প্রচলিত পদ্ধতির অনুসারী সব চিকিৎসকরা তাঁর প্রচন্ড বিরোধিতা আরম্ভ করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বিরোধীদের চাপে সরকার তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিকে বেআইনী ঘোষণা করে তাঁর

বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বেই হ্যানিমান অষ্ট্রিয়ার রাজকুমার কার্ল শাওয়ারমানবার্গ (KARL SCHWARZENBERG) -কে লিপযিকে ডেকে এনে তার সফল চিকিৎসা করেন। এই চিকিৎসায় রাজকুমার এতই উপকৃত হয় যে, সে অষ্ট্রিয়ার রাজা KING FRIEDRICH -কে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে এবং ভবিষ্যতে এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু হ্যানিমানের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রাজকুমার আরোগ্য লাভের পর পরই পুনরায় তার বদঅভ্যাস আর মাত্রাধিক মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে সে একই বছর পুনরায় অসুস্থ হয় আর এলোপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনার সমস্ত দায়-দায়িত্ব অষ্ট্রিয়ার সরকার হ্যানিমানের উপর চাপিয়ে দেয়। এর ফলে জনসাধারণের মনে তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় আর বিক্ষোভস্বরূপ বিভিন্ন স্থানে তাঁর রচিত বই-পুস্তক পোড়ানো আরম্ভ হয়। বাধ্য হয়ে হ্যানিমানকে COTHEN (কোথেন)-এ আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এখানে DUKE OF COTHEN তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হ্যানিমান কোথেন-এ চৌদ্দ বছর অবস্থান করেন আর এই সময় তিনি CRONIC DISEASES বা পুরাতন ব্যাধির উপর গভীর ও দীর্ঘ নিরীক্ষণ ও গবেষণা চালান। এই গবেষণা কর্মের প্রথম খন্ড পুস্তক আকারে ১৮২৮ সনে প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ সনে তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয় আর ১৮৩৫ সনে তিনি একজন ফরাসী মহিলার সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্যারিসে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৮৩৫ থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি অর্থাৎ ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সে অবস্থান করে হোমিও প্র্যাক্টিস অব্যাহত রাখেন। ১৮৩৫ইং সন হলো সেই বছর যে বছর আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। (চলবে)

অনুবাদ - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(৫৫তম কিস্তি)

হেড লাইনস্ ও কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) মস্তান সম্রাট

কত খুন আর ধর্ষণ সুইডেন আসলাম করেছে সেটা মনে নেই

দৈনিক জনকণ্ঠ (২৩.৫.৯৭)

শংকর কুমার দে লিখিত এই রিপোর্টে অনেক তথ্য দেয়া হয়েছে। এখানে ঐ রিপোর্ট থেকে দ্বিতীয় প্যারাটির উদ্ধৃতি দেয়া হলো। 'সুইডেন আসলাম মদ্যপ, নারী লোলুপ। অনেক মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। খুন, সন্ত্রাস, চাঁদা বাজির ঘটনা ঘটিয়েছে তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান নেই। তার অপরাধ কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে থানায় কেউ মামলা দিতে আসত না ভয়ে। কোথায় যাবে, কখন যাবে কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেত না। কোথাও যেতে হলে তার আগে যেত সশস্ত্র এডভান্স পার্টি। পুলিশ কিংবা প্রতিপক্ষ আছে কিনা এডভান্স ক্লিয়ারেন্সের পর যেত সুইডেন আসলাম। সর্বক্ষণ তার সাথে থাকত তিন সশস্ত্র দেহরক্ষী।। সুইডেন আসলামের পকেটে থাকত অত্যাধুনিক পিস্তল। কথা বলার সময় তার হাত থাকত পকেটে রাখা পিস্তলের বাটে। মুহূর্তে যেন সে গুলি করতে পারে।'

(২) হেডলাইন ঃ

শিবিরের হাত ধরে। শিখরে এক মাদ্রাসা ছাত্র নাসিরের পেছনে মদদ ছিল গড ফাদারদের গা-ছাড়া ভাব ছিল সাবেক সরকারেরও

জসীম চৌধুরী সবুজ ॥

(প্রথম প্যারার কয়েক লাইন) ঃ চট্টগ্রামে জামাত-শিবিরের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গায়ের জোরে অস্ত্র উঁচিয়ে প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেমে কুখ্যাত সন্ত্রাসী-নাসির এক দিকে যেমন রাজনৈতিক 'গড ফাদার'দের মদদ পেয়েছে। তেমনি তার বাহিনী কর্তৃক সংঘঠিত অসংখ্য অপরাধের ঘটনাও তৎকালীন সরকারের চোখ ফিরিয়ে রাখার ফলে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীও এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় নি।... (সংবাদ ১৮.৪.৯৮)

(৩) খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী এরশাদ

৯.৯.৯৯ তারিখের প্রথম আলো'র ২য় সম্পাদকীয়ের প্রথম প্যারার উদ্ধৃতি দেয়া হলো 'রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনে শুদ্ধি অভিযান দরকার খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী এরশাদ শিকদারকে গ্রেফতার করার পর তার অপরাধের যেসব তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে তা রীতিমত রোমহর্ষক। গত ১০ বছর যাবৎ এরশাদ শিকদারের বডিগার্ড হিসেবে নিয়োজিত নূর আলম আদালতের কাছে প্রদত্ত জবান বন্দিতে বলেছে, এ কালপর্বে সে এরশাদ শিকদারের ২৩টি নৃশংস খুনের প্রত্যক্ষদর্শী। সমগ্র সন্ত্রাসী জীবনে এরশাদের হাতে খুনের সংখ্যা নিঃসন্দেহে আরো বেশী। জবাই, ফাঁসি, গুলি, প্রহার ও ইনজেকশন প্রভৃতি নানা উপায়ে এসব খুন করা হয়েছে। কোন প্রতিদ্বন্দীকেই, সে বাঁচিয়ে রাখে নি। সামান্য অবিশ্বাসের ঘটনায় মেরেছে নিজের দীর্ঘদিনের সহযোগী এমনকি ভাগ্নেকেও। এর অধিকাংশ লাশই সে জমাট বাঁধা সিমেন্টের বস্তার সঙ্গে বেঁধে ভৈরব নদীতে ফেলে দিয়েছে। এভাবে খুলানার শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে শতাধিক কোটি টাকাসহ অর্থবিত্তের মালিক হয়েছে।'

(৪) ১৮.৪.২০০০ তারিখে 'সংবাদ' এর সম্পাদকীয় ছিলো ঃ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি'-এর প্রথম প্যারাটি হলোঃ গত বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। আন্দাজ করা হচ্ছে যে, এগুলো এসেছিল এক ছাত্রলীগ ক্যাডারের বন্দুক থেকে। বহুদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটল। এর আগে গত বছর অক্টোবর মাসে ছাত্রদল আহুত ছাত্র ধর্মঘটে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ছাত্রদলকে ধাওয়া করে গুলিবর্ষণ করে, কিন্তু তাতে কেউ হতাহত হয় নি। গত বৃহস্পতিবারের ঘটনার দু'বছর আগে ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে হল দখল নিয়ে ছাত্রদলের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে ছাত্রলীগ নেতা পার্থপ্রতিম গুলিবিদ্ধ ও নিহত হয়।' সন্ত্রাস নামক ভয়াবহ রোগ জীবাণু যে শিক্ষাঙ্গণ ছাড়ে নি, উপরোক্ত উদ্ধৃতি সে কথাই ঘোষণা করছে। এ বিষয়ে আরো কিছু সম্পাদকীয় উল্লেখ করতে হচ্ছে। ২৫.৯.৯৯ তারিখে 'প্রথম আলো' এর সম্পাদকীয় ছিলো 'ঢাকা ভার্সিটির ষাট সন্ত্রাসী'। ১০.১০.৯৯ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের ২য় সম্পাদকীয় ছিলো। 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সন্ত্রাস'। ৩০.৪.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে সম্পাদকীয় ছিলো 'অভ্যন্তরীণ কোন্দলে খুন'। এর প্রথম কয়েক লাইন হলো ঃ 'অভ্যন্তরীণ কোন্দলে খুনোখুনি চলছেই। যুবলীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, আওয়ামী লীগ, বিএনপি সব সংগঠনেই পারস্পরিক কলহ বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটির পাশাপাশি একই সংগঠনে নিজেদের ভিতরেও খুনজখম কম হচ্ছে না। ক্রমশ এসব বেড়েই চলেছে।'

(৫) হেড লাইন

'ঢাকায় ৫ হাজার দুবৃত্ত শতাধিক ক্রাইম পয়েন্টে তৎপর

শংকর কুমার দে

রাজধানীর আইন-শৃংখলার চরম অবনতি ঘটেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নাজুক অবস্থায় এসে ঠেকেছে। পাঁচ সহস্রাধিক অপরাধী শতাধিক ক্রাইম পয়েন্টে ভয়ঙ্করভাবে তৎপর ঃ ... (দৈনিক জনকণ্ঠ। ১৬.৪.২০০০)

(৫ক) আন্ডার ওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীরা এখন একে অন্যের গানপয়েন্টে

কামরুল হাসান

'আন্ডার ওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীরা একে অন্যের গানপয়েন্টে। চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের লড়াইকে কেন্দ্র করে খুনের নেশায় মেতে উঠেছে।' ... (দৈনিক জনকণ্ঠ। ২১.৪.২০০০)

(৫খ) রাজধানীতে ৫০০ ভাড়াটে খুনি। সাম্প্রতিক কয়েকটি হত্যাকান্ডে এদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ

পারভেজ খান

রাজধানীতে ভাড়াটে খুনিদের ব্যবহার করে হত্যা কান্ডের ঘটনা বেড়ে গেছে। সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি হত্যা কান্ডের ঘটনায় ভাড়াটে খুনিদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এসব খুনের ঘটনার নেপথ্যের হোতারা প্রায় সবাই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। ফলে হত্যাকারীদের সহজে গ্রেফতার করা যাচ্ছে না। আবার যথাযথ প্রমাণ না থাকায় পুলিশ নেপথ্য নায়কদেরও সরাসরি গ্রেফতার করতে পারছে না। ... (প্রথম আলো। ভুলবশতঃ তারিখ নোট করা হয় নি)

(৫গ) এক বছরে কমপক্ষে ৪০ জাহাজে লুটপাট

বিশ্বে দ্বিতীয় বিপজ্জনক বন্দর চট্টগ্রাম জলদস্যুদের অভয়ারণ্য

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশী জলসীমা দুর্ধর্ষ সশস্ত্র জলদস্যুদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। এরা প্রতিনিয়ত দেশী-বিদেশী জাহাজে হানা দিয়ে লুটপাট করছে।' ... (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮.৪.২০০০)

(৫ঘ) এশিয়ার সমুদ্রপথ জলদস্যুদের অভয়ারণ্য

গল্পের সেই জলদস্যু লং জন সিলভারের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে অনেকের। একুশী শতকের লং জন সিলভাররা আরো বেশী ভয়ঙ্কর। বেশ ভুষায় এরা অনেক উন্নত। মাথায় নতুন যুগের বুদ্ধি, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। এদের যন্ত্রণায় দক্ষিণ এশিয়া তথা এশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আজ মুখ থুবরে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ... (প্রথম আলো। ২৯.৪.২০০০)

(৫ঙ) দিনে পৌনে তিন শ' অপরাধ; ধর্ষণ ৭, খুন ১০ কামরুল হাসান

'দেশজুড়ে অপরাধের হার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ব্লক ব্লেইড, কম্বিং অপারেশন, এমনকি জননিরাপত্তা আইন পাশের পরও সন্ত্রাস দমন হয়ে উঠছে দুরূহ। দেশে এখন প্রতিদিন গড়ে পৌনে তিন শ' অপরাধ সংঘঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রতিদিন ৭ জন করে নারী ধর্ষিত ও ১০ জন করে খুন হচ্ছে। বৃহস্পতিবার পুলিশের ক্রাইম কনফারেন্সে এই তথ্য তুলে ধরে পুলিশ কর্মকর্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।' ... (দৈনিক জনকণ্ঠ। ২৮.৪.২০০০)

(৫চ) মীরপুরের ৩০ লক্ষ মানুষ ১৪ জন গড ফাদারের হাতে জিম্মি

আবুল খায়ের ॥ রাজধানীর মীরপুর ও পল্লবী থানাসহ বৃহত্তর মীরপুরের প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ মাত্র ১৪ জন গডফাদারের হাতে জিম্মি। পুলিশ ও এলাকাবাসীর তথ্য অনুযায়ী প্রত্যেক গডফাদারের একটি করিয়া বড় পেশাদার সন্ত্রাসী বাহিনী রহিয়াছে। এলাকাবাসী ও পুলিশের কোন কোন কর্মকর্তা তাহাদের পূর্ব-পরিচয় সম্পর্কে অবহিত। তাহাদের ভাষায়, ইহাদের কেহ ছিল চানাচুর ফেরীঅলা কিংবা ফুটপাতের চা বিক্রেতা এবং কেহ ভাঙ্গারী দোকানের কর্মচারী। প্লাষ্টিক, ভাঙ্গা কাঁচ, রিসাইকেলযোগ্য পুরাতন সামগ্রী ফেরীওয়ালাদের নিকট হইতে ক্রয়ের ব্যবসাকে ভাঙ্গারী ব্যবসা বলা হয়।' ... (দৈনিক ইত্তেফাক। ২৪.১.৯৮)

৬। কুমিল্লায় সন্ত্রাসীদের সমাবেশ !

কুমিল্লা থেকে মাহাবুব আলম বাবু ঃ কুমিল্লা শহরের পূর্বাঞ্চলের সকল গ্রুপের সন্ত্রাসীরা নির্বিঘ্নে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনার শপথ নিয়েছে। গত ৯ই এপ্রিল রোববার সদর থানার মনাগ্রাম এলাকায় পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসীরা এক সমাবেশের মাধ্যমে এ শপথ গ্রহণ করে।

'ঐক্যবদ্ধ সন্ত্রাস' শিরোনামে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সন্ত্রাসীদের গুরু আরব আলী। শহরের পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসীদের যে ৩টি গ্রুপ রয়েছে আরব আলী তার একটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। অন্য ২টি হচ্ছে নুরুল আলম গ্রুপ ও আমজাদ গ্রুপ।

ইদানিং গ্রুপ ৩টির মাঝে চরম বিরোধ দেখা দেয়। প্রতিটি গ্রুপই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায় বিধায় এ গ্রুপিং দ্বন্দ্ব চরমে পৌছে। এতে প্রতিটি গ্রুপই নিজেদের মধ্যে কলহ বজায় রাখতে গিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া পুলিশি তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য না থাকায় গ্রুপের সদস্যদের মাঝেও চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ৩টি গ্রুপই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।... (দৈনিক সংবাদ, ১২.৪.২০০০)।

৭। নগরীর আন্ডার ওয়ার্ল্ড অশান্ত ক্যাডারের টার্গেট ক্যাডার

❑ ২ মাসে ১৬ সন্ত্রাসী নিহত

মাহবুব মতিন ঃ রাজধানীতে একের পর এক খুনের ঘটনা ঘটলেও আসামী ধরা পড়ছে না। গত দু'মাসে নগরীতে খুন হয়েছে প্রায় ৭৫ জন। অন্যদিকে খুনের বিপরীতে আসামী গ্রেফতার নেই বললেই চলে।

পুলিশের ভাষ্য ঃ নগরীতে যে সকল হত্যাকান্ড ঘটছে তার অধিকাংশই সন্ত্রাসীর হাতে সন্ত্রাসী খুন। সন্ত্রাসীরা নিজেরাই এখন পারস্পরিক টার্গেটে পরিণত হয়েছে। সবমিলিয়ে রাজধানীর আন্ডার ওয়ার্ল্ড এখন অশান্ত হয়ে উঠেছে।

গত ২ মাসে কমপক্ষে ১৬ জন সন্ত্রাসী প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসী গ্রুপ অথবা গ্রুপেরই সন্ত্রাসীর হাতে নিহত হয়েছে। এলাকার আধিপত্য, চাঁদাবাজির বখরা, গ্রুপের নেতৃত্ব ইত্যাদি কারণে সন্ত্রাসীরা পারস্পরিক খুনাখুনিতে জড়িয়ে পড়ছে।' ... (সংবাদ। ৯.৫.২০০০)।

৮। সর্বকনিষ্ঠ ছিনতাইকারী

লন্ডন, ২৬শে এপ্রিল (রয়টার্স) ৫ বছরের এক বালক বৃটেনের সবচেয়ে কমবয়সী ছিনতাইকারী হিসেবে রেকর্ড গড়েছে।

দক্ষিণ ইয়র্কশায়ারে পুলিশ জানায়, রোববার বিকেলে মেক্সবোরোতে সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধার কাছ থেকে হাতব্যাগ ছিনতাই করার পর বালকটিকে ৯ বছর বয়সী সহযোগীসহ আটক করা হয়।

পুলিশের একজন মুখপাত্র জানান, আটক করার পর থেকে পুলিশ বালক দুটোকে তিরস্কার করছে। ঐ ছিনতাইয়ের ঘটনা এক ব্যক্তি দেখেছিলেন বলে জানা যায়। ওই ব্যক্তি টেলিফোনে পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী দশ বছরের কম বয়সী শিশুকে বিচারে সোপর্দ করা যায় না। ... (সংবাদ, ২৭.৪.২০০০)।

উপরের সিরিয়েল ৬, ৭ ও ৮ মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের জন্য খুবই গুরুত্ববহ। তাই এর প্রত্যেকটি নিয়ে আলোচনা করা জরুরী বোধ করছি। কুমিল্লার সন্ত্রাসীরা 'ঐক্যবদ্ধ সন্ত্রাস' জারি রাখার উদাহরণ তুলে ধরেছে। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন সন্ত্রাসীরা কয়দিন একতাবদ্ধ থাকতে পারবে! স্বার্থের হেরফের হলেই ঐক্য উড়ে যাবে, নিজেদের মাঝে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হবে। যেমন ৭নং সিরিয়েলে তো সে কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এ নিয়ে তর্কে না গিয়ে বরং বলবো সন্ত্রাসীরা যদি ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে ও তা কাজে লাগাতে প্রয়াস পায় তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আমরা কেন তাদের চেয়ে অনেকগুণ বড় ঐক্যের দ্বারা তাদেরকে পরাভূত করতে পারবো না।

কুমিল্লা মরহুম শ্রদ্ধেয় আক্তার হামিদ খানের দীর্ঘদিনের কর্মক্ষেত্র। তাঁর সাথে কয়েকবার কাজ করার সৌভাগ্য হওয়ায় গর্ব বোধ করি। তিনি তো সারাজীবন মানুষকে ঐক্যের আহ্বানই জানিয়ে গেছেন। কুমিল্লায় এক সেমিনারে আমারও বক্তব্য ছিলো। যতদূর মনে পড়ে আমি ছিলাম চতুর্থ বক্তা। তিনটি বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। তাদেরকে চাঙ্গা করার জন্য বল্লুম - আমার বন্ধুরা আমাকে বলেন - 'কুলোকে' মিল্লা যে জেলা করেছে' (তখন ছিলাম কুমিল্লা জেলার অধিবাসী, এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার) তা হলো 'কুমিল্লা'। উত্তরে তাদেরকে বলতুম কোন কিছু মিল্লা করতে হলে আস কুমিল্লায়। সবাই জোরে হেসে ওঠলেন, আমারও বক্তৃতা (পেপার পড়া) শুরু হলো।

এতদিন পর দেখলুম কুমিল্লার সন্ত্রাসীরাও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে।

সন্ত্রাসীরা নিজেদের স্বার্থকে কখনও ক্ষুণ্ন হতে দেয় না। ওরা ত্যাগের মহিমা বুঝে না। আমরা যেন সামাজিক ঐক্যের কথা বলতে চাই তাতে যেমন সবারই বৈধ স্বার্থ বজায় থাকবে সাথে সাথে ত্যাগের মহিমাও সক্রিয় থাকবে। অবৈধ স্বার্থকে দূরে রাখতে হবে। ক্ষমতার বলে কেউ ব্যক্তি বা সমাজের উপর নিজের হীন স্বার্থ চাপিয়ে দেয়ার পরিবেশকে নৈতিকতা ও ঐক্যের বলে দূরীভূত করতে হবে।

সিরিয়েল (৮)য়ে দেখা যাচ্ছে ছিনতাইকারীর বয়স মাত্র ৫ বছর। সহযোগী হলো ৯ বছরের। এই কৃতিত্বের জন্য ওদের নাম ঠিকানা হয়তো গ্রিনীজ বুক রেকর্ডে সহজেই স্থান পাবে। এই স্থান পাওয়ার চেয়েও সমাজের জন্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে ওরা হাত পাকালো কোথায় খবরটিতে এসব কিছু বলা হয় নি। সহজেই অনুমান করা যায় যে ঘরে বসেই ওরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে হাত পাকিয়েছে। আজকাল প্রায় সব দেশেই টিভিতে এসব দেখনো হয়। তা ছাড়া একই গৃহে বসে অন্যান্য দেশের প্রোগ্রামও দেখা যায়। আলোচনা না বাড়িয়ে বলা যায়, নৈতিকতা বর্জিত কোন কার্যক্রমই ব্যক্তি বা সমাজের জন্য কখনও কল্যাণবহ হতে পারে না।

জীবন যাপনে বিনোদনের প্রয়োজন স্বীকার করেই এর মাত্রা বা সীমানা নির্দ্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন।শিশুদেরকে সুমানুষ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সর্বযুগের দাবী। এ দাবী পূরণ করার জন্যই শিশুরা যা দেখে খারাপ অনুপ্রেরণা পায় তা বর্জন করতেই হবে এবং মহৎ, প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা নির্দ্ধারণ করবেন কত বয়সে শিশুদেরকে বিচারে সোপর্দ করা যাবে। কীভাবে এদের সংশোধন করা যাবে। শিশুরা আমাদের 'বড়' সম্পদ। এ সম্পদকে 'শ্রেষ্ঠ' সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। এজন্য সুশিক্ষা ও সুপরিবেশের বিকল্প নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, মাঝে মধ্যে ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও দেখা যায় ছাত্রেরা স্কুলে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। এসব হত্যাকান্ড ছাত্রদের মাঝে সীমিত থাকে না শিক্ষক শিক্ষিকারাও এর শিকার হয়ে থাকে। (চলবে)

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ভেজ দুরূদ উস্ মুহসেন পার
তু দিন মেঁ সও সও বার।
পাক মুহাম্মদ মুস্তাফা নবীওঁ কা সর্দার ॥
ঐ অনুগ্রহশীলের ওপরে তুমি দুরূদ
পাঠাও শত শত বার।
পবিত্র মুহাম্মদ (সঃ) নবীদের সর্দার ॥

ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কি সত্য-ই ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন ?

একটি সমালোচনার পর্য্যালোচনা

(দ্বিতীয় অংশ)

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-যুদ্ধ সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিমত ও ভূমিকা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে-ই শেষ করছি। এবার আমরা ইসলামী জেহাদের সংজ্ঞা, জেহাদ বৈধ ও ফরয হইবার শর্তাবলী এবং ইংরেজদের ক্ষেত্রে ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (আঃ) কর্তৃক পালিত জেহাদ সম্পর্কিত ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আরবী 'জেহাদ' শব্দের অর্থ কঠোর সংগ্রাম বা কঠোর সংগ্রাম করা। ইসলামী পরিভাষায় জেহাদ অর্থ - আত্মার উন্নতি সাধন এবং নিজের মধ্যে ও অন্য সকল মানুষের মধ্যে ইসলাম কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর সংগ্রাম করা অথবা এতদুদ্দেশ্যে করণীয় কঠোর সংগ্রাম। ইসলাম কর্তৃক নির্দেশিত অস্ত্র-যুদ্ধ এক প্রকারের জেহাদ এস্থলে আমরা অস্ত্র-যুদ্ধ অর্থ প্রকাশক জেহাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জেহাদ বৈধ ও ফরয হইবার জন্য কুরআন-সুন্নাহ্ চারিটি শর্ত নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে।

(১) এইরূপ একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব – যে জাতি বা জনগোষ্ঠী মানুষকে তাহার ধর্ম বিশেষতঃ ইসলাম পালন ও প্রচার করিতে বাধা দেয় অথবা তাহার জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে।

(২) এইরূপ একটি আধ্যাত্মিক জাতি বা জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব - যে জাতি বা জনগোষ্ঠী মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন এবং মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অতি মূল্যবান মনে করে।

(৩) শেষোক্ত জাতি বা জনগোষ্ঠীর জন্য এইরূপ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা ও উহার নিকট মূল্যবান বিষয়। একজন আধ্যাত্মিক নেতার অস্তিত্ব – যাঁহার নেতৃত্বে সেই জাতি বা জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। (৪) শেষোক্ত আধ্যাত্মিক জাতি বা জনগোষ্ঠী প্রথমোক্ত জাতি বা জনগোষ্ঠীর সমতুল্য না হউক অন্ততঃ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য ও বৈষয়িক সমরোপকরণের অধিকারী রহিয়াছে।

উপরোক্ত চারিটি শর্ত বর্তমান থাকিলে একমাত্র সেই অবস্থায়-ই একমাত্র উপরোক্তরূপ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই প্রথমোক্ত জাতি বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শেষোক্ত জাতি বা জনগোষ্ঠী জেহাদ করিতে পারে এবং জেহাদ করা উহার প্রতি ফরয হইয়া যায়।

এবার আমরা ভারতীয় উপ-মহাদেশে ইংরেজ শাসন কায়েম হইবার পর ইংরেজগণ এদেশকে কী দিয়াছে এবং এদেশ হইতে কী লইয়া গিয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পারি। এই পর্য্যালোচনায় আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তৎকালে জেহাদ করা বৈধ ও ফরয হইয়াছিল কিনা-তাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিব।

ইংরেজগণ তাহাদের বিশ্ব-বিজয়ের যে পর্য্যায়ে ভারতবর্ষে তাহাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে, সে যুগটি ছিল ইউরোপের রেনেসাঁ-যুগের সূচনা-কাল। এ যুগে ইউরোপে চিন্তা-জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সব কিছুকে যুক্তির কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া দেখিবার যে জোয়ার ইউরোপে প্রবহমান ছিল, এদেশে উহার ঢেউ তখনও পৌছে নাই অথবা অতি সামান্য-ই পৌছিয়াছে। মধ্যযুগের পর-মত অসহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা ও বর্বরতা তখনও

এদেশের মানুষের মন-মগযকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছিল। ইংরেজ-শাসন এদেশে কায়েম হইবার সাথে সাথে খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারক পাদরীগণও এদেশে আসিয়া ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। ক্রমে ইউরোপের যুক্তিবাদিতার ঢেউ এদেশেও পৌছিতে থাকে। ফলে ধর্ম ক্ষেত্রেও চিন্তা-জগতে ইউরোপের ন্যায় তৎকালীন ভারতবর্ষেও বিপ্লব ঘটিতে আরম্ভ করে। কেহ বা পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করিয়া এবং কেহ বা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইয়া যায়। আবার কেহবা পৌত্তলিক ধর্মের বহু ঈশ্বরবাদ ও সাকার-পূজা বাদ দিয়া একেশ্বরবাদ ও নিরাকার-পূজার ভিত্তিতে নূতন ধর্ম মত প্রবর্তন করেন। কেহ বা আর্য ধর্ম নামে পৌত্তলিক ধর্মের একটি বিশেষ ধারাকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করে। মোট কথা – ভারতবর্ষ তৎকালে পৃথিবীর সকল প্রাচীন ধর্ম ও নব-প্রবর্তিত ধর্মের চর্চা-কেন্দ্র ও প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ প্রায় সারা পৃথিবীকে অধিকার করিয়া লইবার সুযোগে খৃষ্টান পাদরীগণ ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িলেও ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় মুসলমানগণ তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য-বস্তু ছিল। খৃষ্টান পাদরীগণ ধর্ম-প্রচারে সারা পৃথিবীতে বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম-প্রচারে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণ সহ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাওহীদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া ত্রিত্ববাদের ধর্ম গ্রহণ করতঃ খৃষ্টান হইয়া যায়। ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তখন নাস্তিকতাবাদও প্রসার লাভ করিতে থাকে। খৃষ্টান ধর্ম-যাজকগণ কর্তৃক গৃহীত সারা পৃথিবীকে খৃষ্টান বানাইয়া লইবার মহা পরিকল্পনা তখন সাফল্যের সহিত দ্রুত বাস্তবায়িত হইতে থাকে। পাদরীদের উক্ত ফেতনা ছিল প্রকৃতপক্ষে দাজ্জালী ফেতনা। উক্ত সর্বগ্রাসী দাজ্জালী ফেতনা হইতে শুধু মুসলমান জাতিকে নহে, বরং সমগ্র মানব জাতিকে এমনকি খৃষ্টান জাতিকেও মুক্ত করিয়া আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক নাযিলকৃত এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, গৌতম বুদ্ধ, মুহাম্মাদ (সঃ) প্রমুখ নবীগণ কর্তৃক প্রচারিত তাওহীদের ধর্ম ইস্লামের মধ্যে লইয়া আসা ছিল – সে সময়ের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কাজ। বিপুল সংখ্যক মুসলিম আলেম তখন খৃষ্টান হইয়া যাইতেছিল। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও উক্ত মহৎ ও অতি প্রয়োজনীয় কার্যে আগাইয়া আসে নাই। মুষ্টিমেয় অল্প সংখ্যক আলেম আগাইয়া আসিলেও ঐশী নির্দেশনার অভাবে তাহাদের পথ ছিল ভ্রান্ত এবং খৃষ্টান পাদরীদিগকে যুক্তিতে পরাজিত করিতে অসমর্থ।

ইস্লামের উক্ত মহা দুর্দিনে এবং সমগ্র মানব জাতির উপর সর্বগ্রাসী উক্ত দাজ্জালী ফেত্নার মহাশক্তিশালী ব্যাপক আক্রমণের যুগে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণস্থল ভারত-বর্ষে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (আঃ) আবির্ভূত হন। "তাহাদের আলেমগণ হইবে আকাশের নীচে অবস্থানকারী প্রাণীকুলের মধ্যে নিকৃষ্টতম প্রাণী।" রসূলে কারীম (সঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর যুগের আলেমগণ - অর্থাৎ অধিকাংশ আলেমগণ - মহাসত্যের মহা শত্রুরূপে ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত তৎপরতাকে গায়ের জোরে মিটাইয়া দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগে। তাহারা তাহাদের ভ্রান্ত ও মনগড়া বিধান অনুযায়ী ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে জীবনে মারিয়া ফেলিতেও চেষ্টা করে। যুক্তি দিয়া সাহস ও দৃঢ়তার সহিত দাজ্জালী ফেতনাকে মুকাবেলা করাকে আলেমগণ প্রয়োজনীয় মনে না করিলেও যে ইমাম মাহ্দী (আঃ) যুক্তি দিয়া সাহস ও দৃঢ়তার সহিত দাজ্জালী ফেতনাকে মুকাবেলা করিবার জন্য জান-মাল দিয়া লাগিয়া পড়েন, তাহারা তাহাকে জীবনে মারিয়া ফেলাকে ইস্লামের মহান খেদমত এবং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য মনে করিতে থাকে।

ইস্লামী বিধান এবং সহজবোধ্য যুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ ভ্রান্ত অথবা অভ্রান্ত - যে কোনও ধর্মমত পোষণ, পালন ও প্রচার করিবার অধিকার রাখে। মুস্লিম আলেমগণ যে সকল ধর্ম-বিশ্বাসকে ইস্লাম মনে করিতেন, শুধু সেই সকল ধর্ম-বিশ্বাস ছাড়া অন্য সকল ধর্ম-মত ও ধর্ম-বিশ্বাসের প্রচার গায়ের জোরে বন্ধ করিয়া দিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহারা আহ্মদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার অনুসারীদিগকে, খৃষ্টান পাদরীদিগকে, আর্য্যসমাজীদিগকে এবং অন্যান্য সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে - (একমাত্র আলেমগণের নিজস্ব সম্প্রদায় ব্যতীত) - বুদ্ধি-ভিত্তিক যুক্তির জোরে নহে, বরং পাশবিক শক্তির জোরে পরাজিত করিয়া ইস্লাম রক্ষা করিবার বর্বর তৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন। উক্তরূপ অবস্থায় সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোনও গোষ্ঠী বা জাতির শাসন ভারতবর্ষের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ছিল।

চিত্রের আরেকটি দিক রহিয়াছে। চিত্রের সে দিকটি অতি করুণ ও অতি ভয়াবহ। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীর ছিল শিখদের শাসনের অধীন। শিখ জাতি সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বিশেষতঃ তাহাদের শাসনের অধীন পাঞ্জাব ও কাশ্মীর হইতে ইস্লামকে এবং মুসলমানদিগকে গায়ের জোরে উৎখাত করিয়া দিবার কার্য্যকে তাহাদের মহান ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। শিখেরা মুসলমান নারীদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগকে দাসী বানাইত। শিখেরা মুসলমানদের মসজিদগুলিকে দখল করিয়া লইয়া উহাদিগকে আস্তাবল, নাট্যশালা, মন্দির ইত্যাদি বানাইয়াছিল। তাহারা মুসলমানদের জন্য নামায পড়া ও আযান দেওয়াকে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। কোনও মুসলমান উচ্চস্বরে আযান দিলে তাহাকে শিখদের হাতে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইত। শিখেরা তাহাদের রাজত্বে গরু জবাই করাকে মুসলমানদের জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। কেহ উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিলে তাহাকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দেওয়া হইত। মুসলমানকে মুসলমান হইবার অপরাধে হত্যা করা ছিল শিখদের কাছে পুণ্যের কাজ। মুসলমানদের রক্তে নিজেদের হস্তকে রঞ্জিত করা শিখদের নিকট হোলি খেলার ন্যায় আনন্দজনক খেলা ছিল। সমগ্র পাঞ্জাবে ও কাশ্মীরে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাহারা শিখদের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক তেমন কিছু করিতে পারিতেছিল না। কতক মুসলমান আহ্মদী মুসলমানদের মস্জিদে বোমা ফাটাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া, বিভিন্ন পন্থায়

তাহাদের উপর হামলা চালাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া, তাহাদিগকে কলেমা লিখিতে ও আযান দিতে বাধা দিয়া এবং বাধা না মানিলে তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া এবং তাহাদের মস্‌জিদ পোড়াইয়া দিয়া, গুড়াইয়া দিয়া ও দখল করিয়া লইয়া যেরূপে ইস্‌লাম কায়েম করিলাম বলিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে, শিখেরা সেইরূপে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর উপরোক্তরূপ পন্থায় এবং অনুরূপ অন্যান্য পন্থায় অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইয়া সম্রাট আওরঙ্গযেবের শাসনামলে শিখদের উপর চালিত হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ লইলাম বলিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। এইরূপ অবস্থায় মুসলমানগণ কোনও ত্রাণ কর্তার আগমন কামনা করিতেছিল। বস্তুতঃ তৎকালীন ভারতবর্ষের সকল ধর্মীয়-স্বাধীনতাকামী লোকদের জন্য এবং বিশেষতঃ ধর্মীয়-স্বাধীনতা-বঞ্চিত পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্য একটি ত্রাণকর্তা জাতির আবির্ভাব সর্বাধিক প্রয়োজনীয়, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক কাংক্ষিত বিষয় ছিল। (জনাব সাইফুল্লাহ্ ফারুকী কাসেমী সাহেব - শিখ জাতির ইতিহাস, পাঞ্জাবের ইতিহাস, কাশ্মীরের ইতিহাস এবং হযরত সায়্যিদ আহ্‌মাদ বেরেলুবী (রহঃ) ও হযরত ইস্‌মাঈল শহীদ (রহঃ)-এর জেহাদী আন্দোলন তথা তাঁহাদের শাহাদাত বরণের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। এ সকল ইতিহাস পাঠে জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব মুখে না হউক অন্ততঃ অন্তরে তৎকালীন ভারত বর্ষের বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্য একটি ত্রাণকর্তা জাতির আগমনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন বলিয়া আশা করি। ইস্‌লামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইস্‌লামী বিশ্বকোষে স্থানপ্রাপ্ত 'পাঞ্জাব' নিবন্ধ, 'কাশ্মীর' নিবন্ধ, 'সায়্যিদ আহ্‌মাদ বেরেলুবী' নিবন্ধ, 'ইস্‌মাঈল শহীদ' নিবন্ধ এবং 'বালাকোট' নিবন্ধ জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেবকে এতদ্‌সম্পর্কিত অনেক তথ্য সরবরাহ করিতে পারে। এক্ষেত্রে জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেবকে শুধু মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার গুরুত্বকে অনুধাবনকারী মনোবৃত্তির অধিকারী হইলে-ই চলিবে।)

ধর্মপরায়ণ মুসলমানগণ যালিম শিখদের বর্বর নির্য্যাতন হইতে মুক্তি লাভের জন্য নিশ্চয়-ই কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের সেই বহু-আকাংক্ষিত মুক্তির দিন আসে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল ইংরেজগণ শিখদিগকে পরাজিত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লয়। পাঞ্জাব অধিকার করিয়া তাহারা সর্বপ্রথম যে সকল কার্য্য সম্পাদন করে, উহাদের অন্যতম ছিল - সকল ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। ইংরেজরা মুসলমানদের জন্য উচ্চস্বরে অথবা নিম্নস্বরে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আযান দেওয়া, সালাত আদায় করা এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আচার-আচরণ পালন করা সর্বতঃ আইনসিদ্ধ ও অবারিত বলিয়া ঘোষণা করে। তাহারা শুধু ঘোষণা করিয়া দায়সারা জাতি ছিল না। তাহারা উক্ত ঘোষণাকে বাস্তবেও রূপায়িত করিল। মুসলমানগণ সকল প্রকারের ধর্মীয় কার্য্য সম্পাদন করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল। এই স্বাধীনতা কাহারা ছিনাইয়া লইয়াছিল ? এই স্বাধীনতা ইংরেজগণ নহে, বরং শিখগণ ছিনাইয়া লইয়াছিল। এই স্বাধীনতা কাহারা উদ্ধার করিয়া দিয়াছিল ? এই স্বাধীনতা ইংরেজগণ - শূকরখোর খৃষ্টান ইংরেজগণ - পাগড়ীধারী শ্মশ্রুমন্ডিত শিখদের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছিল। তাহারা কাহাদিগকে এই স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছিল ? তাহারা মুসলমানদিগকে ইহা আনিয়া দিয়াছিল। এই স্বাধীনতা কি তুচ্ছ অথবা স্বল্পমূল্য খেলনা-ঘড়ি ছিল ? না ; - এই স্বাধীনতা মানবাত্মার বিশেষতঃ মুস্‌লিম-আত্মার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ ছিল। ইংরেজদের উক্ত কার্য্যাবলী ছিল ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের পরের ঘটনা। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মুসলমানগণ মুক্তি লাভের আশায় শিখদের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে যথাশক্তি দ্বারা সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছিল। শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধে পাঞ্জাবের মুসলমানগণ সর্বশক্তি দিয়া শূকরখোর নাসারা ইংরেজদিগকে সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিল। পাঞ্জাবের অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামের বিখ্যাত জমিদার পরিবার ও অশ্বাদি বিপুল পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ ও বিপুল-সংখ্যক যোদ্ধা দিয়া শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদের এই ইংরেজপ্রীতি ও 'ইংরেজ-পদ-লেহন' কত-ই-না মহৎ কার্য্য ছিল ! ধন্য সেই 'পদলেহী' পরিবার আর ধন্য তাঁহাদের 'সেই ইংরেজ-পদ লেহন'। কত-ই-না সৌভাগ্যবান সেই 'পদলেহী' পরিবার এবং পাঞ্জাবের সকল 'ইংরেজ-তোষক' মুসলমানগণ! বস্তুতঃ তাঁহাদের 'ইংরেজ-পদ-লেহনের'কল্যাণে-ই তো পাঞ্জাবের মুসলমানগণ ধর্মীয় দিক দিয়া ধ্বংস হইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

ইংরেজগণ অকৃতজ্ঞ জাতি ছিল না। তাহারা পাঞ্জাবের উক্ত জমিদার পরিবারকে পরবর্তীকালে বিভিন্নরূপ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিয়াছিল। এই পৃষ্ঠপোষকতা শিখ-দমনে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল। জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেবকে বলি - আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজরা কোনও যাদুদন্ড লইয়া ভারতবর্ষে আসে নাই। তাহারা যাদুদন্ডের ছোঁয়ায় এক মুহূর্তে বা এক দিনে পাঞ্জাব হইতে শিখ-বর্বরতা দূর করিয়া দেয় নাই - দিতে পারে নাই। পাঞ্জাব হইতে শিখ-বর্বরতাকে সম্পূর্ণরূপে অথবা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে তাহাদিগকে সময় লইতে হইয়াছিল এবং স্থানীয় প্রভাবশালী মুসলমানদিগকে নানারূপ পৃষ্ঠপোষাকতা প্রদান করিতে হইয়াছিল। ইংরেজরা স্থানীয় মুসলমানদিগকে পৃষ্ঠ-পোষকতা প্রদান করিয়াছিল পাঞ্জাবে ইংরেজ-শাসন দৃঢ় করিবার প্রয়োজনে আর স্থানীয় মুসলমানগণ শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে সর্ব প্রকারের সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিল নিজেদের বাঁচিয়া থাকিবার এবং মুস্‌লিম হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার তীব্র প্রয়োজনে।

ইংরেজরা পাঞ্জাবের যে সকল প্রভাবশালী লোককে ও প্রভাবশালী পরিবারকে তাহাদের প্রয়োজনে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিয়াছিল এবং পাঞ্জাবের যে সকল লোক ও পরিবার নিজেদের তথা সমগ্র পাঞ্জাবের মুসলমানদের ধর্মীয় স্বার্থে ইংরেজদিগকে সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিল, সেই সকল লোক ও সেই সকল পরিবার যদি উপরোক্ত অর্থে নিজদিগকে 'ইংরেজগণ কর্তৃক রোপিত বৃক্ষ' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, তবে তাহারা উহা করিয়াছে ইস্‌লামের স্বার্থে এবং আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা অনুযায়ী। এস্থলে জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেবকে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী-র সেই বিখ্যাত কবিতাচরণদ্বয় স্মরণ করাইয়া দিলে আশা করি

তিনি আমার সত্য-ভাষণের অপরাধে আমার উপর ক্ষিপ্ত হইবেন না। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী তাঁহারা জগদ্বিখ্যাত মাছ্নাবী শরীফে বলেন ঃ

বাংলা উচ্চারণ ঃ কারে পাকাঁ রা কেয়াসায খোদ মাগীর।
গর চে মানাদ দর নাবেশ্তান শেরো শীর॥

বাংলা অনুবাদ ঃ "পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের (মহৎ) কার্যকে তুমি নিজ (গর্হিত) কার্যের সমতুল্য মনে করিও না। (কারণ) যদিও ফার্সী শের (=বাঘ) এবং ফারসী শীর (=দুধ) এতদুভয় শব্দ বানানে পরস্পর-অভিন্ন। (কিন্তু, উহাদের অর্থের মধ্যে রহিয়াছে বিরাট পার্থক্য। প্রথমোক্ত শব্দের অর্থ - ব্যাঘ্র এবং শেষোক্ত শব্দের অর্থ- দুগ্ধ।)"

জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব! ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন পশ্চিম-পাকিস্তানীগণ কর্তৃক বর্তমান বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা, নারী-ধর্ষণ,লুটপাট, জ্বালান-পোড়ান ইত্যাদি ধ্বংসযজ্ঞ সাধনে পাকিস্তানীদিগকে এদেশের রাজাকারগণ, (জামাতে ইস্লামী গঠিত) আল-বদর-সদস্যগণ ও (অন্যান্য আলেম-গঠিত) আশ্-শাম্স্ সদস্যগণও সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিল আর ১৮৪৯ খৃ. ও তৎপূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে ইংরেজগণ কর্তৃক শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে (কাদিয়ানের জমিদার পরিবারসহ) পাঞ্জাবের মুসলমানগণও ইংরেজদিগকে সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিল। উক্ত দুই যুদ্ধে সহযোগিতার সাদৃশ্য দেখিয়া যদি কেহ উভয়বিধ সহযোগিতাকে এক করিয়া ফেলে এবং উভয়কে হয় ইস্লাম ও মানবতার সেবা অথবা উভয়কে ইস্লাম ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া ফত্ওয়া প্রদান করে, তবে তাহার সেই ফত্ওয়া হইবে ফার্সী শের ও শীর শব্দদ্বয়ের বানানের মিল দেখিয়া শব্দদ্বয়কে পরস্পর-সমার্থক মনে করিবার ন্যায় ভ্রান্তি অথবা বোকামি।

বস্তুতঃ উপরোক্ত দুই সহযোগিতা 'সহযোগিতা' নামে অভিধেয় হইলেও উহাদের মধ্যে আগুন ও পানির পার্থক্য এবং শের ও শীর-এর পার্থক্য বর্তমান রহিয়াছে। কুঁড়েঘর পোড়াইতে আগুনের সহযোগিতা করা এবং কুড়েঘর রক্ষা করিতে পানির সহযোগিতা করা উভয়বিধ 'সহযোগিতা' অভিধায় অভিধেয় হইলেও প্রথমোক্ত সহযোগিতা হইতেছে ধ্বংসকারী সহযোগিতা এবং শেষোক্ত সহযোগিতা হইতেছে রক্ষাকারী সহযোগিতা। অনুরূপভাবে ফার্সী 'শের' শব্দ ও ফার্সী 'শীর' শব্দ-এতদুভয়ের বানানোর মধ্যে মিল থাকায় বাহ্যদর্শী ব্যক্তির নিকট উহারা পরস্পর-সমার্থক শব্দ বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত শব্দ যে বস্তুকে (বাঘকে) বুঝায়, উহা মানুষকে খায় আর শেষোক্ত শব্দ যে বস্তুকে (দুধকে) বুঝায়, উহাকে মানুষে খায়। জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব ! '৭১ সনে যাহারা এদেশে গণহত্যা চালানোর কার্যে পাকিস্তানীদিগকে সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিল, তাহাদের সেই সহযোগিতা প্রদান ছিল স্বাধিকার-আকাংক্ষী নিরীহ নিরপরাধ নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে অতি ব্যাপক সংখ্যায় হত্যা করিবার কার্যে সহযোগিতা প্রদান। পক্ষান্তরে, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ ও তৎপূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে যাঁহারা শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে ইংরেজদিগকে সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিলেন - তাঁহাদের সেই সহযোগিতা প্রদান ছিল - সকল প্রকারের ধর্মীয় অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণকারী ও মানুষের জানমালের লুণ্ঠনকারী মানুষ-হরণকারী একটি বর্বর জাতির নখর হইতে অধিকার-বঞ্চিত অন্য একটি জাতিকে মুক্ত করিবার যুদ্ধে অধিকার-বঞ্চিত জাতির সপক্ষে অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান। দুই সহ যোগিতা-ই ছিল সহযোগিতা; কিন্তু, দুই-এর মধ্যে দুই মেরু-র বৈপরীত্য বর্তমান ছিল। কবি-র কথায় বলা যায় ঃ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আব্রেশমরাফ হাম বাফেন্দাস্ত বূরিয়াবাফ হাম বাফেন্দাস্ত। বেবী তাফাউত আয কুজা তা কুজাস্ত॥

বাংলা অনুবাদ ঃ "রেশমী-বস্ত্র বয়নকারীও 'বয়নকারী' আর চাটাই বয়নকারীও 'বয়নকারী' কিন্তু, দেখো-দুই 'বয়নকারী'-এর মধ্যে কী বিশাল ব্যবধান বর্তমান রহিয়াছে।"

এস্থলে জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব সমীপে আমার কয়েকটি বিনীত নিবেদন রহিয়াছে ঃ

(ক) খৃষ্টীয় ঊনবিংশতম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিভক্ত পাঞ্জাবে সংঘটিত ইংরেজ-শিখ যুদ্ধে শিখদের মুসলমান ভূমি-দাস, শিখদের হুকা-সাজানো মুসলমান কর্মচারীগণ, শিখদের মুসলমান গাড়োয়ানগণ, শিখদের বোঝা-বহন-কার্যে নিয়োজিত মুসলমান মুটেগণ এবং শিখদের মুসলমান তল্পী-বাহক ও পাল্কী বাহকগণের মধ্য হইতে স্বল্পসংখ্যক মুসলমানকে বাদ দিলে সমগ্র পাঞ্জাবে আর যত মুসলমান বাকী থাকে - তাহাদের প্রায় সকলে-ই - কেহবা প্রত্যক্ষভাবে এবং কেহবা পরোক্ষভাবে - শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে কাদিয়ান গ্রামের মুসলমান জমিদার পরিবারের ইংরেজ-তোষণ ভূমিকার কারণে তাহাদের সম্বন্ধে আপনি যে রায় ও ফত্ওয়া দিবেন, তাহা যেন সমগ্র পাঞ্জাবের ইংরেজ তোষণ-কারী অন্য সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেও - যাহাদের হার ছিল পাঞ্জাবের মুস্লিম জনগণের শতকরা অন্ততঃ নব্বইজন - প্রযুক্ত হয়। জনাব সাইফুল্লাহ্ সাহেব যেন স্বীয় রায় ও ফত্ওয়া হইতে সেই সকল বেচারা মুসলমানকে বঞ্চিত না করেন। তৎকালীন পাঞ্জাবের প্রায় সকল মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য আপনার মূল্যবান রায় ও ফত্ওয়া দৈনিক সংগ্রামের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইলে কৃতার্থ হইব, (খ) পাঞ্জাবে সংঘটিত আলোচ্য ইংরেজ শিখ যুদ্ধে পাঞ্জাবের মুসলমানদের সম্মুখে কয়েকটি পথ খোলা ছিল ঃ (১) শিখদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, (২) ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। (৩) নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকিয়া ইংরেজ শিখ যুদ্ধ দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করা। উক্ত তিনটি পথের মধ্য হইতে কোন্ পথ অবলম্বন করা আপনার দৃষ্টিতে পাঞ্জাবের মুসলমানদের জন্য সমীচীন ছিল ? অথবা চতুর্থ কোনও পক্ষ কি তাহাদের সামনে খোলা ছিল ? থাকিলে সেই পথটি কী ? বিজ্ঞ সাইফুল্লাহ্ সাহেব! আপনার বিজ্ঞ পথ-নির্দেশনা জানিতে পারিব কি ? আগাম অভিনন্দন জানাইয়া রাখিতেছি। (চলবে)

মু. মায্হারুল-হক

একজন আহ্বানকারী !

হযরত ইমাম যা'ফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, একজন আহ্বানকারী আকাশ থেকে ডাক দিবেন যা এক যুবতী মেয়ে পর্দার মধ্যে থাকা অবস্থায়ও শুনবে আর প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের অধিবাসীরাও শুনবে (বিহারুল আনওয়ার ৫২তম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৫, মোল্লা মুহাম্মদ বাকের মজলিসি দারো এহ্ইয়াউল তুরাসিল আরাবী, বৈরুত)।

যুগ-খলীফার ইন্দোনেশিয়া সফর

ইন্দোনেশিয়ার জামাত নিজেদের নিষ্ঠায় সবচে' অগ্রগামী। ইন্দোনেশিয়ার আন্তরিকতা ও ভালবাসা নিজেদের ভিতরে সৃষ্টি করো আর তাদের মত হও।

পাকিস্তানের জামাতগুলো যে যুলুমের মোকাবেলা করছে তাদের কোন দৃষ্টান্ত বিশ্বের কোথাও পাওয়া যায় না। এসব কুরবানীর ইহাই প্রতিদান যে, সারা বিশ্বের জামাতগুলো সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার জামাতের সালানা জলসা থেকে আত্মিক প্রশান্তিপ্রদায়ক বক্তৃতাসমূহ, প্রশ্ন উত্তরের আসর, ইজতেমায়ী বয়াত, টিভি ইন্টারভিউ এবং হাজার হাজার ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎকারের ঈমানবর্ধক ও আত্মিক প্রশান্তিমূলক দৃশ্যাবলী

[আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য ও সমর্থনে এবং আশিসে ভরপুর হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের কতিপয় ঝলক। মোকাররম আব্দুল মাজেদ তাহের সাহেব, এডিশনাল ওকীলুত্ তবশীর কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অবলম্বনে আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ২১-৭-২০০০ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

(তৃতীয় কিস্তি)

জুন ২০ রোজ শুক্রবার ঃ

ভোর পৌনে পাঁচটার সময় হুযূর (আইঃ) নামায ফজর মার্কিতে পড়ান (জলসা গাহের জন্যে প্রস্তুতি করা হয়েছিলো) ১৭ হাজারের অধিক পুরুষ ও মহিলা নামায আদায় করেন।

❑ ... ১২টা বেজে ১০ মিনিটে হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। মোকার্‌রম কমর উদ্দীন সাহেব এর অনুবাদ করেন ইন্দোনেশিয়ান ভাষায়। এ খুতবা এম.টি.এ সাটেলাইট সংযোগের মাধ্যমে সারা বিশ্বে সরাসরি সম্প্রচার করে।

❑ ... বিকেল সাড়ে চারটার সময় সম্মিলিত সাক্ষাৎকার দেয়া হয়। চার হাজারেরও অধিক লোক হুযূর (আইঃ)-এর সাথে মোসাফাহার সৌভাগ্য লাভ করেন। ৮ হাজারেরও অধিক মহিলা হুযূর (আইঃ)-কে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন। মহিলাদের সাথে প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনাও চলে। হুযূর (আইঃ) ২ হাজারের অধিক শিশুকে চকোলেট উপহার দেন। শিশুদের আদরও করেন। সোয়া ৬টার সময় নামায মাগরিব ও ইশা জমা করে আদায় করা হয়। রাতের অবস্থান ছিলো পারুঙ্গে।

❑ ... এদিন বিকেল সাড়ে চারটার সময় থেকে শুরু করে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। হুযূর (আইঃ) পরের দিন মহিলাদের এক প্রোগ্রামে এর উল্লেখও করেন যে কীভাবে খোদাতাআলা দোয়া শুনেন ও মু'জিযা দেখান।

জুলাই ১ রোজ শনিবার ঃ

পৌনে পাঁচটায় ফজরের নামায আদায় করেন। উপস্থিতি ছিলো ১৭ হাজার।

❑ ... সকাল পৌনে দশটায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সাথে হুযূর (আইঃ) সাক্ষাৎকার দেন। এতে অষ্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ব্রুনাই, থাইল্যান্ড, জার্মানী, আমেরিকা , ইউ,কে, হংকং এবং সৌদী আরবের প্রতিনিধিরা ছিলেন।

❑ ... এগারটার সময় হুযূর (আইঃ) লাজনার মার্কিতে গিয়ে মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। পৌনে একটার সময় হুযূর (আইঃ) যুহর ও আসরের নামায পড়ান।

❑ ... বিকেল ৪টার সময় বালক-বালিকাদের সাথে একটি প্রোগ্রাম ছিলো। এতে ২ হাজারের বেশী বালক-বালিকা ছিলো। যখন হুযূর (আইঃ) মার্কিতে যান তখন সকলে একত্রে গীত গেয়ে হুযূর (আইঃ)-কে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন। ইহা খুবই ঈমানবর্ধক দৃশ্য ছিলো। কতক বালক-বালিকা হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর নযমগুলো পাঠ করে। পাঁচটার সময় ইহা শেষ হয়।

❑ ... ৫টা ২০ মিঃ-এর সময় হুযূর (আইঃ) মুরব্বী, মুয়াল্লিম ও তাঁদের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎকার দেন।

❑ ... ৬.৫০ মিঃ সময় হুযূর (আইঃ) মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেন। এর পরে অ-আহমদীদের সাথে প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা হয়। সাড়ে আটটায় এ সভা শেষ হয়।

[সকাল পৌনে দশটা থেকে এগারটা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে SULAWESI দ্বীপের চিফ অব BONE হুযূর (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। দু'হাজার কিঃমিঃ পথ সফর করে তিনি হুযূর (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এ চিফ হুযূর (আইঃ)-এর সাথে ছবি নেন এবং তাঁর প্রাসাদে রাখার কথা বলেন]

জুলাই ২ রোজ রবিবার ঃ

আজ ছিলো জলসা সালানার শেষ দিন। ৪.৪০ মিঃ ফজরের নামায আদায় করা হয়। ১৬ হাজারেরও অধিক লোক উপস্থিত ছিলো।

❑ ... সকাল ৯টার সময় হুযূর (আইঃ) লাজনার একটি প্রোগ্রামে অংশ নেন। একজন সদস্যা হুযূর (আইঃ)-এর নযম **ওয়াক্‌ত কম হ্যা বহুত হ্যা কাম চলো** পাঠ করে শুনান। ১০টা.১০ মিঃ পর্যন্ত এ প্রোগ্রাম চলছিলো।

❑ ... সকালের অধিবেশনে প্রফেসর দোয়াম সাহেব ভাষণ দেন (এঁর নাম ইতঃপূর্বে রিপোর্টে এসেছে)।

❑ ... সোয়া দশটায় বয়াত অনুষ্ঠান হয়। ১৭৪৫ জন এ অনুষ্ঠানে বয়াত করেন। হুযূর (আইঃ) ইন্দোনেশিয়া সফরকালীন এই তৃতীয় বয়াত অনুষ্ঠান। হুযূর (আইঃ)-এর পবিত্র হাতে চিফ অব বোনে (BONE) হাত রাখেন। তিনি একদিন পূর্বে হুযূর (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, তিনি হুযূর (আইঃ)-এর চেহারা দেখেই বয়াত করছেন এবং আহমদীয়তে প্রবেশ করছেন। হুযূর (আইঃ) আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর এলাকার সকলেই তাঁর মাধ্যমে বয়াত হবে।

❑ ... ১০টা ৩৫ মিঃ ইন্দোনেশিয়া জামাতের জলসা সালানার সমাপ্তি অধিবেশনের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পরে হুযূর (আইঃ) সমাপ্তি ভাষণ দেন। মোকাররম কমর উদ্দীন সাহেব এর অনুবাদ করেন। ভাষণ শেষ করার পূর্বে হুযূর (আঃ) বলেন, আমি ইন্দোনেশিয়ার জামাতে যে ভালবাসা ও আন্তরিকতা দেখেছি তা অন্য কোন খানে দেখি নি। ছোট বড় সকলের চক্ষ থেকে পানি বইতে ছিলো।

হুযূর (আইঃ) বলেন, যারা বাইরে থেকে এসেছেন তারা যেন এ বাণী স্মরণ রাখেন এবং ফিরে গিয়ে নিজেদের দেশে এ বাণী দেন যে, **ইন্দোনেশিয়া নিজের হৃদয়ে যে প্রেম ও নিষ্ঠা সৃষ্টি করেছে তোমরাও তা করো।**

তিনি বলেন; আপনারা নিরাপদে ফিরে যান। সফরে খোদাতাআলা আপনাদের সহায়তাকারী

হোন। আপনাদের পক্ষ থেকে যেন কোন দুঃখ-কষ্টের খবরা আমার নিকট না আসে। আমার জন্যেও দোয়া করুন। এখনও কতিপয় এলাকা সফর করতে হবে। খোদাতাআলা সর্বাবস্থায় আমাকে 'সুলতানে নাসীর' (পরম সহায়তাকারী শক্তি) দান করুন। পাকিস্তানের শহীদান ও আসীরানে রাহে মাওলার কথা কখনও দোয়াতে ভুলবেন না।

তিনি বলেন, ইন্দোনেশিয়ায়ও শহীদ হয়েছেন। পাকিস্তানে যুলুম-অত্যাচার চলছে কিন্তু আহমদীয়তের গতি তারা রুদ্ধ করতে পারছে না খোদাতাআলা তাদের সঙ্গে রয়েছেন। **রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দাই যহাদায়তানা** ... শেষ পর্যন্ত-দোয়াটি বেশী বেশী পাঠ করুন। এর পরে হুযূর (আইঃ) দোয়া করান।

❑ ... একটার সময় যুহর ও আসরের নামায পড়ান হুযূর (আইঃ)।

❑ .., বিকেল চারটার সময় দু'টি টি,ভি প্রতিনিধিদের সাথে হুযূর (আইঃ) পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষৎকার দেন। ইহা ১৫ থেকে ২০ মিঃ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো।

❑ ... এরপর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত পারিবারিক সাক্ষাৎকার দেন। এরপর তিনি মেয়েদের দিকে গিয়ে তাদের দর্শন দেন। বালক-বালিকাদের মধ্যে চকোলেট বিতরণ করেন। সাড়ে ছয়টার সময় মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেন।

❑ ... রাত আটটার সময় পারঙ্গ থেকে রওয়ানা দিয়ে ৯.৩০ মিঃ জাকার্তা পৌছান। রাত্রে সেখানে থাকেন।

জুলাই ৩ রোজ সোমবার ঃ

ভোর পাঁচটায় সময় জাকার্তার সেন্ট্রাল মসজিদ আল্ হেদায়াতে ফজরের নামায পড়েন। সাড়ে ১২টায় জাকার্তার এয়ার পোর্ট. Sukarno Hatta Airport এর পথে রওয়ানা দেন। ১.৪০ মিঃ Guruda Indonesian Airline -এর মাধ্যমে Padang (সুমাত্রা) রওয়ানা দেন। ১.৪০মিঃ চলার পরে বিমান পাডাঙ্গ-এর Tabing Airport-এ পৌছে। এয়ারপোর্টে জামাতের প্রেসিডেন্ট মুবাল্লিগগণ ও জামাতের বন্ধুগণ হুযূর (আইঃ)-কে সম্বর্ধনা দান করেন।

❑ ... সাড়ে চারটার সময় হুযূর পাডাঙ্গ-এর মসজিদে মুবারকে যুহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান।

❑ ... নামাযের পরে হুযূর (আইঃ) দেড় হাজারেরও বেশী লোকের সাথে করমর্দন করেন। তারা হুযূর (আইঃ)-এর হাতে চুমু খান এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পরে হুযূর (আইঃ) মেয়েদেরকে দর্শন দেন। শিশুদেরকে তিনি আদর করেন। সাড়ে ছয়টার সময় হুযূর (আইঃ) মাগরিব ও ইশার নামায জমা করে পড়ার পরে রাত্র ৯টা পর্যন্ত মজলিসে ইরফান চলে। রাত্রে পাডাঙ্গে তিনি অবস্থান করেন।

জুলাই ৪ রোজ মঙ্গলবার ঃ

হুযূর (আইঃ) ভোর ৫.৫ মিঃ পাডাঙ্গ মসজিদ মুবারকে ফজরের নামায আদায় করেন। এর পরে হুযূর (আইঃ) হযরত মৌলবী রহমত আলী (মরহুম) সাহেব যেখানে বসবাস-করতেন সেখানে যান, যেখানে এক নিদর্শন স্বরূপ আগুন থেকে তাঁর ঘর রক্ষা পেয়েছিলো। সেখানে এখন মার্কেট নির্মিত হয়েছে। হুযূর (আইঃ) এখানে বিগলিত চিত্তে ইজতেমায়ী দোয়া করেন। দোয়ার পূর্বের আগুন লাগার বিস্তারিত ঘটনা অবহিত হন।

❑ ... সকাল পৌনে আটটার সময় হুযূর (আইঃ) পশ্চিম সুমাত্রার ভাইস গভর্ণরের সাথে সাক্ষাতের জন্যে গভর্ণর হাউসে যান। সাক্ষাৎকার ছিলো ১৫ মিনিট।

❑ ... সাড়ে ১১টার সময় হুযূর (আইঃ) মসজিদে মুবারকে ফিরে যান। সেখানে ওয়াকফে নও শিশুদের সাথে একটি মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

❑ ... এর পরে ইজতেমায়ী বয়াত অনুষ্ঠানে ৬০ জন বয়াত করেন। নামায যুহর ও আসর পড়ে সেখান থেকে রওয়ানা দেন।

সন্ধ্যা ৬টার সময় হুযূর (আইঃ) মসজিদ মুবারকে ফিরে আসেন। সকলের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার পরে হুযূর (আইঃ) মোকাররম সুফলী যাফর আহমদ, মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্-এর পুত্রের বিয়ের এলান করেন। নামায মাগরিব ও ইশা জমা করে আদায় করা হয়।

❑ ... রাত পৌনে আটটা থেকে রাত্র দশটা পর্যন্ত Senoda Hotel -এর বুদ্ধিজীবী মহলের সাথে একটি মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তরের আলোচনা হয়। এ অনুষ্ঠানের ক্যাসেট হুযূর (আইঃ) সবাইকে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দেন। রাত্রে পাডাঙ্গ-এ অবস্থান করেন।

জুলাই ৫ রোজ বুধবার ঃ

সকাল ৫.০৫ মিঃ-এর সময় ফজরের নামায পাডাঙ্গ-এর মসজিদে মুবারকে আদায় করেন।

❑ ... সকাল পৌনে নয়টার সময় ঘর থেকে পাডাঙ্গ-এর বিমান বন্দর Tabing -এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। এর পূর্বে সকলের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন ও আতিথেয়তার শোকরিয়া আদায় করেন। ৯টায় এয়ারপোর্টে পৌছেন।

❑ ... ৯.২০মিঃ বিমান জাকার্তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং ১১টায় জার্কাতায় পৌছেন এবং অবস্থানস্থলে গমন করেন।

❑ ... তিনটার সময় নামায যুহর ও আসর আদায় করেন। হুযূর (আইঃ) মসজিদুল হেদায়াতে যান। নামায আদায়ের পর হুযূর (আইঃ) মোকাররম শরীফ লিউবাস সাহেব প্রাক্তন আমীর, ইন্দোনেশিয়া-এর বাড়ীতে যান। তার বাড়ী জাকার্তা থেকে ৩০ কিঃ মিঃ দূরে। হুযূর (আইঃ) তাঁর বাড়ীতে ২০ মিনিট অবস্থান করেন এবং জাকার্তায়া ফিরে এসে রাত্রে সেখানে অবস্থান করেন।

জুলাই ৬ বৃহস্পতিবার ঃ

সকাল ৯.১০ মিঃ, Sari Pan Pacific Jakarta হোটেলের দিকে রওয়ানা দেন। ৯.৫০ মিঃ হোটেলে পৌছেন। সেখানে প্রফেসর দোয়াম ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হুযূর (আইঃ)-কে স্বাগত জানান।

❑ ... সাড়ে ৯টার সময় সভা যথারীতি শুরু হয়। প্রফেসর দোয়াম সাহেব হুযূর (আইঃ)-কে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁর বক্তৃতার পটভূমি বলে দেন।

এর পরে হুযূর (আইঃ) Homeopathy - বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতার পরে প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা হয়। শ্রোতাদের মধ্যে ডাক্তার, প্রফেসর, ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। সোয়া ১২টায় প্রোগ্রাম সমাপ্ত হয়। হোটেলেই উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে Lunch এর আয়োজন করা হয়। প্রফেসর দোয়াম্ হুযূর (আইঃ)-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। হুযূর (আইঃ)ও জবাবে প্রফেসর দোয়াম-এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি (আইঃ) বলেন, আমি সারা বিশ্বের জামাতের পক্ষ থেকেও বিশ্ব জামাতের পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আপনি এক অসম্ভব বিষয়কে সম্ভব করে দেখিয়েছেন যে, আজ আমি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত আছি। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনার শোকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ্তাআলা আপনাকে অশেষ কল্যাণে ভূষিত করুন। আল্লাহ্ আপনার সাথী হোন।

❑ ... মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে অবস্থানস্থলে যান এবং বেলা ৩টার সময় মসজিদ আল্ হিদায়াতে এসে যুহর ও আসরের নামায পড়েন।

❑ ... সাড়ে ছয়টার সময় হুযূর (আইঃ) মাগরিব ও ইশার নামায জমা করে পড়েন এবং লোকদের সাথে সাক্ষাৎকার দেন। রাত্রে তিনি জাকার্তায়ই অবস্থান করেন। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

(মে ১-৩১, ২০০০)

যমযমের পানি

৫ই মে সম্প্রচারিত (২৮শে এপ্রিল ধারণকৃত) মজলিসে ইরফান-এ যমযমের পানি সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, বর্তমানে সৌদী সরকার অন্য উৎস থেকে যমযমের কূপে পানি ঢেলে তা বন্টনের ব্যবস্থা করেছে। এর আদি উৎসমুখ পূর্বেই বন্ধ হয়ে গেছে।

হুযূর (আইঃ)-এর নিকট লেখা পত্র কীভাবে পড়া হয়

৮ই মে সম্প্রচারিত (৩০শে এপ্রিল ধারণকৃত) লাজনা নবীনা সদস্যাদের সাথে এক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে এবং অনুরূপ পরবর্তী আরো দু'একটি অনুষ্ঠানে হুযূর (আইঃ)-এর কাছে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়তের প্রসারের ফলে চিঠিপত্রের সংখ্যার যে বৃদ্ধি তার পরও কীভাবে এত চিঠি (আইঃ) পড়েন তা জানতে চাওয়া হয়। হুযূর (আইঃ) বলেন, এর জন্য পূর্ব থেকে যে ব্যবস্থা আছে তা হ'ল, চিঠিগুলোর সারাংশ তৈরি করার জন্য দক্ষ কর্মীদল রয়েছেন। তাঁরা চিঠিগুলোর সারাংশ তৈরি করে তালিকা আকারে পেশ করেন। চিঠির মূল বিষয় উল্লেখ থাকে। এছাড়া অন্য বিষয় থাকলে তা-ও উল্লেখ থাকে। যেমন অমুক পরীক্ষার জন্য দোয়া চেয়েছেন এবং পাশাপাশি বাবা-মায়ের জন্যও দোয়া চেয়েছেন।

সাথে সাথে পত্র লেখক / লেখিকার কাম্য বিষয়ে হুযূর (আইঃ) দোয়া করেন। এরপর রাতে তাহাজ্জুদে সাধারণভাবে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জন্য দোয়া করা হয় যেমন, অসুস্থ, পরীক্ষার্থী, আর্থিক সংকটে নিমজ্জিত ব্যক্তি ... ইত্যাদি। আর সারাংশের সাথে মূল পত্রও প্রস্তুত রাখা হয়। কখনো হুযূর (আইঃ) সারাংশ পড়ে মূল চিঠি দেখতে চান তখনই তা পেশ করা হয়। কখনো এমনও হয় যে, কোন ব্যক্তি এরূপ অনুরোধ করেন যে, আমার চিঠি যেন হুযূর (আইঃ) অবশ্যই পুরোটা পড়েন। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তাদের চিঠিতে সারাংশের বাইরে কিছু থাকে না।

হুযূর (আইঃ) আরো বলেন যে, কাজ যত বাড়বে, আল্লাহ্‌তাআলাও তত নতুন ব্যবস্থা প্রচলিত করবেন। ফলে এ কাজ কখনো সাধ্যাতীত হবে না।

ইন্টারনেট

৯ই মে সম্প্রচারিত (২রা মে ধারণকৃত) বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে হুযূর (আইঃ) ইন্টারনেট সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে এর খারাপ দিকগুলো তুলে ধরেন। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, এটি আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাপী পর্যবেক্ষণ (Monitoring) ব্যবস্থা। এতে গোয়েন্দা সংস্থা (Secret agency) গুলোরও হাত আছে। এজন্য এর মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান হুযূর (আইঃ) পসন্দ করেন না। আর এর মাধ্যমে অশ্লীলতা ব্যাপকভাবে ছড়াচ্ছে। একেবারে অবাধ হয়ে গেছে এসব নোংরামী।

কেউ গয়ের আহমদী বিয়ে করলে করণীয়

এ অনুষ্ঠানেই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, কোন আহমদী যদি গয়ের আহমদী বিয়ে করতে উদ্যত হয় তখন অন্যান্যদের কী করা উচিত। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, তাকে এর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত। বিশেষতঃ এর ফলে সন্তানদের মাঝে ইসলাম থেকে যে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে সেই বাস্তব বিষয়গুলো তাগিদ- পূর্ণভাবে তাঁকে বুঝানো দরকার।

সঞ্চয় করা উচিত কিনা

১৬ই মে সম্প্রচারিত (৯ই মে ধারণকৃত) বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করা হয় যে, রসূলুল্লাহ- - (সঃ) কপর্দকহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ধন-সম্পদ আহরণ নিষিদ্ধ না হলেও, সঞ্চয়ের বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা কী ? হুযূর (আইঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন। কিন্তু, এটি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। বরং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) স্বয়ং এ তাগিদ দিয়েছেন যেন সন্তানদেরকে এমন অবস্থায় মানুষ রেখে যায় যে, পিতার মৃত্যুর পর তাদেরকে কারো কাছে হাত পাততে না হয়।

বিবর্তনের ধারাবাহিকতা

একই অনুষ্ঠানে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় এ বিষয়ে যে, বিবর্তনের প্রক্রিয়া তার চূড়ান্ত গন্তব্যে কি পৌঁছে গেছে নাকি বিবর্তন এখনো চলছে। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, দৈহিক বিবর্তন এখনো হচ্ছে কিনা তা বলা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে Premature. তবে আধ্যাত্মিক বিবর্তন চলছে। আর এর ভবিষ্যৎ আহমদীয়তের ক্রমোন্নতির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

দাঁড়ী রাখা

১৯শে মে সম্প্রচারিত (১২ই মে ধারণকৃত) মজলিসে ইরফানে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, তার কোম্পানী তাকে দাড়ী রাখতে দিতে নারাজ, এমতাবস্থায় তার কী করা উচিত ? হুযূর (আইঃ) বলেন, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তারা নিয়ম করেছেন, আপনি দাঁড়ী রাখতে চান এটাতো তাদের বিবেচনার বিষয় না। আপনি তাদের জানিয়ে দিন যে, এরূপ হলে চাকুরী করা সম্ভব নয়। ইনশাল্লাহ আল্লাহ্‌তাআলা অন্যত্র উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করে দিবেন।

এ যুগের প্লেগ

২৩শে মে সম্প্রচারিত (১৬ই মে ধারণকৃত) বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বর্তমানের এইডস্ (AIDS) রোগকেও প্লেগ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বলে উল্লেখ করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, ভবিষ্যদ্বাণীতে একে যৌন নির্লজ্জতার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আর মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও "ইউরোপ ও অন্যান্য খ্রীষ্টান দেশে এক প্রকার প্লেগের ..." এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এইডস এর লক্ষণাবলীও প্লেগের সাথে মিল রাখে।

খেলাফতের ভবিষ্যৎ

একই অনুষ্ঠানে খেলাফত নিয়ে বিভেদ ও গোলযোগ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, গোলাযোগ হবেই–অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। কিন্তু এসবের উপর খেলাফতের প্রাধান্য থাকবে ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে এক হাজার বছর পর্যন্ত "সালেহ খেলাফত থাকবে।" তারপর অবক্ষয় শুরু হবে।

'গালাবাতির রিজাল' এর অর্থ

হাদীসে "গালাবাতির রিজাল" (মানুষের বিজয়) থেকে আশ্রয় চেয়ে যে দোয়া করা হয়েছে, যে সম্পর্কে এ অনুষ্ঠানেই প্রশ্ন করা হলে, হুযূর (আইঃ) বলেন, এর এক অর্থ কমিউনিজম। আরেক অর্থ গণতন্ত্রও হতে পারে যা বাস্তবে জনগণের ক্ষমতার নামে এক ধোঁকা। কুরআনে 'আন্‌নাম' বলা হয়েছে আর হাদীসে 'আর রিজাল'। এর মধ্যে সাহসিকতা ও বীরত্বের অর্থও রয়েছে। তাই বোধ হয় কমিউনিজমের কথাই বলা হয়েছে।

এক তৃতীয়াংশের অধিক কুরবানী

ইসলামে মালী কুরবানীর সর্বোচ্চ সীমা নিজ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ (১/৩ অংশ)-তে বেঁধে দেয়া হয়েছে। তারপরও হযরত আবূ বকর (রাঃ) একবার তাঁর সমস্ত সম্পদ এবং উমর (রাঃ) তাঁর অর্ধেক সম্পদ কুরবানী করেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানেই এর ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ করা হলে, হুযূর (আইঃ) বলেন, বিশেষ অবস্থায়,

যেমন যুদ্ধের সময়, বিশেষত্ব যেখানে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন সেখানে এর অনুমতি আছে। এমনকি একবার যখন খাদ্য ঘাটতি দেখা গিয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নির্দেশ দেন যার কাছে যা খাদ্য আছে তার ১/৩ অংশ না বরং সম্পূর্ণটাই যেন জমা দেয়া হয়। সমস্ত খাদ্য জমা হলে, তা ধনী-গরীব সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেয়া হয়।

আংটিতে পাথর

এ অনুষ্ঠানে আংটিতে কোন পাথর (ভাগ্য পরিবর্তন ইত্যাদির জন্য) পড়া উচিত কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, না, বরং "আলায়সাল্লাহ্ বেকাফিন আব্দাহু" [আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন] খচিত আংটি পরা উচিত। দু'টোর অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। পাথর পরে ভাগ্য পরিবর্তনের আশা করা হ'ল তৌহীদ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য কিছুর উপর ভরসা করা। আর "আলায়সাল্লাহু ..." তো একথারই ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ্ই যথেষ্ট, অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।

আহমদীদের সাথে আসহাবে কাহ্ফের সাদৃশ্য

এ অনুষ্ঠানে আরেকটি প্রশ্ন ছিল আহমদীদের সাথে আসহাবে কাহ্ফের সাদৃশ্য সম্পর্কে। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। 'আসহাবে কাহ্ফে ওয়ার রাকীম' দ্বারা সেই জাতিকে বুঝানো হয়েছে যারা অত্যাচারিত হয়ে গুহায় আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেও ধর্মের খেদমতে লেখনীর কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। আহমদী মুসলমানেরাও অত্যাচারিত অবস্থায় বিতাড়িত হয়েও কলমের জেহাদ থেকে বিরত হয় না।

মধ্যরাতে নামায

২৬শে মে সম্প্রচারিত (১৯শে মে ধারণকৃত) মজলিসে ইরফান-এ প্রশ্ন করা হয়। মধ্যদিবসের ন্যায় ঠিক মধ্য রাতেও নামায নিষিদ্ধ কিনা। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, না, নিষিদ্ধ নয়।

জেনেটিক রূপান্তর ও ক্লোনিং

এ অনুষ্ঠানেই জেনেটিক রূপান্তর (Genetic modification) বৈধ কিনা জানতে চাওয়া হলে, হুযূর (আইঃ) বলেন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে হলে নিষিদ্ধ। যেমন সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে নতুন প্রাণী তৈরির চেষ্টা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি বা জন্মগত ত্রুটি সংশোধনের জন্য জেনেটিক রূপান্তর নিষিদ্ধ নয়।

একই অনুষ্ঠানে এর সম্পর্কে এক প্রশ্নে একজন জানতে চান, ক্লোনিং মানুষের ধ্বংসের কারণ হতে পারে কিনা। হুযূর (আইঃ) বলেন, হ্যাঁ, হতে পারে।

বিভিন্ন নামাযে রাকাআত সংখ্যার ভিন্নতা

বিভিন্ন নামাযের রাকাআত সংখ্যা ভিন্ন কেন এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, বৈচিত্র্যের জন্য এরূপ করা হয়েছে।

মেধা বৃদ্ধির উপায়

মেধা বাড়ানোর জন্য কী উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে, এ প্রশ্ন করা হলে হুযূর (আইঃ) বলেন, এর জন্য একটি উপায় হ'ল, বাল্যকালে কুরআন হিফ্য করা।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ক্রমোন্নতি

এ অনুষ্ঠানেই এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, সবাই কি এক সময় মুসলমান হবেন। হুযূর (আইঃ) সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, কাজ চলছে। আল্লাহ্তাআলা জামাতের চেষ্টাকে কবুল করছেন। মৌলবীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, এমনকি পাকিস্তানেও আমাদের উন্নতিই হচ্ছে। ইনশাল্লাহ্ এ-ও অসম্ভব নয় যে, এ শতাব্দী শেষ হতে বিশ্বের উপর আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

গয়ের আহমদীদের দোয়ার কবুলিয়ত

আরেকটি প্রশ্ন এ অনুষ্ঠানেই এ ছিল যে, কেউ আহমদী না হলে তার দোয়া কবুল হতে পারে কিনা ? হুযূর (আইঃ) বলেন, হ্যাঁ, হতে পারে এবং হয়েও থাকে; আর অনেকেতো দোয়ার কবুলিয়তের ফলে হেদায়াত লাভ করে আহমদীয়তে প্রবেশ করেন।

সহীহ্ হাদীসের সত্যতা

এ অনুষ্ঠানের আরেকটি প্রশ্ন এ ছিল যে, সহীহ্ হাদীস গ্রন্থগুলির সকল হাদীসই কি সহী ? হুযূর (আইঃ) বলেন, এ নিয়ে আহলে হাদীস উলামার সাথে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অনেক বিতর্ক হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'সহীহ্ হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে যেন ভুল না হয়, কোন মিথ্যাবাদী রাবীর বর্ণনা যেন না আসে, তদুপরি এমন কিছু হাদীস আছে যেগুলো বিবেকবিরোধী। এগুলোর অর্থই বলে দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) -এর কথা এরূপ হতে পারে না।

মোহরানা পরিশোধে বিলম্বের ক্ষেত্রে হিসাবের পদ্ধতি

মোহরানা যদি কেউ ১৫/২০ বছর পরে দেন তখন জিনিসপত্রের মূল্যমান (Value) হিসাব করে সেই অনুপাতে বেশি দিতে হবে কিনা, এ অনুষ্ঠানে এটিও জানতে চাওয়া হয়। হুযূর (আইঃ) বলেন, মোহরানা প্রথমেই দেয়া উচিত। তবে যদি স্ত্রীও না চান, স্বামীও না দেন তাহলে মূল্যমান (Value) তো কমবেই। তাই বলে মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) হিসাব করে মোহরানার অঙ্ক বাড়ানো যাবে না।

কর্যা হাসানা

'কর্যা হাসানা' (উত্তম ঋণ) কি এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) এ অনুষ্ঠানে বলেন, এর এক অথ আল্লাহ্র পথে খরচ আরেক অর্থ বিনা শতে এবং বিনা সুদে ঋণ। তবে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুন্নত ছিল, ঋণ ফেরত দেয়ার সময় কিছু বেশি দেয়া।

সংকলন ঃ **আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক**

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

ছোটদের পাতা

মিনহাজুত্তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(১৬তম কিস্তি)

১৯। শিশুকে সর্বপ্রকার নেশা থেকে যেন মুক্ত রাখা হয়। নেশা দ্বারা শিশুদের স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে যায়। এতে মিথ্যা বলার প্রবণতাও সৃষ্টি হয়ে যায়। নেশাখোর না বুঝে শুনে অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়ালের এক আত্মীয় ছিলেন। একবার সে একটি ছেলেকে নিয়ে এসে বল্লো, এ ছেলেটিকে নিজের মত করে গড়ে নিবো। সে নেশা প্রভৃতি পান করতো আর ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতো না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) তাকে বল্লেন, তুমি তো নিজেই খারাপ। তাকে কেন খারাপ করছো। কিন্তু সে বিরত থাকলো না। সুযোগমত তিনি (রাঃ) ঐ ছেলেটিকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তাকে বুঝালেন যে, তোমার বুদ্ধির কি মৃত্যু ঘটেছে। তার সাথে চলাফেরা করো কেন ? কোন কাজ শিখো। তার বুঝানোর পরে ঐ ছেলেটি তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলো। কিছু দিন পরে সে আর একটি ছেলেকে নিয়ে আসলো। এসে হযরত খলীফাতুল আওওয়ালকে বলতে লাগলো, এখন যদি তাকে খারাপ করতে পারেন তাহলে জানবো আপনি একজন সুদক্ষ লোক। তার নিকট খারাপ করার অর্থ ছিলো তার কবল থেকে মুক্ত করে দেয়া। হযরত খলীফা আওওয়াল (রাঃ) ... ঐ ছেলেটিকে খুব বুঝালেন এবং বল্লেন, আমার নিকট থেকে টাকা নাও এবং কোন কাজ করো। কিন্তু সে মানলো না। পরিশেষে ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো। তাকে তুমি কী করেছো ? তখন সে বলতে লাগলো। তাকে আমি নেশা পান করাতাম। আর এ কারণে তার মধ্যে সাহসই হ'ত না, সে আমার অনুসরণ পরিত্যাগ করে। মোটকথা নেশা মানুষকে স্বাধীনভাবে সম্মুখে চলার শক্তিকে ধ্বংস করে ফেলে।

মিথ্যা সবচে' মারাত্মক ব্যাধি। কেননা এথেকে উৎপন্ন ফসল খুবই সূক্ষ্ম। শিশুকে এ ব্যাধি থেকে বিশেষভাবে রক্ষা করা দরকার। এমন কতক উপকরণ রয়েছে যে, যেগুলোর কারণে এ ব্যাধি নিজে নিজেই শিশুর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে। যেমন, শিশুর মেধা খুবই উচ্চ আকাশে বিচরণ করে থাকে। সে যে কথা শুনে নিজে নিজেই উহার একটি মাহাত্ম্য তৈরী করে নেয়। আমার বোন শৈশবে রোজ একটি দীর্ঘ স্বপ্ন শুনিয়ে থাকতেন। আমরা বিচলিত হতাম, কী করে রোজ তার স্বপ্ন এসে থাকে। পরিশেষে জানা গেলো যে, শোবার সময় যেসব কথা মনে করতেন তিনি তাকে স্বপ্ন মনে করে নিতেন। সুতরাং শিশু যা চিন্তা করে থাকে তাকে সে ঘটনা মনে করতে থাকে এবং আস্তে আস্তে তার মিথ্যার অভ্যাস হয়ে যায় এজন্যে শিশুকে বুঝাতে থাকা উচিত যে, ধারণা একটি বিষয় আর প্রকৃত ঘটনা আর একটি বিষয়। যদি ধারণার তাৎপর্য ভালভাবে শিশু-হৃদয়ে গ্রথিত করে দেয়া যায় তাহলে শিশু মিথ্যা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

২০। শিশুকে একাকী বসে খেলা থেকে বিরত রাখা উচিত।

২১। উলঙ্গ হয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত।

২২। শিশুদের এ অভ্যাস সৃষ্টি করে দেয়া উচিত যে, তারা সর্বদা নিজেদের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে। আর এর পদ্ধতি এই ;

(ক) তাদের সামনে নিজের অন্যায়কে ঢেকে দেয়া উচিত নয়।

(খ) যদি শিশু কোন ত্রুটি করেই ফেলে তাহলে তার সাথে এভাবে সহানুভূতি দেখান যেন শিশুর এটা উপলব্ধি হয়ে যায় যে, আমার কোন বিশেষ ক্ষতি হয়ে গেছে যার কারণে এসব লোক আমার সাথে সহানুভূতির ব্যবহার দেখাচ্ছে। আর তাকে বুঝানো উচিত যে, দেখো ! এ ভুলের কারণে এই ক্ষতি হয়ে গেছে।

(গ) ভবিষ্যতে ভুল-ত্রুটি মুক্ত থাকার জন্যে শিশুর সাথে এমনভাবে কথা-বার্তা বলুন যেন শিশুর উপলব্ধি হয়ে যায় যে, আমার ভুলের জন্যে মা-বাবাকে কষ্টে ফেলা হয়েছে। যেমন, শিশু কর্তৃক যে ক্ষতি হয়েছে তারা তার সম্মুখে এর মূল্য প্রভৃতি আদায় করে। এতদ্দ্বারা শিশুর এ ধারণা সৃষ্টি হবে যে, ক্ষতির ফলাফল শুভ হয় না। প্রায়শ্চিত্তবাদ খুবই নোংরা ধর্মীয় বিশ্বাস। কিন্তু আমার নিকট শিশুদের এভাবে তরবিয়ত করার জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়।

(ঘ) শিশুকে তিরস্কার করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা পৃথক ভাবে করা উচিত।

২৩। শিশুকে কিছু জিনিষ-পত্রের মালিক করে দেয়া উচিত। এতদ্দ্বারা শিশুর মধ্যে এসব গুণের সৃষ্টি হয় ঃ (ক) সদকা-খয়রাত করার অভ্যাস, (খ) মিতব্যয়িতা, (গ) আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা। যেমন শিশুর কাছে তিনটি পয়সা হলে তখন তাকে বলা যায়, এক পয়সা দ্বারা কোন কিছু কিনে নাও এবং অন্য শিশুদের সাথে মিলে-মিলে খাও। এক পয়সা দ্বারা কোন খেলনা ক্রয় করো। আর এ পয়সা সদকা-খয়রাত দিয়ে দাও।

২৩। এমনিভাবে শিশুর এজমালী (সাধারণ) জিনিসপত্র হোক, যেমন কোন খেলনা দেয়া হয় এবং বলা হয় - ইহা তোমাদের সকলের। সবাই তার সাথে খেলা করো। কেউ ঝগড়া করবে না। এভাবেই জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

২৫। শিশুকে আদাব-কায়দা (শিষ্টাচার) ও সভ্যতা শিখাতে থাকা উচিত।

২৬। শিশুদের ব্যায়ামের প্রতিও এবং তাকে কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী বানাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখা দরকার কেননা, এ বিষয়টি পার্থিব উন্নতি ও আত্মার সংশোধন এ উভয় প্রসঙ্গে সমানভাবে কল্যাণপ্রদ।

চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার পরিচিতি ওপরে দেয়া হয়েছে। এতদনুযায়ী ঐ শিশুই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে আখ্যায়িত হবে যার মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী দেখা যাবে ঃ

(১) ব্যক্তিগতভাবে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা থাকে, (২) অন্যদেরকে এমন বানানোর যোগ্যতা রাখে, (৩) জামাতের নিয়ম-কানুন মেনে চলার যোগ্যতা রাখে, (৪) আল্লাহ্তাআলার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ ভালবাসা রাখে যা কিনা সবার ভালবাসার চেয়ে অগ্রগণ্য হয়।

প্রথম বিষয়ের মান এই যে ঃ (১) যখন শিশু বড় হয় তখন শরীয়তের বিষয়গুলোকে কথায় ও কাজে মান্যকারী বানায়, (২) তার ইচ্ছা-শক্তি যেন সুদৃঢ় হয় এবং ভবিষ্যতে যেন পরীক্ষায় নিপতিত না হয়, (৩) তার নিজের জীবনের চাহিদাগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা ও জীবন বাঁচানোর যোগ্যতা অর্জন করা, (৪) নিজস্ব ধন-দৌলত ও সবার সম্পত্তি রক্ষা করার যোগ্যতা থাকে এবং তার জন্যে চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় বিষয়ের মানঃ (১) উত্তম চরিত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন, (২) অন্যদের তরবিয়ত ও তবলীগে অংশ নিন, (৩) নিজের সম্পদকে নষ্ট হতে দিবেন না বরং উহাকে ভালভাবে ব্যবহার করুন যদ্বারা জামাত ও ধর্মের অধিক থেকে অধিকতর কল্যাণ লাভ হয়।

তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ জামাতের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী চলার শক্তি রাখার এ মান ঃ (১) নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অধিকার, (২) জামাতের সম্পদের ও অধিকারের সংরক্ষণকারী, (৩) এমন কোন কাজ না করে যদ্বারা অন্যান্যদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়, (৪) জাতীয় পুরস্কার ও শাস্তি বরদাশ্ত করতে প্রস্তুত।

চতুর্থ বিষয়ে মান এই যে, (১) ঐশী কথোপকথন লাভের উৎসাহ ও আদব-কায়দা, (২) খোদাতাআলার নাম তাঁকে সর্বাবস্থায় বিনয়ী করে দেয়, (৩) পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় পৃথিবী থেকে একেবারেই নির্লিপ্ত, (৪) খোদাতাআলার ভালবাসার চিহ্ন তার সত্তায় পাওয়া যায়। এখন শিশুদের তরবিয়ত করার পরে এ প্রশ্নটি অবশিষ্ট থেকে যায় যে, যার মধ্যে পাপ সৃষ্টি হয়ে গেছে তাথেকে তা কীভাবে দূর করা যায় ইহা কাল বর্ণনা করবো। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা

মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস (মরহুম)

(১৪তম কিস্তি)

উম্মে করফাহ্-এর হত্যা

হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর সময়ের দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, তিনি উম্মে করফাহ্ নামে একজন মুরতাদ মহিলাকে হত্যা করেছিলেন। এ মহিলার হত্যার কারণও কেবল ধর্মান্তরিত হওয়া ছিলো না। বরং সে-ও এক যোদ্ধা ছিলো। তার প্রসঙ্গে লেখা আছে ঃ

"উম্মে করফার ৩০ জন পুত্র ছিলো। সে তাদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে উস্কে দিতো। আর তার হত্যার মধ্যে এই লাভ ছিলো যে, এভাবে তার পুত্রদের মনোবল ভেঙ্গে যায়" (মাবসূত, ১০ খন্ড, পৃষ্ঠা ১১০)

মুসায়লামা কায্যাবের সাথে যুদ্ধ

এভাবে হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুসায়লামা কায়যাযের সাথে এজন্যে যুদ্ধ করেন নি যে, সে ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো বা নবুওয়তের দাবী করেছিলো। বরং তার উদ্দেশ্য ছিলো শাসন ক্ষমতা লাভ করা। নবুওয়তের দাবী তো এ উদ্দেশ্য পূরণার্থেই ছিলো। সুতরাং মুসায়লামা কায্যাব বনূ হানীফার প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনা আসলো এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে শর্ত পেশ করলো যে, যদি আপনি আপনার পরে আমাকে আপনার খলীফা মনোনীত করেন তাহলে আমি আপনার বশ্যতা স্বীকার করবো। তিনি (সঃ) খেজুরের একটি শুকনো ডালা উঠিয়ে বলেন, তোকে এর সমানও কিছু দেয়া হবে না। ফিরে গিয়ে সে নবুওয়তের দাবী করে এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে পত্র লিখে ঃ

"মুসায়লামা রসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র নিকটে। আপনার ওপরে শান্তি। আমি আপনার সাথে শাসন ক্ষমতার অংশীদার। এজন্যে অর্ধেক রাজত্ব আমার ও অর্ধেক কুরায়েশের। কিন্তু কুরায়েশরা এমন লোক যারা ধৃষ্টতার সীমালঙ্ঘন করে যাচ্ছে" (তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৪৯)

নবী দাবী করার পরে সে হাজরাশ্ আল্ ইয়ামামাহ্-এর শাসনকর্তা ঘোষণা দেয়। হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা সুমামা বিন আসালকে সেখান থেকে বের করে দেয় (তারীখুল খামিস, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৭)। আবার সাজাহ নাম্নী এক মহিলা বিদ্রোহী যে কিনা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলো -এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। আর তাকে বলে আমি আমার ও তোমার জাতির সাহায্যে সারা আরবের ওপরে বিজয়ী হবে" (তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯১৮)।

সে তার নবুওয়তের দাবীর পরে দু'জন মদনী সাহাবী হাবীব বিন যায়েদ ও আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাবিল আসলামা তার সাথে সাক্ষাৎ করে। সে তাদের উভয়কে আটক করে তার নবুওয়ত স্বীকার করাতে চায়। আব্দুল্লাহ্ তো মুরতাদ হয়ে গেলো কিন্তু হাবীব মানে নি। তাঁকে টুকরো টুকরো করে আগুনে জ্বালিয়ে দেয় (তারীখুল খামীস, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪১)।

মুসায়লামার সাথে ইয়ামামা নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তার সাথে কেবল বনূ হানীফার ৪০ হাজার সৈন্য মজুদ ছিলো। আর এত তীব্র যুদ্ধ হলো যে, এমন রক্তঝরা যুদ্ধ মুসলমানরা কখনও দেখে নি। কিন্তু এতসব ঘটনার পরেও যা কিনা ইসলামী ইতিহাস থেকে নিশ্চিৎভাবে সাব্যস্ত হয়, ইহা বলা কীভাবে যথার্থ হতে পারে যে, মুসায়লামা কায্যাবের সাথে যুদ্ধের কারণ ছিলো কেবল তার ধর্মান্তরিত হওয়া।

এ ভাবেই **তোলায়হা বিন খুওয়ায়লিদ আল আসাদী** আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামেরই যুগেই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। হামীরা নামক স্থানে তার খাঁটি ছিলো। সেখানে সে নিজের নিকটে একটি সেনাবাহিনী জমা করেছিলো। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে গাৎফান, হাওয়াযিন ও তায় গোত্র তার সাথে একত্রিত হলো। এসব লোক বন্ধুত্ব স্থাপন করে মদীনার ওপরে অতর্কিতে আক্রমণ করলো। তাদের দু'টো অংশ ছিলো। একদল ছিলো তারা, যারা আবরাকে বসবাস করতো। অপর দলটি থাকতো যিল কসবাতে। তোলায়হা স্বীয় ভাইকে যিল কসবার লোকদের নেতা করে পাঠালো। আবস জীবানকে যখন হযরত আবূবকর পরাস্ত করলেন তখন সে-ও তোলায়হার সাথে এসে শামেল হলো। এভাবে বনু ফাজারাও মুসলমানদেরকে নানা প্রকার কষ্ট দিতো। এদের ব্যাপারে ওপরে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, ঐ গোত্রকে পরাভূত করার পরে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ক্ষমার জন্যে এ শর্ত আরোপ করলেন যে, তারা ঐসব অপরাধীদেরকে ধরবে যারা কিনা মুরতাদ হয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে এবং তাদের দেহকে কেটে ক্ষত-বিক্ষত করেছে বা তাদেরকে জীবিত দগ্ধ করেছে।

এভাবেই উকাশা বিন মুহসিন ও সাবেত বিন আকরম আনসারী আশে-পাশের সংবাদ সংগ্রহের এবং তাদের দেখা-শুনার জন্যে বের হলেন। তাই অমনোযোগী অবস্থায় পেয়ে তোলায়হা ও তার ভাই হত্যা করে ফেলে। আর মুসলমানরা তার লাশকে দলিতমথিত হিসেবে পায় (ইবনে খলদূন, পরিশিষ্ট ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭১ এবং তাবারী ৪ খন্ড, কামিল ২য় খন্ড ও তারিখুল খামীস, ২য় খন্ড)।

উপরোক্ত মুরতাদদেরকে এজন্যে হত্যা করা হয় নি যে, তারা মুরতাদ ছিলো। বরং এজন্যে করা হয়েছিল যে, মুরতাদ হওয়ার সাথে সাথে তারা বিদ্রোহ, হত্যা, লুট-পাট প্রভৃতি অপরাধ সংঘঠিত করেছিলো আর অন্যান্য বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়েছিলো।

প্রথমে তোলায়হার নিকট হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) স্বীয় দূত পাঠালেন এবং যুদ্ধ থেকে তাকে বিরত রাখতে চাইলেন। কিন্তু যখন সে মানলো না তখন যুদ্ধ করা হলো।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী সময়ে কেবল তারা দু'জনই নবুওয়তের দাবী করে নি বরং এমন আরও কয়েক ব্যক্তি ছিলো। আর নবুওয়তের দাবী দ্বারা সবারই উদ্দেশ্য ছিলো শাসন ক্ষমতা দখল এবং আরবের বিভিন্ন অংশ দখল করে নেয়া। তাদের মধ্যে একজন ছিলো **আসওয়াদ আনসী**। সে মুরতাদ হয়েই বিদ্রোহের পতাকাকে সমুন্নত করলো। আর আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে যাকাত-সদসা উসুলকারী যে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিলো তাদেরকে যাকাত ফেরত দিতে আদেশ দিলো। কর্মচারীরা ইতস্ততঃ বোধ করছিলো। এমতাবস্থায় সে মুয্জাহ্ ও

নাজরান গোত্রদ্বয়কে নিয়ে ইয়ামেনের মুসলিম গভর্ণর শাহরীন বাযানকে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে ফেলে। আর তাঁর স্ত্রীকে জোর করে বিয়ে করে সারা ইয়ামেনের শাসক বনে বসে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তার বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে ইবনে ইয়াখাস এর হাতে হযরত মাআযবিন জাবাল (রাঃ) ও তার সঙ্গী মুসলমানদের পত্র পাঠালেন যে, আসওয়াদ আনসীর মোকাবেলা করো। সুতরাং শাহরীন বাযান-এর স্ত্রীর সাহায্যে তার শয়নকক্ষে তাকে নিহত করে।

এভাবেই নবুওয়তের দাবীকারক **সাজাহ বিনতে হারেস** এক খৃষ্টান মহিলাও ছিলো। নবুওয়তের দাবী করেই সে-ও এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে মদীনার ওপরে আক্রমণে করে বসে। রাস্তায় সংবাদ পায় যে, মুসায়লামাও নবুওয়তের দাবী করেছে। এজন্যে সে মুসায়লামার সাথে মোকাবেলা করার জন্যে ইয়ামামাহ্-এর দিকে ফিরে যায়। সেখানে সে মুসায়লামার সাথে সন্ধি করে নেয়। আর উভয়েই মিলিত হয়ে আরব জয় করার জন্যে সংকল্প করে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ তার সৈন্যদলকে পরাজিত করেন। আর সে পালিয়ে গিয়ে এক দ্বীপে বনী তাগলীবের নিকট গিয়ে পলায়ন করে।

এভাবেই ওমানবাসীদের এক ব্যক্তি **লকীত বিন মালিক আযদী** মুরতাদ হয়ে নবী দাবী করে। এবং দলভারী করে ওমান এলাকায় শাসক বনে বসে। আর সেখানকার আসল কর্মকর্তার জীফর ও ইবাদকে বের করে দেয়। (তাবারী ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৭৭ ও ইবনে খলদূন, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৮, ও তারিখুল কামিল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬)।

এসব ঐতিহাসিক তথ্যাবলী থাকা সত্ত্বেও কারও জন্যে ইহা বলার সুযোগ কোথায় যে, এসব লোককে কেবল তাদের মুরতাদ হওয়ার ভিত্তিতে হত্যা করা হয়। যদি এখনও কেউ বলে তাহলে তাকে 'বকলম' বলা ব্যতিরেকে আর কিইবা বলা যেতে পারে।

এসব লোক যাদের উল্লেখ উপরে করা হয়েছে তারা মুরতাদ নয় বরং মুসলিম শাসনের বিদ্রোহী ছিলো এবং ইহাকে বিনাশ করে তদস্থলে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যাশী ছিলো। আর উহার প্রতিষ্ঠা-কল্পে ও প্রচেষ্টায় কুকর্মে লিপ্ত ছিলো। আর অকৃতকার্য ও বিফল হয়ে নিজ নিজ সময়ে মৃত্যুর শিকার হয়ে কবরের গ্রাসে পরিণত হয়। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

সংবাদ

শুভ বিবাহ

আমার কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মাৎ তাহমিন সুলতানা জেসমিন এর সাথে চট্টগ্রামস্থ হালিশহর নিবাসী জনাব আবদুল গফুর শিরাজী সাহেবের চতুর্থ পুত্র জনাব মাসুদ আহমদ তারেক-এর বিবাহ ১০০০০১ (এক লক্ষ এক টাকা) মোহরানায় গত ৩০.৬.২০০০ ইং সনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেজগাওস্থ "আল্ মসজিদ বায়তুল ইসলামে" অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত বিবাহ পড়ান মোয়াল্লেম হাফেয সিকান্দার আলী সাহেব। এ বিবাহ যাতে নব-দম্পতি ও উভয় পরিবারের জন্য আশিসমন্ডিত হয় সেজন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

ডাঃ এম, এ, রশিদ, প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,তেজগাঁও

নেছার আহমদের গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে ড. সেন

মুক্তিযুদ্ধের মৌল ভিত্তি থেকে আমাদের সুকৌশলে সরিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে

উপ-মহাদেশের খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন বলেছেন, বাঙালি জাতির ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। সেই মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে রচিত নেছার আহমদের গ্রন্থটিও অসাধারণ। তিনি বলেন, যা মানুষের কল্যাণের জন্য, তা-ই জয়ী হয় এবং স্থায়িত্ব পায়। নেছারের প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু মানুষমুখী, তাই প্রবন্ধগুলো অম্লান থাকবে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে তরুণ প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক নেছার আহমদের 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন বাংলাদেশ' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে ড. সেন প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও সাপ্তাহিক অণুবিক্ষণ সম্পাদক ডা. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উৎসবে আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রক্টর ও ড. গাজী সালেহ উদ্দীন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ওবায়দুল করিম দুলাল। সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা নাসিরুদ্দিন চৌধুরীর বক্তব্য পড়ে শোনান কবি জিন্নাহ্ চৌধুরী। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকাশনা উৎসব উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা সিরু বাঙালী।

প্রধান অতিথি ড. সেন আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মৌল ভিত্তি থেকে আমাদের সুকৌশলে সরিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলায়, আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ড. গাজী সালেহ্ উদ্দীন বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জীবনবোধের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর মাধ্যমে আমরা বাঙালিরা পেয়েছি জীবনের দিক নির্দেশনা। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সুদৃঢ় করতে সাম্প্রদায়িতকাকে উপড়ে ফেলতে হবে। প্রস্তুত থাকতে হবে নেছার আহমদের মতো গ্রন্থকারদের।

ড. ওবায়দুল করিম দুলাল বলেন, নেছার আহমদের বইটি কোনো গবেষণা গ্রন্থ কিংবা ইতিহাস গ্রন্থ নয়, একটি ইতিহাসের একটি চমৎকার উপকরণ ও অনন্য দলিল। তিনি এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য গ্রন্থকার ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান শৈলীকে ধন্যবাদ জানান।

মুক্তিযোদ্ধাসাংবাদিক নাসিরুদ্দিন চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, নেছার আহমদের গ্রন্থটি চিন্তাউদ্দীপক। গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোর সমকালীন মূল্য অপরিসীম।

স্বাগত বক্তব্যে সিরু বাঙালী নেছার আহমদের পারিবারিক এবং লেখক জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

গ্রন্থকারের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে নেছার আহমদ বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধের শহীদ পরিবারের সন্তান। আমার সমস্ত লেখালেখি মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে। তিনি বলেন, সমাজে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হলে সবক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাজফুজুর রহমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন বাংলাদেশ গ্রন্থটি সময়ের সাহসী উচ্চারণ। লেখক বয়সে তরুণ হলেও বোধের স্পষ্টতায়, চিন্তার গভীরতায় ও বিশ্লেষণের সামর্থ্যে তাঁর উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

জনাব মাহফুজ আরও বলেন, এ গ্রন্থটি গবেষণা-ধর্মীয় গ্রন্থের পর্যাভুক্ত না হলেও এতে গবেষকদের জন্যে রয়েছে প্রচুর তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ। কারণ লেখক চোখ দিয়ে যা দেখেছেন বুদ্ধির চাতুরীতে তার বিরুদ্ধাচরণ না করে কলমের সাহায্যে হুবহু নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন।

সাপ্তাহিক অণুবীক্ষণের সম্পাদক ডা. মাহফুজ আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বদেশ ও স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসাই এ গ্রন্থ রচনার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

[দৈনিক আজাদীসহ আরও কতিপয় পত্রিকায় এ সংবাদ ছাপা হয় - নির্বাহী সম্পাদক, পাঃ আঃ]

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076, Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL
Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944
Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 63 ❑ 4th Issue | August 31, 2000 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly | The AHMADI | রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

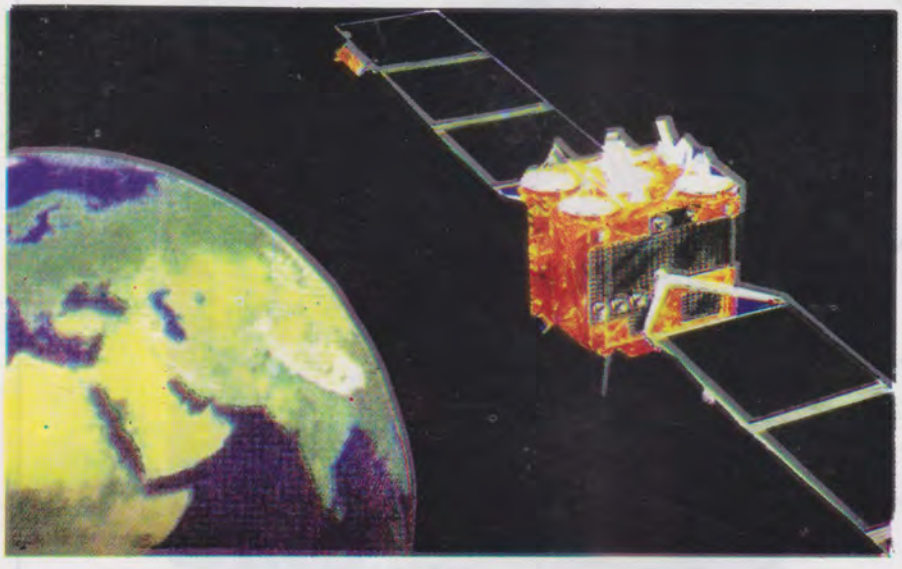

لااله الاالله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ অহোরাত্র দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 9662703, 505272